রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৩১৫।

মুল্য কাপড়ে বাঁধা ১।৵০, কাগজের মলাট ১৵০।
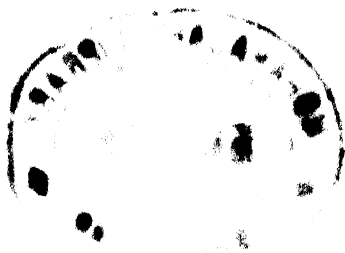
KUNTALINE PRESS,

Printed and Published by P. C. Dass,

61 & 62, Bowbazar Street, Calcutta.

1909.

TRANSIIT, NON PERIIT.

(My Grandfather, Rajnarain Bose, died September 1899).

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,
O strong and sentient spirit; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee; but the omnipresent thought
Of which thou wast a part and earthly hour,
Took back its gift. Into that splendour caught
Thou hast not lost thy special brightness. Power
Remains with thee and the old genial force
Unseen for blinding light; not darkly lurks:
As when a sacred river in its course
Dives into ocean, there its strength abides
Not less because with vastness wed and works
Unnoticed in the grandeur of the tides.

AUROBINDO GHOSE.

LEAN HARD.

Child of my Love—lean hard—
And let me feel the pressure of thy care.
I know thy burden, child—I shaped it—
Poised it in mine own hand—made no proportion
Of its weight to thine unaided strength ;
For even as I laid it on, I said—
"I shall be near, and while she leans on me,
"This burden shall be mine, not hers ;
"So shall I keep my child within the circling arms
"Of mine own love." Here lay it down, nor fear
To impose it on a shoulder which upholds
The government of worlds. Yet closer come—
Thou art not near enough—I would embrace thy care,
So I might feel my child reposing on my breast.
Thou lovest me ? I know it—doubt not, then,
But loving me—lean hard.

LINES WRITTEN ON READING "LEAN HARD."

Father I *must* "Lean Hard,"
And lay on Thee the burden of this pain :
This murmuring impatience too—Thou know'
Is harder still to bear : my fainting heart
Must find its shelter 'neath the circling arms
Of thine own deep love. Firm, clasp it there !
Take *all* my burden—Thou said 'st it *shall* be Thine ;
Leaning on *Thee* I know I shall be strong.

Father! dear Father! I would be closer yet—
But thou must draw me, else I cannot come.
Thine *arm* is not enough—where else can I repose
But on Thy loving breast? Soft pillowed there
For ever let me lie! Weary and weak,
My feet had stumbled on this rugged way,
Had'st thou not held my hand; and now I'm come
Close to the narrow stream—E'en should its waters
Roar and Waves swell high—Thine everlasting arms
Shall bear me safely through—its floods can ne'er
O'erwhelm. Father! Thou lov'st thy child—
I do not doubt—but *will* "Lean Hard."

বিজ্ঞাপন।

এই আত্মচরিতের যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ইহার হস্তলিপিখানি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কুমারী কুমুদিনী মিত্রকে দিয়া যান, এবং তাঁহাকেই ইহা প্রকাশ করিবার ভার দিয়া যান। তাঁহার এই দৌহিত্রীর নাম তিনি কুমারীরত্ন রাখিয়াছিলেন। আত্মচরিতের মূল খাতাখানি হইতে কুমারীরত্ন একটি নকল প্রস্তুত করেন। তাহা হইতে, মূলের সহিত মিলাইয়া, এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। মুদ্রণকার্য্য নানা কারণে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতে হইল। তজ্জন্য ভুল ত্রুটি লক্ষিত হইলে পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

বসু মহাশয়ের একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ। পরে তজ্জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

তাঁহার যে চারিখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে যে খানিতে বৎসরের উল্লেখ নাই, তাহা আনুমানিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের।

আমার প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে মদ্যপান পরিত্যাগের সহিত আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে কেবল কবিত্বশক্তিসহকারে বক্তৃতা লিখিতাম। ত্যাগস্বীকার না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় না। আমার সাধনের বৃত্তান্ত গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইবে*। উহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্বিতীয় সংখ্যা তাম্বুলোপহারে সূচিত হইয়াছে।

আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ্দ।

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সপ্তলক্ষণনির্দ্দেশক বক্তৃতা।

(২) ধর্ম্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি—ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

(৩) "Grand father of Nationality"—একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। Hindu Revival "হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" হইতে।

(৪) সমাজ-সংস্কার—বিধবাবিবাহ নিজ পরিবারে প্রবর্ত্তন।

(৫) আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।

(৬) College Reunion.

(৭) বিদ্বজ্জন সমাগম।

[* এই বৃত্তান্ত আত্মচরিতের হস্তলিপিতে পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।]

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

Three-colour blocks by U. Ray. KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।

জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত।

১৭৪৮ শকের ২৩এ ভাদ্র দিবসে (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়। * চাপড়া ষষ্ঠীর দিন জন্ম হয়। আমার স্মরণ হয়, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করি, প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর ছিল। ইংরাজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার এওজি † জমি কলিকাতার বাহির সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃপুরুষদিগকে দেন। বাহির সিমলার প্রাণকৃষ্ণ বসু আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার বংশোদ্ভব যদুনাথ বসু এক্ষণে (১২৯৬) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেছেন।

বাহির সিমলা পল্লাস্থিত মতিশীলের পুষ্করিণীর নিকট প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাটী হইতে আমার প্রপিতামহ শুকদেব বসু কোন কারণ বশতঃ বোড়ালগ্রামে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন। ইনি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত

---

* এই আত্মচরিতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়। যে স্থলে ঐ স্থানও লিখিবার দিবস উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তাহা পেরেন্থিসিসের ভিতর উল্লিখিত হইয়াছে।

† [অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ।]

হইয়া বৈদ্যনাথ (যেখানে আমি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছি) হত্যা দিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে যাত্রা করেন। রাস্তায় স্বপ্ন হয়। তাহাতে যে স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করেন, তাহা লইবার জন্য আমাদিগের বোড়ালের বাটীতে ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা স্থান হইতে আসিত। আমার পিতামহ, তৎপরে আমার খুড়া মহাশয়, ঐ ঔষধ বিতরণ করিতেন। অনেকে উক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। ইংরাজি ১৮৬৮ সালে যখন বোড়ালের বাটী একেবারে আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসি, তখন সেই ঔষধ গ্রামের নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে প্রস্তুত ও বিতরণ করিবার ভার দিয়া আসি। এক্ষণে অতি অল্প লোক ঐ ঔষধের জন্য আইসে।

শুকদেব বসুর দুই পুত্র, রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু। রামপ্রসাদ বসু চাকরী করিতেন, তাঁহার অনুজ রামসুন্দর বসু বাটীতে বসিয়া গৃহকার্য্য দেখিতেন। সেকালে এইরূপ রীতি ছিল, এক ভাই চাকরী করিতেন, আর এক ভাই বাটীতে থাকিয়া গৃহকার্য্য ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেন। রামপ্রসাদ বসু ঢাকার কষ্টমের দেওয়ান ছিলেন। তখন ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসায় বিনাশ করিবার জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ কাপড়ের উপর ভয়ানক জেয়াদা মাস্তুল বসাইয়াছিলেন। আমাকে কোন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই নিদারুণ প্রণালী দ্বারা ঢাকার কাপড়ের ব্যবসায়ের গলায় দড়ি দিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সে কালে অতিথি সেবা একটী পরমধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। এ দিকে খড়ো বাড়ী (সেকালের কোটা বাড়ী করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার

পৌঁছে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা একশত পাত পড়িত। পিতা-মহীঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্ত্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য প্রস্তুত রাশীকৃত উষ্ণ অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণ বশতঃ আমার বড় ঠাকুরদাদা ঢাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন, তখন উপরি উল্লিখিত স্বপ্নাপ্ত ঔষধ একমাত্র জীবনোপায় ছিল। একদিন গ্রামের একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার নিকট একটি মাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে না ভাবিয়া ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক জেদাজেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিন্নি (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া ভূত ছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার অদ্যকার একমাত্র অবলম্বন।" ঈশ্বরের কি কারখানা! ক্ষণেক পরে, কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে যোল টাকা আইসে।

সেকালে মুসলমান রীতি নীতি অনুসরণ করিতে আমাদিগের দেশের ভদ্রলোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।"

আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড় উদারচিত্ত লোক ছিলেন।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাটীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের জন্য আহার দ্রব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাটী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, এমন লোকের পুষ্করিণী খনন অথবা বাটী নির্ম্মাণের ভার লইয়া, দুই প্রহর রৌদ্রে বুকে মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখিয়া, ছাতা লইয়া ঐ কার্য্য তদারক করিতেন। বায়ুরোগ ছিল বলিয়া মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন। এই বায়ুরোগ জন্য তাঁহার ধাত এমনি গরম ছিল যে, শীতকালে একটি ফিনফিনে উড়ানি গায়ে দিয়া কাটাইতেন। গরম কাপড় সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পাগল পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাঁহার মোলাকাৎ হয়; তাহাকে বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের সীমা কি? সেই পাগলের একটি ধুতি পরা ও মাথায় একটি লাল টুপি ছিল, সেই লাল টুপিতে কতকগুলি ঘুঁঘুঁর বাঁধা ছিল। সে সর্ব্বদা বলিত "আমার নাম পূর্ব্বে অমুক মুখুর্য্যে ছিল, এক্ষণে আমার নাম Don Antonio Pedro, আমি লিসবোয়া (Lisbon) গিয়াছিলাম।" তখন পর্টুগিজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আসিত, বোধ হয় এই ব্যক্তি তাহাতে চড়িয়া বিলাত যাইয়া থাকিবে। ঠাকুরদাদা, বাটিতে যে সকল রোগী স্বপ্নাস্থ ঔষধ লইতে আসিত, তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। রোগীদিগের সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্যকার্য্য জ্ঞান করিতেন। এক্ষণকার সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন না। কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের

অতি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ শুশ্রূষা করিতে দেখা যায়। ইহাকে তাঁহারা nursing বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবিরা এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এই কার্য্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদ্‌গুণ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামসুন্দর বসু দীনদরিদ্রের যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বর্ত্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ শুশ্রূষা করিতে ঘৃণা না করিলে বাঁচি।

রামসুন্দর বসুর তিন পুত্র। তাঁহার বড় স্ত্রী দ্বারা এক পুত্রলাভ করেন। তাঁহার নাম মধুসূদন বসু। তাঁহার ছোট স্ত্রী দ্বারা দুই পুত্র হয়। তাঁহাদিগের নাম নন্দকিশোর বসু ও হরিহর বসু। নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বসুর জন্ম ১৮০৪ সালে হয়। নন্দকিশোর বসু আমার পিতা। ইহাঁর বিবরণ দিবার পূর্ব্বে আমার খুড়া মহাশয় হরিহর বসুর বিবরণ দিতে উপযুক্ত বোধ করি। ইনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, সেই অবধি তিনি কলিকাতায় আর আসেন নাই। বোড়াল কলিকাতা হইতে ছয় ক্রোশ দূর মাত্র, তথাপি আইসেন নাই। কলিকাতার বাহ্য আকারের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তিনি মৃতুকাল পর্য্যন্ত স্বচক্ষে আদোবে দেখেন নাই। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। পাল্‌কি চড়া তিনি বিপদ জ্ঞান করিতেন। তাহাতে তাঁহার বড় অসুখ হইত। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য অসুখ হইত। ইনি আমাদিগের বৈদ্যশাস্ত্র বেশ জানিতেন। গ্রামে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কাহারো নিকট কিছু লইতেন না। কখন্ পীড়িত ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, তাহা নাড়ী দেখিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন; এই জন্য গ্রামে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি বিজ্ঞ লোক বলিয়া গ্রামে

তাঁহার খ্যাতি ছিল। শাস্ত্রের অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি গ্রামের একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদিগের বাটীতে দুই বেলা গ্রামের লোকের বিলক্ষণ জনতা হইত। অনেক তামাক পুড়িত। গ্রামের লোক তখন দুই দলে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম বাজারিয়া দল, আর একটি দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল। আমার খুড়া মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের কর্ত্তা ছিলেন। আমার খুড়া মহাশয় নবযৌবনকালে রামমোহন রায়ের একজন অনুবর্ত্তী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নবযৌবনকালে তিনি একদিন বাটীর সম্মুখস্থিত ধোবা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া রামমোহন রায়ের গ্রন্থপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের রামধন তর্কবাগীশ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। খুড়া মহাশয় কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া তাহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ধোবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। খুড়া মহাশয় দলাদলি করিতেন বটে, কিন্তু আপনার অনুচরদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বাজারিয়া দলের লোকেরা গ্রামের ঠন্‌ঠনিয়া বাজারে বসিয়া কেবল গাঁজা খাইত ও বাজারের লোকদিগের নিকট বলপূর্ব্বক তোলা তুলিত। খুড়া মহাশয় একবার তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয়ে শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" নামক সম্বাদপত্রে এক পত্র ছাপাইয়া দেন। তাহাতে দারোগা আসিয়া ঠন্‌ঠনিয়া বাজারে বসিয়া উক্ত বিষয়ে সুরোথাল করে। আমার পিতাঠাকুর কলিকাতায় চাকরী করিতেন, আর খুড়া মহাশয় বাটী থাকিয়া গৃহকার্য্য দেখিতেন। খুড়া মহাশয় আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাটীতে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রথম ফল যখন ফলিল, তখন আমাকে খাইতে দিয়া বলিলেন যে, অদ্য আমার গাছ পোতা সার্থক হইল। বিধবা বিবাহ প্রথা আমার পরিবার মধ্যে

প্রবর্ত্তিত করাতে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিলেও আমার প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতাঠাকুর ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ঐ ভাষাতে বিশুদ্ধরূপে পত্রাদি ও বিষয়কর্ম্মের কাগজপত্র লিখিতে পারিতেন। আমি যখন কলেজ ছাড়িয়া বেঙ্গল সেক্রেটারি হালিডে সাহেবের (ইনি পরে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হয়েন) নিকটে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী জন্য প্রার্থী হই, তখন পিতা ঠাকুরের পরিচয় দেওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "That Nanda Kishore who used to write English so well ?"

রামমোহন রায়ের স্কুল হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল। পরে ইহা পূর্ণমিত্রের স্কুল এই নাম লাভ করে। পিতা ঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিন কতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের এক জন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। আমাদিগের গ্রামের নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের মদনমোহন মজুমদারও (সব বাড়ীর লোকে ইহাকে মদন কাকা বলিয়া ডাকিত) তাঁহার এক জন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতায় বাবার নিকট অথবা আমাদিগের বোড়ালের বাড়ীতে আসিতেন, তখন আমাদিগের মহা আনন্দের উদয় হইত। ইহার কেশ তখন শুভ্র হইয়াছিল। আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে।

পিতাঠাকুর প্রথমে দিন কতক হরকরা আফিসে কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। সে কালে হরকরা (Hurkaru) বলিয়া এক সম্বাদ-পত্র ছিল। তাহা এক্ষণে Indian Daily News সম্বাদপত্রের সহিত একীভূত হইয়াছে। এই হরকরা সম্বন্ধে নন্দগোপাল নামক এক ইংরাজী কবি (ইনি ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তথাপি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে ছাড়িতেন না) তাঁহার প্রণীত "Golden Moon" নামক কাব্যে লিখিয়াছেন "Hurkaru husband Englishman Wife"। হরকরা কাগজের তেজস্বী লেখার জন্য তাহাকে husband বলিয়াছিলেন। তখন হরকরার মালিক Samuel Smith সাহেব ছিলেন। স্মিথ সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে বড় ভাল বাসিতেন। পিতাঠাকুর হরকরা আফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরাণীগিরি করিয়া একুশ বৎসর বয়সে গাজিপুর Opium Agency Officeএ নিযুক্ত হয়েন। John Trotten সাহেব তখন Opium Agent ছিলেন। পিতা ঠাকুরের একবার জ্বর হওয়াতে সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে এমনি এক জোলাপ দেন যে, সেই জোলাপে তাঁহার অসংখ্য দাস্ত হয়; সেই অবধি তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। তখন তীব্র জোলাপ দেওয়া, ফস্ত খোলা ও জোঁক লাগান রীতি প্রচলিত ছিল। তৎপরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম্ম করিয়া ট্রেজরীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত জন্য স্থাপিত Spe-cial Commission Office এর হেড কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৭ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে Special Commission Office এ যখন নিযুক্ত ছিলেন,

তখন অন্যায়রূপে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অনেক লোক তাঁহাকে ধরিত, তাহাদগের নিকট হইতে উৎকোচ লইলে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন, কিন্তু এক পয়সা লইতেন না। যেরূপ আয় ছিল, সেইরূপ ব্যয় করিতেন, তাঁহাকে বড়মানুষি করিতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমি কোন সঞ্চিত অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃত কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি শেষ Special Commissioner মুর-সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যেখানে যেখানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক বড় মানুষের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, সকলেই তাঁহাকে তাঁহার সৎপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব জন্য অতিশয় সম্মান করিত ও ভালবাসিত। ইনি বেদান্তধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন শঙ্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন এবং ওঁকার জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার বুড়া আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যেরা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। পিতাঠাকুর বেদান্তপ্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না। তিনি কোষাকুষি লইয়া রোজ পূজা আহ্নিক করিতেন, আর একটি পেরেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা এপ্রকার আচরণ কপটতাচরণ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহা-

দিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সকল ধর্ম্ম একেবারে উন্নতি লাভ করে না। ক্রমে উন্নতি লাভ করে। অতএব সেই ধর্ম্মের প্রথম অনুন্নত অনুবর্ত্তীদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। এক্ষণকার স্কুলের বালকেরা নিউটন অপেক্ষা গণিত জানে, তাহা বলিয়া কি তাহারা নিউটনের ন্যায় সম্মানার্হ? বিশেষতঃ প্রাথমিক ব্রাহ্মেরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অতএব তাহা পালন কপটাচার বলিয়া কিরূপে গণ্য হইতে পারে? যদি এপ্রকার লৌকিক আচার পালন ভয়ানক দোষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মহাত্মা সক্রেটিসকে ঐ দোষে দূষিত বলিতে হইবে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন "Crito, I owe a cock to Aesculapius"। সক্রেটিস লৌকিকাচার পালন ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিতেন। ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনেক দিন হইল পিতাঠাকুরের পরলোক হইয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন এখনও তিনি জীবিত আছেন। এখনও যেন তিনি সেই ডিগ্‌ডিগে কিন্তু যেন মোমদিয়া গড়া গৌরবর্ণ শরীর লইয়া দাঁড়া ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া লিখিতেছেন। তিনি কখন বসিয়া লিখিতেন না।

আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয়, যে, আমি শিব পূজা করিতে ভাল বাসিতাম। খেলার মধ্যে তাহা প্রধান খেলা ছিল। শিব গড়িয়া পূজা করিতাম ও তাহার সম্মুখে কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতাম। শিবকে বলি দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নহে, মুরব্বিরা বলিলেও তাহা শুনিতাম না।

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা।

আমার শিক্ষা "মা নিষাদ" এবং চাণক্য-শ্লোক এবং

গাড—ঈশ্বর

লাড—ঈশ্বর

আই—আমি

ইউ—তুমি

কম—আইস

গো—যাও

এই সকল মুখস্থ করানো দ্বারা আরম্ভ হয়। পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে যে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সেকালে ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ করান হইত। আমার স্মরণ হয়, আমার জেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, যাঁহার নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে "গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর" মুখস্থ করাইতেন। দুর্গানারায়ণ বসু মধুসূদন বসুর পুত্র। ইনি এক্ষণে (১২৯৬) মেদিনীপুরে কাজ করিতেছেন। ইনি অতি সুরসিক ব্যক্তি। মেদিনীপুরে গিয়াছেন, অথচ দুর্গানারায়ণকে জানেন না, এমন লোক নাই। আমি যে গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্দ্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি "রাজনারায়ণ" বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই

আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতা ঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজি শিখিবার জন্য শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভু মাষ্টার অতি অল্পই ইংরাজি জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্নে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্ব্বাহ্নে গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাষ্টারের অপেক্ষাও ইংরাজী অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটা লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইহাঁরা ফ্রেল্ দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন অবধি ফ্রেল শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন লাটিন ভাষার অভিধান দেখিতে দেখিতে Ferula শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাক্‌তি, মস্ত বাঁটওয়ালা। উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম School Society's School ছিল। School Society দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে; তাঁহাদিগের প্রকাশিত Reader গুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম "School Society's School" হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন।

যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত Life of Dr. Hare পড়িতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালীরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বেরোতো, তাহা হইলে তাহাকে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত। তিনি লিখিবার বিষয় যে সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটী অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই! কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ঐ গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু করিলেন না। যখন আমি এই কার্য্য করি, তখন আমার বয়স এগার কি বার। এই কার্য্য জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক সভা (Debating Club) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে "Whether Science is preferable to Literature" এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত (mathematics) ভাল লাগিত না,

তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা-শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ব্বক আমাকে বলিতেন যে, "কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ, (how fast you are growing)।" একবার জ্বর হওয়াতে আমি তাঁহাকে সম্বাদ না দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সম্বাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে যাইতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেডমাষ্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। দোষের মধ্যে এই যে, তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়বাদ প্রচার করিতেন। পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে যদি উমাচরণ আসিতেন, তাহা হইলে বলিতেন, "Let us stop for a while, Umacharan is coming"। উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না। উমাচরণ আমাদিগের নিকট Scott's Ivanhoe,

Pope's Poems, Prior's Henry to Emma এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐ সকল কাব্য পড়িতেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া। একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্ত পদ বাঁধা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতঙ্ক রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি। এই রাধামাধব বাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার। তিনি Overseer P. W. D. পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সম্বাদপত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সম্বাদপত্রে যেমন সম্বাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালানোতে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সম্বাদপত্রের নাম Club Magazine ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে (Old English Character) কাগজের শিরোদেশে জাজ্বল্যমানরূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুর্গাচরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন

নেপোলিয়নের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নির্ম্মাণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড়লোক হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার স্মরণ হয়, হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি ইংরাজীতে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা (Satire) রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে বিশেষতঃ একজন সুবর্ণ বণিক জাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। তাহাতে সুবর্ণ বণিকেরা শব্দ দ্বারা টাকা কিরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই কবিতা রচনা জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিতে ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় Robinson Crusoe। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা সকল এমনি মনে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, সেগুলি আমার সম্মুখে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতের একটি ছাত্র হোমারের ইলিয়ড পড়িবার সময় ঐ কাব্যে বর্ণিত ঘটনা সকল যথার্থই সম্মুখে ঘটিতে দেখিত। আমার ততদূর না হউক অনেকটা সেইরূপ বটে। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয়, তাহার নাম Travels of Cyrus by Chevalier Ramsay। উহা ফরাসিস্ ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরাজিতে অনুবাদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিশর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে যে, মিসরিক পুরাণ কেবল রূপকমাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে হিন্দুধর্ম্মও ঐরূপ। মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকা-পূজা হইতে বিরত হই। সরস্বতী পূজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহার মত ছিল, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।

ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি (Free) ভর্ত্তি হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার পিতা বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ কলেজের অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোকরারা 'বড়ে' বলিত। কেন 'বড়ে' বলিত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য কিম্বা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড় মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া তাঁহাদিগের বড় মানুষ সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড় মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরবসূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না।

আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের থার্ডক্লাসে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ দুই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে, ভর্ত্তি হই। সেই বৎসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর Government সংস্থাপিত General Committee of Public Instruction এর সেক্রেটরী ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলার্ষিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণী জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রথম নির্দ্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলার্ষিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্ব্বোত্তম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইত এবং টাউনহলে

গবর্ণর জেনারল আসিয়া স্বহস্তে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগকে পর্য্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই এক বার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্ম্মনীতিতে আমার প্রদত্ত উত্তর সম্বাদপত্রে ছাপা হয় ও ধর্ম্মনীতিতে একটি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হই। তখন Bengal Herald নামক একটি সম্বাদপত্র ছিল। তাহা History of the Sepoy Mutiny এবং History of the Afghan War প্রণেতা Lieut. William Kaye (ইহার পর তিনি Sir William Kaye হয়েন) সম্পাদন করিতেন। আমি পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে উত্তর দিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে তিনি উক্ত কাগজে যাহা লিখেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"The distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindu College took place on Thursday last. Our readers will have found the abstract of the proceedings of this interesting ceremony in our last. *The Hurkaru* has published them in *extenso* including the best essay which was read by its author and the best answers to the historical questions for the senior scholarship. The essay, compared with the Hindu College Prize essays of several years past printed in the report, is very inferior; but the answers to the historical questions are astonishing for their fulness and general accuracy. They present too in their style a most marked contrast to the essay which is often not idiomatic while that of the answers is scarcely often otherwise. We have been told that it is the practice for the competitors for the scholarships to write their answers at first in rough draft and then copy them. Now if this was done in the case of the answers to which we are

referring, the student who is the author of them must, besides a most extraordinary memory, and faculty of expression in English, write it with a rapidity which is rare even among Englishmen, for these answers occupy very nearly two columns of the Hurkaru very closely printed in brevier type. We write tolerably fast but we doubt if we could write the quantity in the same time; and we are quite sure that we could not write so much twice over without allowing a moment for thought and recollection. If Rajnarain Bose wrote his answers at once, he cannot have taken any time to recall all the historical facts embodied in his answers but have written them off as if writing from a book and not from memory and his performance, despite some slight mistakes in matter and style, is really most extraordinary. He has not passed over a single question. He has answered every one in the most detailed manner generally with great accuracy and interpersed his answers with remarks that show considerable powers of reflection and discrimination. How comes it that he could not beat the essayist at the work, for the subject of the essay afforded great advantage to one whose mind is so well stored with historical facts and who writes with such extraordinary ease and rapidity? The subject given was: "On the effects produced on the fortunes of different nations and of mankind in general by the individual character of remarkable persons illustrated from History." The author of the answers to the historical questions should surely have been able to write a

better essay than the one to which the palm of superiority in business has been awarded."

Bengal Herald, 14th January, 1843. Saturday.

পাঠকবর্গকে এখানে আমার জানানো কর্ত্তব্য যে আমি পুরাবৃত্তের প্রশ্নের উত্তর খসড়া অবস্থায় পরীক্ষককে দিয়াছিলাম। তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিই নাই।

হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পঠিত হইত :

(১) Bacon's Essays.
(২) Shakespeare—Macbeth, Lear, Othello, and Hamlet.
(৩) Milton—Paradise Lost, Lycidas, Comus, L'Allegro, Il Penseraso, Sonnets, &c.
(৫) Young's Night Thoughts.
(৪) Pope's Essay on Criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the death of a young lady, Prologue to the Satires, &c.
(৬) Gray's Poems.

পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

(১) Hume's History of England (unabridged).
(২) Gibbon's Roman Empire (unabridged).
(৩) Mitford's History of Greece.
(৪) Fergusson's Roman Republic.
(৫) Elphinstone's India.
(৬) Russell's Modern Europe.

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভালাম হইবে।

Mathematics.

(১) Euclid First six books and 11th book.

(২) Algebra.

(৩) Plane and Spherical Trigonometry.

(৪) Analytical Conic Sections.

(৫) Differential and Integral Calculus.

(৬) Mixed Mathematics.

(ক) Whewell's Mechanics.

(খ) Berkley's Astronomy.

(গ) Webster's Hydrostatics.

(ঘ) Phelp's Optics.

(৭) Calculation of Eclipses.

পাঠক দেখিবেন যে, উপরের ফর্দ্দে Gibbon's Roman Empire উল্লিখিত আছে। পুরাবৃত্তলেখকের মধ্যে গিবন ও মেকলে, বিবিধ প্রবন্ধ (essays) লেখকের মধ্যে মেকলে এবং কবিদিগের মধ্যে স্পেনসর, টমসন ও বাইরন আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি সেক্সপিয়র ও মিণ্টনের ক্ষমতা দেখিয়া স্তব্ধ হইতাম কিন্তু আন্তরিক ভালবাসাটা উপরোক্ত কবি সকলের প্রতি ছিল। মেকলের গ্রন্থের নাম "বর্ফি" রাখিয়াছিলাম। কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পাদন করিবার কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে "Science of National and Individual Happiness" একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং একটি অতি বৃহৎ Universal History লিখিবার কল্পনা, এবং উৎকল, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারি বেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল।

আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (Captain David Lester

Richardson) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India but your reading of Shakespear।" তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে "that shows its hoar leaves in the glassy stream" সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, "hoar leaves" এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিম্ন ভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সে ভাগ সাদা। তিনি "Literary Leaves" "Literary Recreations" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং Selections from the British Poets নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্ত্তা। ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্যসমাজে সর্ব্বজনাদৃত ছিল। কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ "Amiss" শব্দকে "এমিস" উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, "You are a miss।" তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, "are you going to the theatre to day?" তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া হুগলি কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালী করেন। তৎপরে পুনরায় হিন্দুকলেজে নিযুক্ত হয়েন। শিক্ষাসমাজের সভাপতি Drinkwater Bethune সাহেবের সঙ্গে ইহাঁর বিবাদ হওয়াতে ইনি ১৮৫০ সালে কর্ম্মচ্যুত হয়েন। কর্ম্মচ্যুত হইবার পর কলিকাতার ওয়েলিংটন দত্তদিগের (Wellington Dutt) দ্বারা সংস্থাপিত Metropolitan Collegeএ দিন কতক প্রিন্সিপ্যালী করেন। ইনি পুনরায় অনেক বৎসর পরে মেজর রিচার্ডসন হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক মাস মাত্র ঐ কার্য্য করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়। যখন তিনি প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজে সর্ব্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন Historian বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম, তেমনই Good Reader বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।

V. L. Rees সাহেব আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার কথা বলিতে ইহাঁর মুখ দিয়া লাল পড়িত। ইনি আদোবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে, তাঁহার অধ্যাপনের সময় আইলে

কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ্‌কিয়া পলাইত। আমি কখন রেল টপ্‌কিয়া পালাই নাই; কিন্তু একবার আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকিয়া ছিলাম। কমিটির মিটিঙ্গের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ঐ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সেদিন কোন রকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়াছিলাম। ইনি ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি একদিন কেদারায় বসিয়া আছেন; ছারপোকা—যাহার সম্বন্ধে কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

"হিমালয়ে হরঃশেতে হরিঃশেতে মহোদধে
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে মৎকুনস্য চ শঙ্কয়া।

তাহা তাঁহার অত মোটা পেণ্টলুন ফুড়িয়া কামড়ানতে তিনি "bugs! bugs!" না বলিয়া "bogs! bogs!" (বোগ্‌স, বোগ্‌স) বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি "d" কে "দ" এবং "t" কে "ত" উচ্চারণ করিতেন। একদিন তাঁহার ক্লাসে বসিয়া আমি সম্মুখে কাগজ রাখিয়া তাহাতে আঁকড়ি জুঁকড়ি পাড়িতেছিলাম; তিনি আমার পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আমার দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া মুখটি আমার মুখের অতি নিকটে আনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "So good in literature why not good in mathematics!" এমন উত্তম স্বভাব শিক্ষক আমি কখন দেখি নাই। তাঁহার স্বভাব অতি চমৎকার ছিল; কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। কাপ্তেন সাহেবের খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। কবিরা কখন সংশয়বাদী হইতে পারেন না। মেকলে সাহেব বলিয়াছেন,

শেলী নাস্তিক হইলেও তাঁহার আস্তিকতা তাঁহার কবিতার নানা স্থানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কর সাহেব কাপ্তেন সাহেবের মতন জাঁকালো লোক ছিলেন না কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব এক বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে অসাধারণ রূপে বুৎপন্ন ছিলেন কিন্তু কর সাহেব সকল বিষয় জানিতেন। যখন আমরা কাপ্তেন সাহেবের শিক্ষাধীন ছিলাম তখন তিনি ধর্ম্মনীতি বিষয়ে (moral philosophy) লেকচার দিতেন। তাহার পর যখন কর সাহেবের শিক্ষাধীন হই, তখন তিনিও ঐ বিষয়ে লেকচার দিতেন। কিন্তু আমরা দুই তুলনা করিয়া দেখিয়াছি কর সাহেবের লেকচার গভীরতর বোধ হইত কিন্তু তত সুন্দর বোধ হইত না। কর সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রথমে হেড মাষ্টার ছিলেন, পরে প্রিন্সিপাল হন। তাঁহার হেড মাষ্টারের পদ হইতে উন্নতির জন্য চেষ্টা বিষয়ে আমাকে সব খুলিয়া বলিতেন। তাঁহার ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হই নাই। এক দিন তিনি আমাদিগের নিকট আমাদিগের দেশের পৌত্তলিকতার সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের বোধ হইল তিনি প্রগাঢ় খ্রীষ্টিয়ান নহেন। ইনি পরে হুগলি কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েন। সেই অবস্থাতে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্কুল সকল পরিদর্শন করিতে যান। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম। ইনি বিলাতে গিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে দুই খানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম "Domestic manners of the Hindus" এবং "Glimpses of Ind।" তিন চারি বৎসর হইল (এক্ষণে ১৮৮৯) তাঁহার মৃত্যুসমাচার সম্বাদপত্রে পাই। এই সমাচার

পাইবার পূর্ব্বে কতবার আমি এইরূপ দিবা-স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে স্কটলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি, আর তিনি আমাকে দেখিয়া যাহার পর নাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

আমাদিগের আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম হালফোর্ড (Hulford) সাহেব। মানুষটি সকল বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রে (Grammar and Philology) অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। লোকটি বড় নীরস ছিলেন কিন্তু স্বভাব ভাল ছিল। ইনি একদিন প্রস্রাব করিতে গিয়াছেন, আমরা তাঁহার নোটবই খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে snake, s-nake, nake, nák, nág লিখিত রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত "নাগের" সঙ্গে ইংরাজী snake শব্দ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক স্থানে দেখিলাম "Bocchus King of Mauritania, Bocchus. in Greek = goat = Boka (Bengali) অর্থাৎ বোকা ছাগল। সেই নোটব'য়ে আমরা দেখিলাম এক স্থানে রসিক পুরুষ একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কখন মনে করি নাই যে Hulford সাহেব কবিতা লিখিতে পারেন অথবা কবিতা লিখিতে ভাল বাসেন। সেই কবিতা লর্ড এলেনবরোর প্রতি উক্ত। বিষয় চীনের সহিত যুদ্ধ। উহাতে এক স্থানে চীন সম্রাটকে "Seric Lord" বলা হইয়াছে, দেখিলাম। রোমানেরা চীন দেশকে Serica বলিত। ইনি এক দিন আমাদিগকে বলিলেন যে Sematology নামে একটি নূতন বিদ্যা ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিনের সংযোগ (Grammar, Logic and Rhetoric)। Sematology নামেতে আমাদিগের বড় আমোদের উদয় হইল। আমরা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে লেক্‌চর দিতে প্রার্থনা করিলাম। যে কয়েকজন অনুরোধ করিয়াছিলেন

তাহার মধ্যে আমি প্রধান। তিনি কর সাহেবকে আমাদিগের উৎসাহের কথা বলাতে কর সাহেব বলিলেন "আপনাকে উহারা ঠাট্টা করিয়াছে।" সেই অবধি আমার প্রতি কিছু দিনের জন্য বাম ছিলেন এবং কর সাহেবও যখন আমাকে নিজ হইতে (কলেজ কমিটি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত) সার্টিফিকেট দেন, তখন তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন "His conduct when under my eye was good"। কলেজ কমিটির সার্টিফিকেটে লেখা ছিল "His conduct was very satisfactory"। Sematology বিদ্যার উল্লেখ একবার যাহা আমরা হালফোর্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, আর কখন শুনি নাই। হালফোর্ড সাহেবের আর দুই একটি গল্প আমার প্রণীত হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্তে আছে।

আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দ কৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব, ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপ্স্ কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপাননিবারিণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বারিষ্টর। তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিনকতক নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে (১৮৮৯) তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। লিভিতে (Levee) ইহার কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারতসাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক

বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "I am a Brahmin Christian"। মানুষ হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে জাত্যভিমান সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা সুকঠিন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃত যশের সহিত Inspector of Schools পদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গ ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং "গার্হস্থ্যাবিধি" প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের বংশজাত। ইনি গণিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য কিছুদিন করিয়া পরলোক গমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি এক্ষণে জীবিতমান আছেন। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের লেখা পড়ার কার্য্যে তাঁহাদিগের ডান হাত বলিলে হয়। জগদীশনাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম District Police Superintendent পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশচন্দ্র দেব অনেককাল হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্য খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্য্যন্ত আমরা পড়িতাম। ইনি কলেজ ছাড়িয়া ট্রেজরিতে এক

৺ কিশোরীচাঁদ মিত্র।

উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কোন কারণ বশতঃ ঐ কর্ম্ম ছাড়িয়া বিলাত যান ও তথায় সেকালের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ও আমাদিগের একজন পরীক্ষক Sir Edward Ryan এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত কুমারী তরু দত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়। ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় আমার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে আমার প্রথম বিবাহ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্রকে তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনী লেখনে সাহায্য প্রদান, স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষের সহিত রাজমহল ও গৌড় ভ্রমণ, এবং আমার ধর্ম্মমতে পুনঃ পুনঃ কয়েকটি পরিবর্ত্তন প্রধান।

আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রাধামোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর ও কন্যাটির বয়স এগারো বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আন্দুরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটীতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত আমার বক্তৃতার দুই এক স্থানে আছে। একুশ বৎসরে আমার আন্দুরস হয়।

ইংরাজী ১৮৪২ সালে "কলিকাতা রিভিউ" নামক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার ঐ জীবনী প্রণয়নে মহাখ্যাত্যাপন্ন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারক ডাক্তার ডফ সাহায্য করেন। ঐ জীবনী

কিশোরী বাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটরী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সঙ্গে একটি গল্প এইরূপ ছিল যে রামমোহন রায় নিজের প্রচারিত ধর্ম্মকে Universal Religion অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তখনই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন ঐরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।

কলেজে পড়িবার সময় বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার বাটী ঐ সময়ে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এই জন্য তিনি "এজুরাজ" অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইংরাজীওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা (uncrowned king) ছিলেন। তিনি ঐ বৎসর পূজার সময় তাঁহার অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ষ্টীমার "লোটস" (পদ্ম) আরোহণ করিয়া রাজমহল ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য গমন করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমাকে ও অন্যান্য দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া যান। অদ্য তিন বৎসর হইল "সুরভি" সম্বাদপত্রে উক্ত ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশদেশান্তর যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার বিলাত যাইতেছে, কেহ কেহ আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি (Landour)

লেণ্ডোর বা মসূরী পর্য্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীর পুরুষ জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার বীরত্ব আমরা কতদূর প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। উক্ত ঘোষজা মহাশয় তাঁহার সময়ে ইংরাজীওয়ালাদিগের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে পঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা সকলে রামগোপাল বাবুর বাটীতে একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথোপকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ক আলাপ করিয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিতেন। এই জন্য তিনি "এজুরাজ" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই এজু শব্দ এডুকেটেড শব্দের অপভ্রংশ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন এক দিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার Lotus ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটী বঙ্গদেশভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার লোটস ষ্টীমারটী ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের উপযুক্ত ছিল। সেটীকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিত। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইব, পূর্ব্বে মাতা ঠাকুরাণী তাহা জানিতে পারিলে ভ্রমণে যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি যাহাতে টের না পান অথচ কার্য্যটী সমাধা করিতে হইবে এই জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিলাম। সে ষড়যন্ত্রের ভিতর কেবল আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ছিলেন। স্থির হইল, মাতা ঠাকুরাণীকে বলা হইবে যে, আমি রামগোপাল বাবুর স্বগ্রাম বাঘাটী যাইতেছি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতা ঠাকুর যথার্থ কথা ব্যক্ত করিবেন। যে দিন আমরা বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিব সে দিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল

আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ—যাহা এক্ষণে কাপড়, তরকারী, ফল, হুঁকা, তামাক প্রভৃতি জগতের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্র লোককে ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে এক একটি কাপড়ের মোট লইয়া ষ্টীমার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে ত্রিবেণী, বলাগড়, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল! লোকে কলিকাতা হইতে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়ার আকর হইয়াছে। বাঘাটী ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর গ্রাম্য বাটিতে পূজার কয়েক দিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু নিজে পূজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না; তাঁহার সম্পর্কীয় একটি বৃদ্ধ লোক পূজার সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, কেবল শান্তিজল লইবার দিনে রামগোপাল বাবুকে শান্তিজল নিতে দেখিয়াছিলাম। এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনাবলী (Macaulay's Essays) পাঠ করি। তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (Essay) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে পুনরায় ষ্টীমার আরোহণ করিয়া আমরা মুরশিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমোদে কাটান হইত। প্রাতে উঠিয়া চা, বিস্কুট ও ডিম খাওয়া হইত। মধ্যাহ্নকালে বাঙ্গালীতর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল; রাত্রিতে ইংরাজীতর অথবা হিন্দুস্থানীতর আহার হইত। সকাল বিকাল দুই বেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী মারিতে যাইতাম। সেই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ

করা যাইত। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন। আমি বলিলাম "আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।" রামগোপাল বাবু বলিলেন "গেলই বা।" তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ক্রমে, বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড নবদ্বীপ পার হইয়া বিল্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় ষ্টীমার নোঙর করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে গমন করিলাম। আমরা মুরশিদাবাদের ঘাটে নোঙর করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোঝাই করা একটি লম্বোদর ভড় কৃশাঙ্গী "লোটসের" উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়।

তাহাতে লোটসের বিলক্ষণ অঙ্গহানি হয়, লোটসের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া মাঝিদিগকে উত্তম মধ্যম দেন। এইরূপ উত্তম মধ্যম দিয়া মুরশিদাবাদ সম্মুখে আর থাকা বিধেয় নহে জ্ঞান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলাভিমুখে ষ্টীমার চালান হয়। তৎপরে উক্ত সঙ্গমস্থল হইতে আমরা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পৌঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাবদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইংরাজী সুকবি ও কাব্য-শাস্ত্রবিশারদ, সেক্সপিয়র প্রণীত নাটকের বিখ্যাত আবৃত্তিকারী আমাদিগের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সকল ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

এস হে, পথিক! হেথা, এস এই স্থানে,
কালের নাশিনী গতি হের এই খানে।
যখন নিশীথ কালে পেচকের রব,
শ্রবণবিবরে আসি পশিবেক তব,
সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ধ্বনি উঠিবে সঘনে
কৃশতনু শিবা হতে নির্জ্জন গগনে;
যদি হে! তোমার চিত্ত হয় হে তেমন
পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন,
কিম্বা জ্ঞান-চিন্তারত হয় তব মন,
এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন,—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানব কীরিতি সহ গত হয় সব,

আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে
হৃদয় ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে।

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্য্যন্ত হয়, তখন এই সকল ভগ্নাবশেষ রেলওয়ে এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ জন্য একবারে বিধ্বস্ত করা হয়। যখন এই বিধ্বংস কার্য্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের ১৭ বৎসর পরে রাজমহলে পুনরায় একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্টে নবাবদিগের অট্টালিকা সকল ভাঙ্গিতেছে। সেকালে অট্টালিকা সকল খুব মজবুত ছিল, এক্ষণকার অট্টালিকা সকল আদৌ সেরূপ মজবুত নহে। ইংরাজনির্ম্মিত অট্টালিকা সকলে শীঘ্র ফাট ধরে। রাজমহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা ষ্টীমারে আরোহণ পূর্ব্বক, রাজমহলের পর্ব্বতের দিকে গঙ্গা নদীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া উক্ত পাহাড় সকল পর্য্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়া কলের না এয়েছেরে" "ধোঁয়া কলের না এয়েছেরে" বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয় পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই।

লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে এক দিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটী "কড়কড়ে পানীতে" (Rapid) পড়িলাম। ষ্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম, আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। রামগোপাল বাবু অসম-সাহসিক কার্য্য সকল করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতেই হইবে। তাহাতে বইল (Boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।" রামগোপাল বাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন "আমি মন্ত্রপূত জীবন ধারণ করি।" (I bear a charmed life)। ষ্টীমারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার হালকি করিবার জন্য ষ্টীমারের অধিকাংশ জিনিষ পত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গিরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় "কড়কড়ে পানী" কোন প্রকারে পার

হইল। নদীর দুই তীরে লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়," কেবল "অন্যের" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "জলের" এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—"ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।" তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টর বাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই এক দিন অবস্থিতি করিলে পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সঙ্কল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহনগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় Dr. Elton হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপাল বাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেণ্টুলন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্‌ফর্‌ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! দৃশ্যটি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি সায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি দরজায় খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে

আহারের উদ্‌যোগ হইল। সাহেব ও রামগোপাল বাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙ্গালীতর বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়জনে পড়িয়া খিচুড়ি রাঁধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এই খানে বাদসাহের প্রত্যহ দরবার হইত। প্রাচীরের উপরে অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। সেই কারুকার্য্যের মধ্যে কোরান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটী আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদসাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা ভাঙ্গিয়া গেলে বোধ হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মনুষ্যের কীর্ত্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্য্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তাহা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টারলনী মনুমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই-

রূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষের বিশেষ বৃত্তান্ত র‍্যাবেন্‌শা (Ravenshaw) সাহেব সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "রুইন্‌স্ অব্ গৌড়" (Ruins of Gour) নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপাল বাবু ও ডাক্তার সাহেব ব্যতীত আর সকলের সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র কিংবা অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সহিত মোলাকাৎ হয় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়জন অপদার্থ ভীরু বাঙ্গালী ছিল, তাহাদিগের দুর্দ্দশা কি হইত বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্ম্মমতে পর পর কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। এই সম্বন্ধে দেবেন্দ্র বাবু আমাকে তাঁহার কোন পত্রে নানকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখেন "যুগে যুগে একো বেল।" পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে Cyrus's Travels by Chevalier Ramsay পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের Appeal to the Christian public in favour of the Precepts of Jesus এবং চ্যানিঙ্গের (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে Hume পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।

ঈষৎ মুসলমান হইবার বৃত্তান্ত এই। প্রথম যাহা ঠাট্টাতে আরম্ভ করিলাম, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে যথার্থতঃ হইয়া পড়ি। কলেজে থাকিতে

দেখিলাম, সহাধ্যায়ী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঝোঁক ত্রিত্ববাদাত্মক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের (Trinitarian Christianity) দিকে। উক্ত ধর্ম্ম আমার বিষদৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি মিছামিছি মুসলমান হইলাম এবং আমার সমাধ্যায়ী-দিগের নিকট জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষে দেখাইতে লাগিলাম। তখন খ্রীষ্টীয় জগতে পেলি (Paley) সাহেবের আদর বড়। আমি দেখাইলাম যে পেলি সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখা-ইয়াছেন, ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষে দেওয়া যায়। সমা-ধ্যায়ীরা ধরিল যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যদি এতই অনুরাগ তবে তুমি প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর না কেন। আমি বলিলাম, অবশ্য গ্রহণ করিব। আমি তৎপরে এই মর্ম্মে এক হস্তলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলাম যে, অমুক দিন আমি কলেজ ষ্ট্রীটে যে মশজীদ আছে (সে মশ্‌জীদ এখনও আছে) তাহাতে বিধিপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে মুসল-মান ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। এই ঘোষণা পত্র সমস্ত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহারাও বাহিরের লোকদিগকে তাহা দেখা-ইল। সে দিন উক্ত মশ্‌জীদের সম্মুখে অবশ্য লোক জমিত, কিন্তু পরি-শেষে বিদ্রূপ টের পাইয়া জমে নাই। যাহা হউক ধর্ম্ম লইয়া এরূপ উপ-হাস করা উচিত হয় নাই। অজ্জন্য এখন অনুতাপ হইতেছে। বলিতে কি, এই হিড়িকে মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া-ছিলাম। তখন বাটীতে পারসী পড়িতাম, সেই পারস্য ভাষা এই কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। আমি এই সম্বন্ধে Sale's Koran, Chapters in Gibbon's Roman Empire about Mahommed and his successors এবং আর আর অনেক গ্রন্থ, যাহার নাম এক্ষণে মনে পড়িতেছে না, তাহা পাঠ করি। এই করিতে করিতে যথার্থই

মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। Sir Walter Scott বলেন যে, লোকে যাহা ভান করে, ক্রমে ক্রমে তাহা যথার্থই হয়, এই কথা ঠিক!

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমার পিতাঠাকুর বেদান্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, জগৎ স্বপ্নবৎ, নির্ব্বাণ মুক্তি, এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। একদিন তিনি ও কলিকাতার সিমুলিয়া-নিবাসী আমাদিগের জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব নন্দলাল বসু * ও আমি, এই তিন জন বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলাম। আমি তখন হিন্দুকলেজে পড়ি। নির্ব্বাণ মুক্তির বিষয়ে কথা হইতেছিল। আমার পিতা ঠাকুর নির্ব্বাণ মুক্তির মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দলাল বাবু সিড়িতে নামিবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, "বাপু! তোমার বাবার মত তুমি বিশ্বাস করিও না। দেখ, চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।"

হিন্দুকলেজে যত দিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বের যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের

* ইঁহার পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যদুনাথ বসু।

লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কথনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমৎ মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন) প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।" পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য ও হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না। একবার রামমোহন রায়ের কোন শিষ্য অপরিমিত মদ্যপান করাতে রামমোহন রায় ছয় মাস তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই। পিতাঠাকুর

আমাকে পরিমিতপায়ী করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সে কালে মুন্সী আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এই মুন্সী আমীর আলী পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাটনার বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের উপকার করাতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণকার (১৮৯০) হুগলীর ইমাম বাড়ার মতওয়াল্লি সাহেব তাঁহার পুত্র। যে বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য হইত, সেই বাটীতে খাস কমিশনের (Special Commision) কার্য্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙ্গ ছিল বলিলেই হয়। মুন্সী আমীর আলী উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিশনের ওকালতী করিতেন। পিতা ঠাকুরের সহিত মুন্সী আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মুন্সী সাহেব আমার পিতা ঠাকুরকে "রাজদার দোস্ত" বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে "রাজদার দোস্ত" বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটা টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সী আমীর আলী পিতা ঠাকুরকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজ পত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (পিতা ঠাকুর খাস কমিশনের হেড্‌ক্লার্কের কার্য্য করিতেন, আবার ঠিকা কাগজ তরজমা করিয়াও কিছু উপার্জ্জন করিতেন)। এক দিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি? তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই,

পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতা ঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না ; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্য পানে আমার একটি পীড়া জন্মিল। * * * তাহার সঙ্গে জ্বর ছিল। ছয় মাস শয্যাগত ছিলাম। পিতাঠাকুর আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি হাফেজের একটি মেসরা (পংক্তি) আবৃত্তি করিয়া আমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেন। সেই মেসরার অর্থ এই যে, প্রিয়তম কখন চলিয়া যাইবে সেই আশঙ্কাতে আমার চিত্ত বেত্রবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। "হমচু বেদ লর্জ্জানস্ত।" কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমি সারিয়া উঠিলাম। আমি এই পীড়া উপলক্ষে কলেজ পরিত্যাগ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরই আমার প্রথমা স্ত্রী ও তৎপরে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরেন। তিনি পল্লীর বালিকাদিগের সঙ্গে তাঁহার পিত্রালয়ের খিড়কির পুষ্করিণীতে সাঁতার শিক্ষা করিতেন। সাঁতার দিতে দিতে তলিয়া যান। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু ইংরাজি ১৮৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে হয়। যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্ম্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনার কোন্ ধর্ম্মে মৃত্যু হইতেছে, সকলকে বলুন।" তিনি বলিলেন "বৈদান্তিক ধর্ম্মে।" তিনি গঙ্গাতীরের পথে যাইতে যাইতে, আমার

জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর ও আমার পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইহাঁর বাটী ইন্দোরে ছিল, ইহাঁর একটি প্রণবাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল। তখন যে ব্রাহ্ম হইত, তাহাকে একটি ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় "ই হম্ নথাহদ্ মান্দ" "এইরূপ রহিবে না" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এই জন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পত্র অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, দুপ্রহরের পূর্ব্বে সেগুলি স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা স্বাক্ষর করিতেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিয়া স্বাক্ষর করিতেন, এমন নহে; কিন্তু নিতান্ত অল্পসংখ্যক নয় এমন ব্যক্তি যে বুঝিয়া করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। লালা সাহেব লোকের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেন। লালা সাহেব Co-existence and Pre-existence অর্থাৎ Co-existence of God *with* or Pre-existence of God *before* Matter এই বিষয়ে সর্ব্বদা তর্ক করিতেন। এই বিষয় আমাদিগের মধ্যে তখন প্রধান আলো-

চনার বিষয় ছিল। এখনও যেন সম্মুখে দেখিতেছি, লালা সাহেব একবার করিয়া নস্য লইতেছেন এবং Co-existence, Pre-existence করিতেছেন। লালা সাহেব লর্ড মন্‌বড্ডোর (Lord Monboddo) গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। লর্ড মনবড্ডোর মত ছিল মানুষ বানর-বংশ-সম্ভূত। তিনি ডারউইনের পূর্ব্বে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনের বিপক্ষ ছিলেন। এমন কি, উদ্ভিদ পাক করিয়া খাওয়া অবিধেয় বলিতেন। তাঁহার মতে কাঁচা উদ্ভিদ খাওয়া উচিত। তিনি পাক কার্য্যকে অনৈসর্গিক মনে করিতেন। লালা সাহেব এই মত অনুসারে কাঁচা বেগুন, কাঁচা লাউ প্রভৃতি (আমরা অনেক নিষেধ করিলেও) ভক্ষণ করিতেন, ইহাতে তাঁহার একবার পেটের পীড়া হয়। তিনি খুব উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ তিনিই স্থাপিত করেন। অন্যান্য স্থানের মধ্যে তিনি মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ইন্দোরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করি ও কেন করি, তাহা পরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়-বাদী অথবা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলনের অনেক দিন পুর্ব্বে লিখি। দেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়, সাজ রে সাজ।" তিনি অবশ্য গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

"ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।
সাজ রে সাজ॥"

তিনি একবার কোথায় বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, "ওঁকারকে গলার হার কর," তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।" তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা ডিমস্থিনিস্কে অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। এথেনস্-নগরবাসী লোকেরা পূর্ব্ব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্থিনিস, দেশ শাসনার্থ সাধারণ তন্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন "Ye Athenian women! no longer Athenian men!" "হে এথেনস্বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুও এক দিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতার প্রধান বিষয় আইন। তিনি তখন তাহার অনুশীলন না করিয়া বক্তৃতা করিতেন।

"যার কর্ম্ম তাকে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু ও মুসলমান আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্রও অসাধারণরূপে ভাল ছিল। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার একটি উত্তম জীবনচরিত আমাদিগের আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ বাবু সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে এই বিশ্বাসে যোগ দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা দেশের উপকার হইবে।

৺ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের উপকার করা তাঁহার প্রাণের ব্রত ছিল। উভয়ে দেবেন্দ্র বাবুর ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিবার সময় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ! চল আমরা এদেশ হইতে জর্ম্মেনি অথবা আমেরিকায় গিয়া বাস করি, এদেশের কিছু হইবে না।" তিনি অভিমান করিয়া এই কথা বলিতেন, উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক কার্য্য হইতে বিরত হইতেন না। তিনি সকল সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এই সময়ে তিনি ডাক্তারি ব্যবসায়ে সবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি পরে পানাসক্ত না হইতেন, তাঁহা দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত তাঁহার একটি জীবনী ইংরাজীতে আছে। কিন্তু উহার লেখা ভাল নহে।

কর্ম্মজীবন।

ব্রাহ্ম সমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাহার কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। আমি তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তখনকার Supreme Councilএর Legislation-Member এবং Council of Educationএর President Hon'ble C. H. Cameron সাহেবের সুপারিশ পত্র লইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য জন্য তদানীন্তন Bengal Secretary F. H. Halliday যিনি পরে Lieutenant Governor হয়েন, তাঁহার নিকট কত দিন উমেদারী করি কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। উপনিষদের অনুবাদকের কার্য্য করিবার সময় দেবেন্দ্র বাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্র বাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য কখনই ভুলিবার নহে।

Sir W. Jonesএর Persian Grammar ইংরাজীতে লিখিত। উদাহরণ সকল পারশি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া পারশির সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের আখ্যাপত্রে উহার নাম উভয় ইংরাজীতে ও পারশিতে লেখা আছে। পারশি নাম

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

"শকরেস্তা তসনিকে ইউনসে অক্সফর্ডী" ইহার অর্থ "শর্করাধার অক্সফর্ডের জোন্‌স্ কৃত।" পারশিতে জোন্‌স্ নামের মুসলমানী প্রতিরূপ "ইউনস্।" "ইউনস্" হিব্রুনাম। তাহা হইতে উভয় পারশি নাম "ইউনস্" এবং ইংরাজী নাম Jones বুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পুস্তকে পারশি কবিতা হইতে যে সকল পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য আমার মনকে হরণ করিল। তখন হিন্দু কলেজে পারশি পড়াইবার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিল। তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পারশি না পড়িয়া আমার পিতাঠাকুরের মুন্সীর নিকট তাহা পড়িতাম। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম ও সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরাজী শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলাম তখন প্রসিদ্ধ জর্মন পণ্ডিত William Augustus Schlegel প্রকাশিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও কুমার সম্ভবের প্রথম সর্গ ঐখানকার অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে আমার এই অবধি, কিন্তু লোকে বোধ হয় মনে করে আমি সংস্কৃত ভাল জানি। আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তরজমা করি। উক্ত অনুবাদ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীটন সভার (Bethune Society) ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু Literary Chronicle নামক সাময়িক পত্রিকা তখন প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশংসাসূচক বাক্যের মধ্যে বলিয়াছিলেন "The Upanishads are being translated by an erudite student of the Hindu College।" ডাক্তার রো (Dr. Row) এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত Bibliotheca Indica নামক সংগ্রহে তাঁহার কৃত উপনিষদের অনুবাদের ভূমিকায় আমার

অনুবাদকে একটি প্রামাণিক অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে উহা তত ভাল হয় নাই।

দেবেন্দ্র বাবু আমাকে ইংরাজী খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। এক দিন আমার প্রথম বক্তৃতা, যাহার প্রথমে "এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলে" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু কি না মনে করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পরদিন স্পন্দায়মান হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন) তাহার বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা। যে সময় ঐ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামান্য ধার্ম্মিক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন "এই সকল বক্তৃতা ঈশ্বরের সঙ্গে অমৃত হইল।"

ঐ সকল বক্তৃতা এরূপ প্রশংসাবাদের উপযুক্ত নহে। যদি ব্রাহ্ম-সমাজে কোন বক্তৃতা অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান। আমি যে সময়ে প্রথম কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তখন আমি বাঙ্গলা আদোবে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গলা পণ্ডিত ছিলেন

তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু মাতৃভাষার এমন বৎসলতা গুণ যে আমি অনায়াসে ঐ সকল বক্তৃতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে দিন সেই বক্তৃতা রচনা করি যাহার শেষে মুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে "সেখানে চিরবসন্ত, চিরযৌবন, চিরপ্রেম। সে প্রেমে মোহের লেশ মাত্রও নাই—এ অবস্থাতে মোহতরঙ্গের কোলাহল দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকে—সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইয়া থাকে" সে দিন আমার মনে যে কি স্বর্গীয় নির্ম্মলানন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা কি বলিব? "অন্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করা, কন্য তাঁহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা" এই বাক্য যে বক্তৃতায় আছে সে বক্তৃতা যে দিন সমাজে করি সেই দিন একটি ব্যক্তি যাঁহার পুত্রের বিয়োগ অব্যবহিত পূর্ব্বদিন হইয়াছিল তিনি অত্যন্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঐ বক্তৃতা পড়িয়া বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে রচিত মৃত্যু বিষয়ে আমার একটি প্রধান বক্তৃতা যাহার প্রথমে বক্তা কোন মহামনা ব্যক্তির মৃত শরীর দেখিয়া বলিতেছেন "আহা! ঐ ওষ্ঠদ্বয় হইতে যে পরম পবিত্র তেজোময় অমৃতময় সদ্বক্তৃতা নিঃসৃত হইত তাহা আর নিঃসৃত হইবে না" ইত্যাদি আছে সে বক্তৃতা যে দিন তত্ত্ববোধিনী সভার তদানীন্তন সম্পাদক বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন সেইদিন মেদিনীপুর হইতে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে আসিয়া পৌঁছে ইহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্ত তা পছন্দ করিতেন না। তাহার বিপক্ষে, দেবেন্দ্র

বাবুর নিকট সর্ব্বদা বলিতেন। অনেক লোকের—তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের—নাম করিয়া বলিতেন উহা তাঁহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন? কিন্তু অক্ষয় বাবু ক্রমে ক্রমে আমার বক্তৃতার গুণ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় ঈশ্বর প্রেমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন মেদিনীপুর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ যে বক্তৃতায় বিবৃত আছে তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে "আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।" ঈশ্বর গুপ্তের যে সকল গুণ ছিল তাহাতে যে আমি অন্ধ নহি তাহা আমার প্রণীত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তা আমি আদোবে পছন্দ করিতাম না। ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন "বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

১৮৪৬ সালে পূজার সময় দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি উলুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর দিয়া নৌকাযোগে বর্দ্ধমানে যাই। এই ভ্রমণের সময় আমাদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা হইত। আমোদের স্বরূপ কখন কখন The Last man by Mrs. Shelly এই নভেল আমি আপনা আপনি পড়িতাম। আমরা যখন বর্দ্ধমানে গিয়া পৌছি তখন দেখি মহারাজা মহাতাব চন্দ বাহাদুর তাঁহার বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলানি সিংহকে আমাদিগের আহ্বানার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমানে লইয়া যান। তারাচাঁদ বাবুর বাটীতে আমাদিগের বাসা হয়। রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ী করিয়া আমাদিগের জন্য অতি বৃহৎ সিদা পাঠাইতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি মহাতাব চন্দ বাহাদুরের

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মনুষ্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, "World-man এবং God-man"। ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে "God-man" অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিতেন। ইনি ইহার কিছুদিন পরে বৰ্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বৈদান্তিক ধৰ্ম্ম ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলিকাতা সমাজের কার্য্য সম্পাদিত হইত ঠিক সেই প্রণালীতে উহার কার্য্য সম্পাদিত হইত। ঐ সময়ে কলিকাতার সমাজে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে অধ্যায়ের প্রথমে "স্বভাব মেকং কবয়ো বদন্তি" এই শ্লোক আছে সেই অধ্যায় সমস্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে "জ্ঞ কাল কালো" শব্দ আছে সেখানে "জ্ঞ" অক্ষরের উপর ভয়ানক জোর দেওয়া হইত। রাজা একদিন তাঁহার সমাজের উপাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন যে 'জ্ঞ'র উপর যেরূপ জোর দেওয়া হয় তাহা শুনিলে আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠে। ঐ শ্লোকটা ভবিষ্যতে আর পড়িওনা।" বৰ্দ্ধমানের এই সমাজ এখনও আছে কিনা বলিতে পারি না। সেই দিন অবধি মহাতাব চাঁদের পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আফতাব চাঁদ নিয়মিতরূপে উহাতে উপস্থিত থাকিতেন। আফতাব চাঁদও তাঁহার পিতার ন্যায় বৈদান্তিক ছিলেন। আফতাব চাঁদের সময়ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইত। মহাতাবচাঁদ মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন কিন্তু বৰ্দ্ধমানের সমাজ উঠাইয়া দেন নাই। আর একটি সমাজের কার্য্য উক্ত সময়ে বৰ্দ্ধমানের সমাজ অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। সেটি তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ। তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। ঐ সমাজের কার্য্য ঠিক রামমোহন রায়ের সময়ের সমাজের কার্য্যের ন্যায় সম্পাদিত হইত। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় ১৮৫৪ সাল

পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন ঐ সমাজ ছিল। প্রত্যেক সমাজের পর একটি করিয়া রীতিমত ভোজ হইতে চাই। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মস্ত বাবরি থাকাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে মোর্চগু বলিয়া ডাকিতেন।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের পূজার সময় আমরা পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হই। একটি প্রকাণ্ড পিনেসে দেবেন্দ্র বাবুর তখনকার সমস্ত নিজ পরিবার এবং একটি বোটে কেবল আমরা দুইজনে থাকিতাম। প্রতি দিনের ঘটনা আমি একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতাম। নবদ্বীপ ও চুপি পার হইয়া পাটুলির নিকট যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইতে অল্প বাকি আছে। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন যে দিবা প্রায় গত হইল অতি অল্প সময় বাকি আছে, অদ্যকার দৈনন্দিন লিপি লিখ। আমি বলিলাম যে এখন লেখা উচিত হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত কারখানা হইতে পারে। আমি মন্দের ভবিষ্যদ্বক্তা (Prophet of evil) হইলাম। অল্পে অল্পে উত্তরপশ্চিম কোণে প্রগাঢ় কালো মেঘের সঞ্চার হইল। উভয় পিনেস ও নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, দুএর গুণ জড়াইয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু তখন বোটের ছাতের উপর উপবিষ্ট। এমন সময়ে ভয়ানক বাতাস উঠিল। পিনেসের জোরে বোট কাত হইতে লাগিল। জল উঠিতে দুই কি তিন ইঞ্চ বাকি ছিল। "কাতান কোথায়! কাতান কোথায়!" এই শব্দ পড়িয়া গেল। কাতান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লগি দিয়া গুণ ছাড়াইবার চেষ্টা করাতে লগি দেবেন্দ্র বাবুর নাকের উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে তাঁহার নাক কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণেকের জন্য থামিয়া গেল। আবার দ্বিগুণ তেজে উঠিল। মাঝিরা চেঁচিয়া উঠিল "আবার
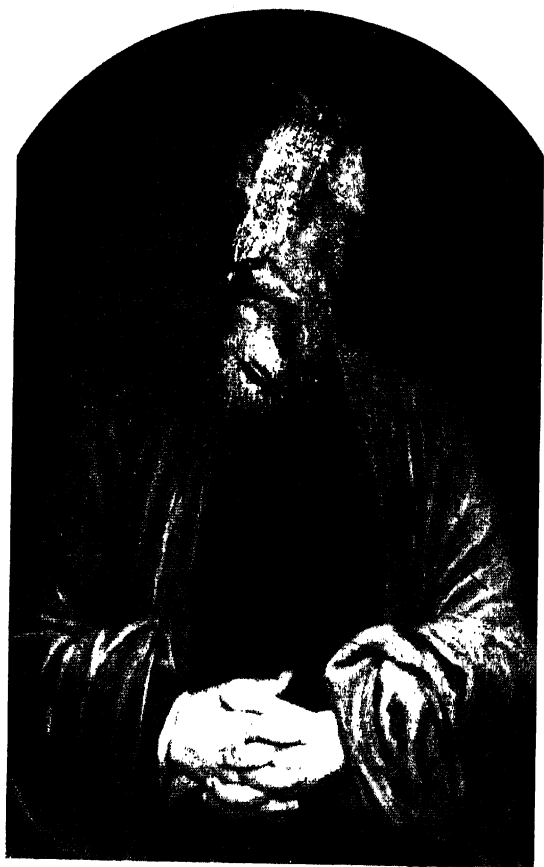
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাইরে” “আবার তাইরে।” এই “আবার তাইরে” শব্দ আমার কাণে এখনও বাজিতেছে। কাতান ভাগ্য ক্রমে পাওয়া গেল। তাহাতে পিনেসের গুণ কাটিয়া দেওয়া হইল। পিনেস বাতাস উঠিবার পূর্ব্বে উভয় গুণ ও পালে চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল ভরে পেট ফুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সম্মুখে যাইতে লাগিল। গুণ কাটিয়া দেওয়াতে আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের তীর উভয় বরাবর হইল আমরা তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময়ে একটি ছোট ডিঙ্গী আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল। আমরা বোম্বেটিয়া মনে করিয়া “কেও! কেও!” বলিয়া চেঁচিয়া উঠিলাম। দেখিলাম স্বরূপ চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে হস্তে একটি পত্র। দেবেন্দ্র বাবু ঝিকিমিকি আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে Melancholy news from England। তাহাতেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর দিন ভারি ঝড়। সমস্ত নৌকা তীরে বদ্ধ। পাটুলী হইতে পলতা পর্য্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরবেগে ছুটিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদিগের বোট। তাহাতে জল খাবারের দ্রব্য সমেত সমস্ত পরিবারের সহিত দেবেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পলতায় পৌঁছিলেন। যখন নৌকা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পলতায় গিয়া পৌঁছিল তখন নৌকার খোলে এক খোল জল। মাঝিরা বলিল “আর একটু বিলম্ব হইলে নৌকা টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইত।” পলতাতে গাড়ি প্রস্তুত ছিল। রাত্রি থাকিতে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেসে

বংশবাটীর চন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিলাম। তিনি স্বরূপ খানসামার—(?)

সেই অবধি দেবেন্দ্র বাবুর বিষয়ের যে জোড় উপস্থিত হইল সে জোড় অদ্য বার বৎসর মাত্র (অদ্য ১২৯৩ সাল) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ অসাধারণ সৎব্যবহার দ্বারা তিনি ঐ জোড় পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "Honesty is the best policy" তাঁহার জীবন এই বাক্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সততা অবলম্বন না করিলে তাঁহার বিষয়ের কিছুমাত্র থাকিত না। যাঁহারা তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝেন। সততা অবলম্বন না করিলে "সমূলো এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃত মভিবদতি" এই বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার সম্বন্ধে খাটিয়া যাইত তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে রাজকীয় ঠাটে থাকিতেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে "Prince Dwarkanath Tagore" বলিয়া ডাকিত, কেহ কেহ "Prince Taragona" বলিয়া ডাকিত। Tagore হইতে Taragona করিয়াছিল। মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একেবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরে মোহিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি মহারাণীকে নবরত্ন অলঙ্কার ও অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন তাঁহার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় এক ক্রোর টাকা দেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে Carr, Tagore & Co., নামক তাঁহার বিখ্যাত হৌস দেউলিয়া হইল। দেবেন্দ্র বাবু সকল মহাজনদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার অসাধারণ সরলতাতে সকলেই

মুগ্ধ হইল। তিনি দেনা শোধের যেরূপ বন্দোবস্ত প্রস্তাব করিলেন তাহাতেই তাহারা সম্মত হইল। তখনকার সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল "all the creditors expressed great sympathy with him।" তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র বাবু একেবারে হঠাৎ অত্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন। প্রতিদিন চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যপূরিত টেবিলের পরিবর্ত্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি ডাল ভক্ষণ ধরিলেন। দেবেন্দ্র বাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)। সম্পর্কে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কতবার তাঁহাকে অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে Insolvent আদালত আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কতবার তিনি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে "খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া Insolvence লইতে বলিতেছেন কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।" আমাদিগের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন বলিয়া, কালী ভট্টাচার্য্য নামক তাঁহার পিতার একজন মাতাল মোসাহেব আমার নিকট একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন তাহার অর্থ এই যে "পূর্ব্বে গরুড়ের ন্যায় পক্ষী পরামর্শদাতা ছিল, এক্ষণে বায়স সকল বাবুর পরামর্শদাতা হইয়াছে।"

দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য করিবেন ইহা তখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রভূত আন্দোলনের বিষয় হইল। বিখ্যাত শিরসামুদ্রিক (Phrenologist) কালীকুমার দাসের ভ্রাতা রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী কৈলাসকুমার দাস তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যদি অপৌত্তলিক প্রণালীতে আপনার পিতার আদ্য-

কৃত্য না করেন তাহা হইলে আমরা আপনার দলে থাকিব না। দেবেন্দ্র বাবু শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্মপ্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্মপ্রণালী অনুসারে না হওয়াতে সম্বাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংলিশম্যান পত্রে দেবেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করাতে আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে উক্ত পত্রে সমর্থন করি। কলেজেও তাঁহার সঙ্গে টক্করাটক্করী, কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও টক্করাটক্করী। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার স্নেহভাব কখনও তিরোহিত হয় নাই: সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু সমাচার পাইয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এবার আদ্যরস হয়। কলিকাতার হাটখোলার দত্তদিগের বাটী আদ্যরস হয়। স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে বড়মানুষ ছিলেন। ইঁহার জেঠতুতো ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়। কালীপ্রসাদ দত্তের বিষয় আমি আমার "সেকাল ও একাল" পুস্তকে লিখিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোলের মধ্যে কোতবপুর জমিদারী ইঁহাদিগের দুইজনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার বিখ্যাত কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম উপস্থিত হয়। এক্ষণে ঐ জমিদারী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। আমার যখন এই বাটীতে বিবাহ হয়, তখন দত্তপাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ব্রহ্মসভার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল

বলিয়া হুলস্থূল পড়িয়া যায়, কিন্তু আমার শ্বশুরমহাশয় তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি আমাকে যাহার পর নাই স্নেহ করিতেন। আমার ভ্রাতাদিগের বিধবাবিবাহ দিলেও তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহার বাটীতে অনেক সংস্কৃত পুস্তক ছিল। ইনি একজন শাক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি ইহার অতিশয় ভক্তি ছিল। তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ ব্যবহার করিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করে না ইংরাজেরা যে তাহাদিগকে অপবাদ দেয় তাহা অমূলক। আমার যখন হাটখোলার দত্তদিগের বাটী বিবাহ হয়, তখন ইহাদিগের হ্রাসের অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) পিতা রামদুলাল সরকার ইহাঁদিগের সংসারে সরকারী করিতেন। এই খাতিরে ছাতুবাবু আমার শ্বশুরমহাশয়কে তাঁহার দুস্থাবস্থাতে অর্থ সাহায্য করিতেন। শ্বশুর মহাশয় ঋণ জন্য তাঁহার হাটখোলাস্থ ভবন হারান। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি ছাতুবাবুর সালকিয়াঁর বাগানবাটীতে বাস করিতেন।

দেবেন্দ্র বাবুর আয় হ্রাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের জন্য অধিক লোক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের কার্য্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্য্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। তাহার পর দেড় বৎসর বসিয়া থাকি। এই সময়েও পিতৃতুল্য দেবেন্দ্র বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন। তৎপরে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ঐ সময়ে ছোট আদালতের জজ আমার সমাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের পিতা রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন এবং

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন ও পরে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট হয়েন—তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্যের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অলঙ্কারের, বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়ের এবং সুরসিক ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে Council of Education এর সভাপতি এবং Supreme Council এর Legislation Member অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেব বীটন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। যে দিন উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ ও অশোক স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক দিগের সকল শোক ও দুঃখ অপনীত হইবে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাটী হইতে যে সকল গাড়ীতে বালিকাদিগকে স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত সেই সকল গাড়ীর গায়ের উপরে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোদ্ধৃত "কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বীটন সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। যাঁহারা প্রথমে তাঁহার বিদ্যালয়ে বালিকা দেন, তাহার মধ্যে তর্কালঙ্কার একজন। তিনি বীটন সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা আমা দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমৎ নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকা

নাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। ইনি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের পুরাবৃত্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে (১৮৯০) হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন। এক এক দিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেন। "সত্যংজ্ঞানমনন্তং-ব্রহ্ম আনন্দ রূপমমৃতংযদ্বিভাতি" এই শ্লোক তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ হইতে দেবেন্দ্র বাবু প্রথম উদ্ধার করেন। অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর উহা উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা বিহিত বোধ করেন। তাহার পর অনেক আলোচনা ও চিন্তার পর "শান্তং শিবমদ্বৈতং" উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা স্থিরীকৃত হয়। "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়" ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এবং "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্ত্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী হইতে লওয়া হয়। ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্র যে কত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রথমে এমন একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে উপাসনা সময়ে কোন জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিব না। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনাসময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (উপনিষদ) অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয় কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। উক্ত অধ্যায়ে মনু হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে তাহা আমি মনুসংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়া দিই। উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে মনু হইতে "নাত্তাদূষণ" এই বাক্য যে শ্লোকের প্রথমে আছে তাহা উদ্ধৃত ছিল। উহার অর্থ এই মাংসাহারে কোন দোষ নাই। ঐ শ্লোকটি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে একর্ডিয়ন (accordion) দিন কতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে আছে "ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" সেই শ্লোক একর্ডিয়নে গাওয়া হইত। এক একদিন দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর এইরূপ গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। কিরূপ আনন্দ হইত তাহা এই নিম্নে লিখিত গল্প দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চন্দ্রনাথ রায় নামে দেবেন্দ্র বাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইহাঁকে দেবেন্দ্র বাবু পরে একটি নায়েবি কর্ম্ম দেন। ইহার বাটী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে দেবেন্দ্র বাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রহ্মানন্দ হয়। দুই প্রহর রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্র বাবু "দুপ দুপ" এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। একি, জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন "আমার নাচ পাইয়াছে কি করি ?" লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায় ইহা অদ্ভুত কথা। এই সময়ে পরস্পর পরস্পরকে আমরা শাস্ত্রোক্ত নামে ডাকিতাম। কাহারো নাম শৌনক ছিল, কাহারো নাম জরৎকারু, কাহারো নাম অষ্টাবক্র ছিল। অক্ষয় বাবু শীর্ণকলেবর, তাঁহার নাম আমরা জরৎকারু রাখিয়াছিলাম।
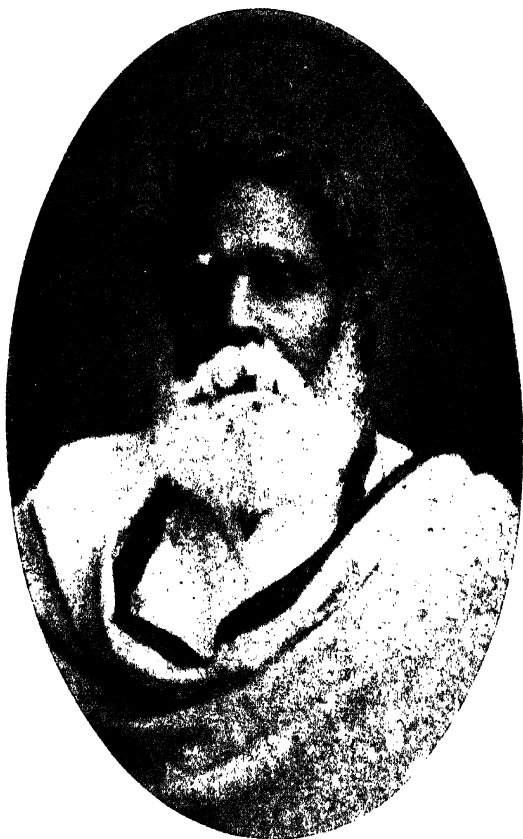
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

কোন বন্ধুর স্ত্রীকে পত্রেতে দেবেন্দ্র বাবু মৈত্রেয়ী বলিয়া ডাকিতেন। উপনিষদের আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। এখন যেমন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে দেখা হইলে কেবল পরস্পরে ব্রাহ্মনায়কদিগের দোষ গুণ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন সেরূপ ভাব তখন ছিল না। কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে দেখা হইলে ঈশ্বর বিষয়ক কথোপকথনে এবং ব্রাহ্মদিগের সদ্‌গুণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। খাঁটি ঈশ্বর প্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদ্গীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা কার্য্য হইত।

"মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাংনিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।"

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্য-পূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমরা যে এইরূপ বিশ্বাস করিতাম তাহা আমার "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj" নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

"After the death of Ram Mohan Ray, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines" (see Vedantic Doctrines Vindicated) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations.

They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" they said "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative—(?)of ungodliness in respect to his religion" (Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Babu Debendra Nath Tagore published in the *Englishman* in October 1846, speaks of his religion as one "whose principles are echoed to by the dictates of that of nature and of human reason and human heart and *by the sense of the wisest of all ages and centuries.*" The Revd. Mr. Mullens, in his "Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity" says: "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas (as they assert) agree with nature therefore they regard them as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passages from the "Vedantic Doctrines Vindicated." "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which

require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance." It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their errors lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown by the above extracts from these publications over that of written revelation, that is, the standard of reason, and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation which was found to contain errors."

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের ব্রাহ্মেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।

যে চারিজন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত দুর্ব্বলাকারেও ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা

কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই চিরকাল দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্ত্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীলস্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়।

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি আসামপ্রদেশ দেখিবার জন্য Captain Hickley সাহেবের নেতৃত্বের অধীন জমুনা নামক ষ্টীমারে আরোহণ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর। আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর বড় সুন্দর বন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। বড় সুন্দর বন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে এই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী এত ক্ষুদ্র যে ষ্টীমার তাহাতে ফিরিতে পারে না, তাহার অব্যবহিত পরেই এমন একটি বিস্তীর্ণ নদী যে সমুদ্র বিশেষ। আমরা ষ্টীমারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিতাম ওপারে হরিণ চরিতেছে, ব্যাঘ্রের ডাক এক রাত্রেতে শুনা গিয়াছিল। একদিন আমরা যাইতেছি দেখিলাম সুন্দরবনে যে সকল কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে যায় তাহার মধ্যে একজন নৌকা করিয়া ষ্টীমারের নিকট আসিয়া

কাপ্তেন সাহেবকে বলিল যে আমাদিগের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ বারুদ ও গুলি আমাদিগকে দিউন, আমরা এই মরা হরিণ আপনাকে দিতেছি। সেই হরিণটি সেই দিনই তাহারা শীকার করিয়াছে। কাপ্তেন বলিলেন যে ইংলণ্ড হইলে এই হরিণের দাম ৫০৲ টাকা হইত, ভারতবর্ষে অল্প গুলিবারুদের বিনিময়ে তাহা পাওয়া গেল। আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাইখরচ দরুণ কাপ্তেন সাহেব ৪৲ টাকা করিয়া লইতেন কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এমন কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই। ঐবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐরূপ কাপ্তেন জুটিয়াছিল। কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন থাকুন না কেন অবশ্য ঐ অল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন সন্দেহ নাই। একদিন ডিনরের সময় দেবেন্দ্র বাবুকে খানসামা গো মাংসের কাবাব দিতে যাইতেছিল। তিনি বলিলেন গো-মাংস আমি খাই না।

আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুই বেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। ষ্টীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। ষ্টীমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ হাজরি টিফিন ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে ঢাকায় না পৌছিতে পৌছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন ষ্টীমার পৌছিল তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্র বাবুকে অনেক

অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ, চ, মি, র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম। ইনি তখন আবকারি কমিশনর Donelly সাহেবের হেড কেরানি। বেতন ২০০৲ টাকা। তখনকার ২০০৲ টাকা এখনকার (১৮৯০) ৬০০৲ টাকার সঙ্গে সমান। আমি তাঁহার বাসাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখি তিনিও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী রকমে আহার করিতেছেন। কি করি আমি বসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন এই জন্য তাঁহাকে মাছের ঝোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপরি বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে একদিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার স্ত্রীর একজন মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেয়াজ রসুন দিয়া কি এক রকম জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় খারাপ লাগিল। তৎপরে ঈ বাবুর স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠানোতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বহস্তে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাছের ঝোল খাইয়া তাহা গলার ভিতর দিয়া পেটে যখন পড়িল কি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঈ বাবু একদিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোন মতে আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী রকমে সাবান মাখিয়া রুক্ষ স্নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে একদিন

ঈ-বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তালায় একটি অন্ধকার ঘরে তৈলমর্দ্দন করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঈ-বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন কোন প্রয়োজন বশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দ্দনরূপ অপকর্ম্ম করিবার সময়েই তাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, "একি"? আমি বলিলাম, "তৈল বাজার হইতে আনাইয়া মাখিতেছি। অনেক দিন তেল না মাখাতে গরম বোধ হইতেছে।" তিনি বলিলেন, "আমাকে বলিলে হইত, আমি আনাইয়া দিতাম"। আমি বলিলাম, "পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এই জন্য বলি নাই।" এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লিখিতাম না; ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে আমাদিগের যৌবন কালের কোন কোন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য লিখিলাম।

আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুরে বদলি হই। তথাকার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ইং ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ কর্ম্মে বসি। ঐ তারিখ হইতে ১৮৬৬ সালের ৬ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমি ঐ কর্ম্ম করি। শেষোক্ত তারিখে আমার মাথাঘোরা পীড়া আরম্ভ হয়। সেই অবধি এখনও ঐ পীড়ায় ভুগিতেছি। আমি পীড়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমি পনেরো বৎসর কয়মাস ঐ কর্ম্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কার্য্য করি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতিসাধন।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন।

(৩) জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা সংস্থাপন।

(৪) সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপন।

(৫) বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন।

(৬) বক্তৃতা, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন।

(৭) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj নামক লেকচর প্রণয়ন।

আমার মেদিনীপুরস্থ কর্ম্মে আমার পূর্ব্বে দুই দুই জন সাহেব ছিলেন; তাহাদিগের নাম Tydd এবং Sinclair। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়। তিনি নিজের কর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু সিন্‌ক্লেয়র সাহেব বার্দ্ধক্য বশতঃ ছিলেন না। তাঁহার সময় স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়। তিনি তিনশত টাকা করিয়া পাইতেন ও স্কুলের হাতার ভিতর একটি বাঙ্গলায় থাকিতে পাইয়াছিলেন। আমি দেড় শত টাকা পাইতাম ও উক্ত বাঙ্গলায় থাকিতে পাইতাম। আমি যে বৎসর স্কুলের কাজে বসিলাম সেই বৎসরই দুই তিনজন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রায় প্রতি বৎসর বালকেরা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বালকদিগকে ভালবাসা দ্বারা চালিত করা আমার শিক্ষকতা কার্য্যের নিয়ম ছিল। প্রথমে কার্য্যে বসিয়া দুই এক বালককে শারীরিক দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু উহা হইতে পরে একেবারে নিবৃত্ত হই। শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদজনক গল্প করিতাম তাহাতে বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থলের অর্থ একেবারে বলিয়া দিতাম না, প্রশ্নশ্রেণী দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিতাম। এখন (১৮৯০) শুনিতে পাই কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছে। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিৎ শ্রোতা। না আছে বালক কর্ত্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা না আছে শিক্ষক

কর্ত্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি শিক্ষায় এই প্রণালী ঘৃণা করি। আমি বালকদিগের জন্য বিতর্ক সভা (Debating Club) সংস্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি সঞ্চার হইবার জন্য তাহা স্থাপন করি। আমি কেবল বালকদিগের মানসিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী ছিলাম এমন নহে, শারীরিক উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলাম। আমি মেদিনীপুরের Irrigation Departmentএর কর্ত্তা Captain Beadle সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মেদিনীপুরস্থ স্কুলের হাতার ভিতর একটি Racket Court চাঁদা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি তজ্জন্য একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সম্বাদপত্রে আমার প্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্র এই—

"It is a common saying that the natives of this country will do nothing to help themselves and that they must be assisted by the Government or by the European community. An example has just occurred at Midnapore to show that this is not always the case and when kindly advised and shown how they can benefit their race, they are not slow even in that slowest of all operations the subscribing funds to attain the object when they feel certain it is for a particular good.

These observations arise naturally when one sees as at Midnapore a large building erected in the school compound for the manly games of Fives and Rackets and learns that it has been raised by subscriptions amongst the parents, guardians and friends of the boys, but it is so and when asked whether they required the aid of Government to complete the building, it is

refreshing to learn that the reply was a respectful negative.

Great credit is due to the Head Master, Babu Raj Narain Bose, and it is a certain proof of the esteem in which his character is held that he has been able to raise the necessary subscriptions "Ce nest que la premier par qui conte." Another subscription has been set on foot among the friends of the boys to supply backs to the forms and stools for the feet of the pupils, who will no longer be placed like notes of interrogation on the forms with legs dangling, a position that weakens and deforms the frame of a growing stripling who has thus to combat with physical weakness in pursuing his mentally wearying studies. This is good progress and, as I maintain, shows that the natives are not unwilling to help themselves when put on the way of doing so."

কাপ্তেন বিডেল সাহেবের ন্যায় স্থানীয় শিক্ষাসমাজের (Local Committee of Public Instructionএর) এক একজন সভ্য এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ সভ্য-দিগের ঔদাসীন্যের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইত। সেই ঔদাসীন্যের দুই একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

স্থানীয় শিক্ষাসমাজের অধিবেশনে এক বৎসর পরীক্ষক সকল নির্দ্দিষ্ট হয়। পরীক্ষার বিজ্ঞাপনী পত্রের উপর সিবিলিয়ান Trevor Grant (যিনি বাদ্‌শাই আমলে ছিলেন) লিখিয়া দিয়াছিলেন,

"Was happy in the idea that he was not on the Committee at all. Has not been gazetted.

Multiplication is vexation
  Addition is as bad;
The Rule of Three doth puzzle me
  And practice drives me mad.

Signed on oath
TREVOR GRANT,
Examiner.

আর একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব (Mr. Bright) ও বারিক মাষ্টার (Captain Short) সাহেব আসিয়া কমিটি করিয়া লিখিয়া যান—

"Present Captain Short, Mr. Bright.

Now past 4 by my repeater.

It was resolved that as the Secretary and other members were not present the meeting should be adjourned *sine die* with a vote of thanks to the chair.

ইহা Bright সাহেব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে বারিক মাষ্টার Short সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"The meeting having adjourned, it is proposed *en passant* that the boys anxious to become students be examined as to their physical prowess, the best being

"To go head foremost through an inch *saul* board.

"Vivat Regina."

এই সব লেখা হইতেছিল এমন সময় সম্পাদক কলেক্টর W. H. Broadhurst সাহেবের বগির শব্দ শুনা গেল। অমনি উপরোক্ত দুইজন সাহেব সুড় সুড় করিয়া আর একদ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন। কলেক্টর সাহেব আসিয়া আমাকে তম্বি করিতে লাগিলেন, "তুমি কি জন্য ইহা লিখিতে দিলে" আমি উত্তর দিলাম "আমি কি করিব?" তৎপরে সম্পাদক একা মিটিং করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন কিন্তু তত

বুদ্ধিমান ছিলেন না। লোকেল কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে এক একজন সভ্য অতিশয় শিক্ষোৎসাহী ছিলেন। G. F. Cockburn মেদিনীপুরের কলেক্টর ছিলেন। তৎপরে পরম্পরা কলিকাতার চিফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পাটনা ও কটকের কমিশনর হয়েন, তিনি শিক্ষাকার্য্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। W. Luke Judge ও এইরূপ উৎসাহী ছিলেন। তিনি "Rajnarain is a Vedant" বলিতেন। Vedantist না বলিয়া Vedant বলিতেন। তখন যদ্যপিও আমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিতাম, মতে অনেকটা বৈদান্তিক ছিলাম। J. H. Revitt Carnac সাহেবও ঐরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে (১৮৮৮ সাল) গাজিপুরের Opium Agent.

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংস্থাপন ও উন্নতি সাধন। আমি ইংরাজী ১৮৫১ সালের প্রথমে মেদিনীপুরে যাই। তাহার প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে কোন্নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব দ্বারা [মেদিনীপুর সমাজ] স্থাপিত হয়। এই সময় শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন জন্য শিবচন্দ্র বাবুর উপর কত কটু কাটব্য বর্ষিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি শ্লেষ করিয়া প্রভাকর পত্রে লিখে তিনি ক্ষীণ শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেন; ইহাতে সে ঐরূপ শ্লেষ করিয়াছিল। আমি যখন মেদিনীপুর যাই তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে সমাজ আদোবে ছিল না। প্রথম তখনকার আবকারী সেরেস্তাদার বলাগড় নিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটীতে উপাসনা হয়। তৎপরে স্কুলগৃহে আমার

আলয়ে হইত। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী ১৮৫২ সালের প্রথমে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। উহার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে যে বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিবৃত করি সেই বক্তৃতা অভিব্যক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে চাঁদা দ্বারা এক সমাজগৃহ নির্ম্মাণ করা যায়। ইহার নির্ম্মাণে দুই সহস্র টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু আটশত টাকা দেন। আমার বাসা হইতে তথায় উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই অবধি সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। যেদিন নূতন গৃহে উঠিয়া যাওয়া যায়, সেইদিন বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কাঙ্গালী ভোজনের কর্ম্মে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্ম্মালোচনা সভা এবং তাহা উঠিয়া গেলে একটি সঙ্গত সভা স্থাপন করা যায়। এই দুই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথা আলোচিত হইত। মেদিনীপুরে এতদূর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত প্রচারক হইবার জন্য মানস করিয়াছিলেন। তিনি প্রচারকের কার্য্যে উপদেশ পাইবার জন্য প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার জমিদারীতে গিয়াছিলেন। রাস্তায় পীড়িত হওয়াতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পরে "মেদিনী" নামক মেদিনীপুরের বিখ্যাত সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য্য অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে

মেদিনীপুরের উভয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা জড় সড় হইয়াছিলেন।

আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরেই করা হইয়াছিল। আমি ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা মেদিনীপুরে আরম্ভ করি ও মেদিনী-পুরেই সমাপন করি। ইংরাজী ১৮৫৩ সালে আমি উহা আরম্ভ করি, ৬৬ সালে উহা শেষ করি। এই ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রণয়নই আমার স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ। উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকাকে উহার ভূমিকায় আমার মানসকন্যা বলিয়াছি। আমার বন্ধুদিগকে আমি উপহাস করিয়া বলিয়া থাকি "ঐ বেটী আমাকে খেলে।" ব্রহ্মসাধন পুস্তকও সেখানে রচনা করি। ব্রহ্মসাধন পুস্তকের সাধারণ ভাব Upham's Interior Life হইতে নীত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। দুঃখের বিষয় যে ঐ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার নিজের মত এই যে উহা আমার সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্ত্ব সকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশব বাবু আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর থাকিতে আমার ইংরাজী গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল Defence of Brahmoism and Brahmo Samaj লেকচর প্রণয়ন করি। মেদিনীপুরে আমাদিগের ধর্ম্মোৎসাহের সীমা ছিল না। তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইতেছে। সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মেদিনী-পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইহাঁকে আমি ব্রাহ্ম করি। অনেকে অনুমান করেন যে রাজা রাধাকান্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন

গমন করেন, তাঁহার পৌত্র ব্রাহ্ম হওয়া তাহার একটী প্রধান কারণ। চুঁচুড়ার প্রেমচাঁদ গুপ্ত একজন সুমধুর ব্রাহ্ম গায়ক। তাঁহার মেদিনীপুর গমনে আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত চর্চ্চা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি কুমার ব্রজেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার গাওনা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে দুই একজন যাহারা মদ্যপান করিতেন এই সকল সঙ্গীতসভায় তাহা করিতেন না। ইহার পূর্ব্বে আমাদের দ্বারা মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হওয়াতে আমার সঙ্গী-দিগের অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দিবসে এত প্রমত্ততার সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল যে একজন ব্রাহ্ম বলিলেন যে আমাদিগের প্রমত্ত ব্যবহারের শব্দ দূর হইতে যাহারা শুনিতেছে তাহারা হয় ত বলিতেছে যে "ঐ পাড়ায় মাতালের গ উঠেছে"। প্রভাত সময়ে একজন ব্রাহ্ম প্রস্তাব করিলেন যে "এই মুখে চলুন (মেদিনীপুরের নিকটস্থ) গো-গিরিতে যাওয়া যাক"। আমরা অমনি তথায় চলিলাম। সেখানে সমস্ত দিন গাওনা হয়। গো-গিরিতে মেদিনীপুরের সদরআলা বাবু অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত (ইনি একজন ভক্তিমান ব্রাহ্ম ছিলেন) তাঁহার ওখানে সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও তৎপরে ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটী ভাগ আছে—একটী মধুর ভাগ, একটী কঠোর ভাগ। মধুর ভাগ ব্রহ্মসঙ্গীত, কঠোর ভাগ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। আমরা যদি মেদিনীপুরে কেবল ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া কাল কাটাইতাম তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মবিলাসী উপাধির উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু আমরা কেবল ধর্ম্মবিলাসী ছিলাম না, অনুষ্ঠানও করিতাম। মেদিনীপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করি তাহা মেদিনাপুরেই করি। আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের

প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে দেওয়া। এই বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহসভা কলিকাতার ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরস্থ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লইয়া হয়। সভাটী মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্ম-সমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাদ্যযন্ত্র কলিকাতা হইতে আনাইয়া সঙ্গীত সময়ে বিবাহ সভায় বাজান হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশব বাবু প্রধান আচার্য্য এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনী-পুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুর জিলা স্কুলের হেড পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কর্ম্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহকার্য্য এত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় যে দেবেন্দ্র বাবু পরে বলিয়াছিলেন যে রাজা রাজড়ার বিবাহে এমন হয় না। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। ইহার বক্তৃতাশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ইহার বক্তৃতা-শক্তি এমন ছিল যে ইহার নাম আমি Massillon of Bengal রাখিয়া-ছিলাম। ইনি এতদিন জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উপকার সাধিত হইত। আমার জ্যেষ্ঠাকন্যার স্বামী শ্রীমান্ কৃষ্ণধন ঘোষকে আমার ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা উৎসর্গ করি। মেদিনীপুরে অবস্থিতিকালে. আমি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করি। সে প্রথা, নৈসর্গিক শোভায় শোভিত সুরম্যস্থানে কখন কখন উপাসনা। বসন্তকালে মেদিনীপুরের গো-গিরিতে আমাদিগের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে বৎসর বৎসর আমি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহা "বসন্ত-কুজন

শিরে” আমার বক্তৃতা পুস্তকে আছে। এখনও (১৮৯০) প্রতি বৎসর গো-গিরিতে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। আমি মেদিনীপুর নগরে থাকিতে মেদিনীপুর জেলার অন্যত্র কখন কখন প্রচার করিতে যাইতাম। ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম cyclone অর্থাৎ ঘূর্ণবাত হয়। ঝড়ের এমনি তেজ হইয়াছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গা হইতে জাহাজ সশরীরে তুলিয়া ওপারের মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। মেদিনীপুর নগরে ঝড়ের এত তেজ হয় নাই তথাপি প্রবল ঝড় হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই ঝড়ের পর আমি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর গ্রামে অথবা উপনগরে প্রচার করিতে যাই। জলেশ্বর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। জলেশ্বরে সুবর্ণরেখার ধারে দেবদার বৃক্ষের দীর্ঘ শ্রেণী ও তাহার নিকটস্থ সুরম্য দৃশ্য আমার মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। আমার ছাত্র তথাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হইয়া জলেশ্বরে অবস্থিতি করি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন জলেশ্বরের নিমকের কারখানা উঠিয়া গিয়াছিল। নিমক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দিব্য কুঠীখানি পড়িয়াছিল। আমি গিয়া তাহা দখল করিলাম। তথায় থাকিয়া নিকটস্থ জলেশ্বর এবং বিখ্যাত লক্ষণনাথ গ্রামে প্রচার করি। লক্ষণনাথে ও জলেশ্বরে মেদিনীপুর জেলার দুইটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম থাকিতেন। তাঁহাদিগের নাম কুমারনারায়ণ মিত্র ও কার্ত্তিকচন্দ্র রায়। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় জলেশ্বরবাসী। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বংশোদ্ভব। জলেশ্বরে পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে লক্ষণনাথের কুমারনারায়ণ মিত্রের কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যু সময়ে আমার বক্তৃতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিয়াছিলেন। লক্ষণনাথ গ্রামের জমিদার

শিবনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে উপাসনা করি। উপাসনার পর তিনি আমাকে ভোজন করান। তাঁহার বাটীতে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালা বাটী ঘটি ও গাড়ু দেখিলাম এমন কোনখানে দেখি নাই। তাহা কলির ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সত্যযুগের দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যের উপযোগী। যেদিন উপাসনা হয় সেদিন প্রথম শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে বসাইবার জন্য সেইদিন তাঁহার প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিন সেই গালিচা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে আমাকে আনিবার জন্য মেদিনীপুরে হাতী পাঠাইয়া দিতেন। আমি লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে যে উপাসনা করিয়াছিলাম সে উপাসনা তাঁহার মনের উপর কিছু কার্য্য করিয়াছিল এমন বোধ হইল। জলেশ্বরে থাকিবার সময় একদিন তথাকার দারোগার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাই। তাহা শুনিয়া তিনি আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন এবং বলিলেন "আমি ঘোর পাপী, আমাকে পরিত্রাণ করুন।" আমি বলিলাম "মনুষ্যের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তাঁহারই হাতে।" *

[* উত্তরকালে এই ব্যক্তি পুলিশের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মেদিনীপুর জেলায় সবঙ্গ পরগণার অন্তর্গত জামনা গ্রামে ইহার নিবাস। এই স্থানে তাঁহার ঠাকুরসেবাদি ধর্ম্মকর্ম্মের এখনো বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ভক্ত বলিয়া খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। নাম—৺ হরপ্রসাদ দাস (দারোগা)।]

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা।

এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal" রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা "good night" না বলিয়া "সুরজনী" বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত। মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকিল এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ক্রমে ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট ঘেঁসিবে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরে বহু সভা সংস্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহ্বানকারী লেফাফা ক্রমিক মেদিনীপুরের লোকের মধ্যে ঘোরাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারিণী সভা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

সুরাপাননিবারিণী সভা সংস্থাপন।

প্যারীচরণ সরকারের সভার পূর্ব্বে উহা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত সুরাপাননিবারিণী সভা। উহার অনুষ্ঠানপত্রে এই কথা লিখিত ছিল যে পরিমিত পান করা

বাঁদে একটি ছিদ্র রাখা। মেদিনীপুর স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী সুরাপানের বিপক্ষে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা উৎসাহের সহিত ঐ সভায় গাওয়া হইত। এই সুরাপান নিবারিণী সভার জন্য আমাকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইনস্পেক্টর H. L. Harrison * সাহেবের নিকট আমার নামে মিছামিছি নালিষ করে যে স্কুলের সময়ে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। এই দরখাস্তে আমার সম্বন্ধে "fanatic" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "frantic" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এমনি ইংরাজী বিদ্যা। মাতালদিগের আক্রোশের কারণ রাজা রাধাকান্ত দেবের পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে মাতালদিগের জটলা হইত ও পোলাও খাওয়া হইত। তাঁহাদিগের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর সাহেব তাঁহাদিগের দরখাস্তের কোন খবর লইলেন না। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর যেরূপে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক। একদিন স্কুলের হাতার চবুতরার উপর বসিয়া আছি, রাত্রি দশটার সময় মেটে মেটে জ্যোৎস্নাতে দূর হইতে একটী ঝপ্পালপ্পা পোষাকধারী এক ব্যক্তি আসিতেছেন দৃষ্ট হইল। নিকটে আসিলে দেখিলাম তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। তিনি সেই সময় অত্যন্ত উদ্বেলচিত্ত এমত বোধ হইল। তিনি বলিলেন যে দুইদিবস ক্রমাগত মদ খাইয়া অত্যন্ত মাতলামি করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এক্ষণই সুরাপান নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে চান।

* ইনি এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপাল সভার সভাপতি। ১৮৮৯ সাল।

আমি বলিলাম, "সহসা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুদিন পরে তাহা ভঙ্গ করা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা পত্রে না স্বাক্ষর করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, তিনি কখনই ভঙ্গ করিবেন না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরে শুনিলাম যে তাঁহার স্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি স্বাক্ষর করিয়া-ছিলেন, এবং যখন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন তখন তিনি বলিলেন যে "লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ আমাকে দিলে যত না সন্তুষ্ট হইতাম, এ প্রতিজ্ঞাপত্র পাইয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম।" ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে শুনিলাম যে যখনই মেদিনীপুর হইতে কলি-কাতায় আসিতেন তখনই মদ খাইতেন। তৎপরে যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন তখন অত্যন্ত মাতাল ও দুরাচার হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র নিম্নলিখিত ব্রহ্ম সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন

"আরো কি ভয় আছে ?
যে ভয় তোমারো কাছে।
আর সদা করিহে ভয়
তোমারে হারাই পাছে।"

আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথমাংশ রচনা করেন

"সকলই তাঁহারই কৃপায়
ভাল মন্দ ভাব কেবল সংসারের মায়ায়।"

আমি এই গীতটি সম্পূর্ণ করি। উহা আমার দ্বিতীয় ভাগ বক্তৃতা পুস্তকের শেষে আছে।

১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে আমার প্রথম শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি বড় ভীত হই। ঐ দিন আমার বায়ুরোগের আরম্ভের দিন। এই বায়ুরোগ জন্য প্রিয় মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

আমি মেদিনীপুর পরিত্যাগের পরে যে সকল কাজ করি তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। মাথাও ঘুরিতেছে, কার্য্যও করিতেছি।

(১) ব্রাহ্মদিগের নর পূজা নিবারণ।

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(৩) সেকাল একাল বিষয়ক বক্তৃতা।

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক লেকচর।

(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ। ব্রাহ্মসমাজে যে নরপূজা আরম্ভ হইয়াছে ইহা ইংরাজী ১৮৬৮ সালের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে গিয়া যে উপাসনা করেন তাহা দেখিয়া প্রথম আমি অনুভব করি। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরে দেওয়া যাইবে। আমার অনেক ইংরাজী পুস্তিকায় অবতারবাদ ও নরপূজার বিপক্ষে লেখা আছে। কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি ২।৩টি লোক যদি হাঁ হাঁ করিয়া না পড়িতেন তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্ত্তীরা অবশ্যই অবতারবাদে উপনীত হইতেন।

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লেকচর প্রদান। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি। একদিন কাশীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার

উৎপত্তি হয়। ঐ বক্তৃতা ১৩নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে হিন্দু ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসন হইত। যেদিন বক্তৃতা করা হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য। এই জন্য লোকে লোকারণ্য যে এমন যে পচা জিনিষ হিন্দুধর্ম্ম ইহার পক্ষে এক জন কি বলিতে পারে তাহা শুনা কর্ত্তব্য। সেই দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার কিছুদিন পরে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "তুমি যখন বলিলে যে ঋগ্‌বেদের হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহা এক, আমি মনে করিলাম ইহা অতি অসম্ভব কথা, কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে বালক রামচন্দ্র ও প্রৌঢ় রামচন্দ্র ভিন্ন আকার হইলেও একই রামচন্দ্র তখন আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।" বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্য্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইবার পর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কেহ বলিয়াছিলেন "শুনিলে তো, এক্ষণে গোবর খাইয়া পুনরায় হিন্দু হও", তাহাতে তিনি বলিলেন যে "বক্তাকে আগে গোবর খাওয়াও।" আমি হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম; প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের দৃষ্টিতে যাহা অখাদ্য তাহা হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা অনেকে খাইতেন, সেই অপবাদ লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা করিবার পর সাকারবাদী কলিকাতার সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার একজন প্রধান সভ্য ভরতচন্দ্র শিরোমণি উক্ত

সভায় ঐ বক্তৃতা পুনরায় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হই। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ বলিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহা রক্ষা করিলেন। তদানীন্তন এডুকেশন গেজেট সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত্রিম নাম ধরিয়া ঐ পত্রের প্রেরিতস্তম্ভে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লেখার এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে "আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।" সীমুলিয়ার পর্ব্বত-স্থিত একটি সাকারবাদী বাঙ্গালীসভা উহার সভ্য হইতে আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই। আমাকে তাঁহারা এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন তাহাতে আমাকে তাঁহারা "হিন্দুকুলচূড়ামণি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে পদ্মহাস গোস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। পদ্মহাস উপবীত পরিত্যাগ করাতে তাঁহার খুল্লতাত উক্ত কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে এক পত্র লেখেন, এই পত্রে আমাকে "কলির ব্যাসদেব" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাতে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলি যে জ্ঞানযোগ হইলে লোকে অবশ্যই উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, আমাদিগের শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিন্তু পদ্মহাসের সেরূপ জ্ঞানযোগ হইয়াছে কিনা তাহা আমি এতদূর হইতে বিচার করিতে অসমর্থ। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিবার পর উক্ত বক্তৃতা লইয়া ভারতবর্ষে ও কিয়ৎপরিমাণে বিলাতে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী

হিন্দু বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবুর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজ প্রদেশীয় মসলিপত্তনের Arjoonulu (অর্জ্জুনুলু) নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ইংরাজীতে পত্র লেখেন যে "আপনি ঐ বক্তৃতার ইংরাজী ভূমিকাতে, যে দশটী বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তির দশটী ব্রহ্মাস্ত্র"। কলিকাতার সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ উল্লিখিত ইংরাজী ভূমিকার শেষে দিয়াছি। উহা আমার সামান্য সার্টিফিকেট নহে। উক্ত বক্তৃতা হিন্দুসমাজে কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি ত্রিবেণীর নিকট আকনা গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতাম। যখন সেখানে যাইতাম তখন তথাকার বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভূতপূর্ব্ব সবজজ নবীনকান্ত পালিতের বাটীতে থাকিতাম। একবার তাঁহার বাটীতে আছি, সবজজ পদধারী ঐ গ্রামের গাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের সহিত তথায় আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার বাটীতে একবার উপাসনা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। উপস্থিত শ্রোতাদিগকে আমার এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন যে ইনি অন্যরূপ ব্রাহ্ম নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্ম। এই দুর্গাপ্রসাদ বাবু আমার বক্তৃতার অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্র হইতে আরো অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যদি ঐ বক্তৃতা পরিপুষ্ট করেন তাহা হইলে তাহা ছাপাইবার ব্যয় আমি দিতে পারি। এইরূপে উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যেমন অনুকূল মত সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তেমনি তীব্র প্রতিবাদিতাচরণও পাইয়াছিলাম। বক্তৃতার দিন একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান উঠিয়া ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এমন সকল তীব্র প্রয়োগ ও সভাস্থলে সাধারণতঃ এমন অশিষ্ট ব্যবহার

করিয়াছিলেন যে সভাপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা অনেক ধরে করে তাঁহাকে আনিয়া পুনরায় সভাপতির আসনে বসাই। বিখ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সম্বাদপত্রে ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেন যে শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চূণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কলি ফেরান হইতেছে। মেদিনীপুরে আমার অধিকদিন অবস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিসনারী ডাক্তার মরে মিচেল্ উহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় উক্ত বক্তৃতার প্রতি প্রতিকূলভাব না দেখাইয়া "হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের পূর্ব্ব সূচনা" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটী ও এলাহাবাদে একটী বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মেরা বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপাত্র মিরার এমন দিন ছিলনা যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশব বাবুর দলের দুইজন ব্রাহ্ম মাত্র ঐ বক্তৃতার প্রতি অনুকূলভাব দেখাইয়াছিলেন। সেই দুইজন অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসামমিহির-সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তখন আসাম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ বক্তৃতা উর্দ্দুতে অনুবাদ হইয়াছে ও উহার ইংরাজী অনুবাদ থিওসোফিষ্ট পত্রিকায় প্রায় নয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল (এক্ষণে ইং ১৮৮৯ সাল)। উক্ত বক্তৃতা লইয়া বিলাতেও কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলন হয়। তদানীন্তন ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকা সম্পাদক জেম্‌স্ রুটলেজ সাহেব বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকার সম্বাদদাতা ছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতার

বহুল প্রশংসা করিয়া উঁহার সারমর্ম্ম টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতা বিষয়ক আন্দোলনের সময় তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়াতে লেখেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু আমার বক্তৃতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসার চোট দেখিয়া একটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান সম্বাদপত্র বলিয়াছিলেন যে "The lion and the lamb have lain together"।* ভট্ট মোক্ষমূলার তাঁহার প্রণীত Introduction to the Science of Religion গ্রন্থে ঐ বক্তৃতার

---

* Routledge সাহেবের নিম্নলিখিত উক্তি সকল পাঠ করিয়া, বোধ হয়, উল্লিখিত খ্রীষ্টীয়পত্র সম্পাদক এই কথা বলিয়াছেন।

"The Mythology of Greece and Rome is nowhere. The bloody religious rites of our own fore-fathers cannot even be traced with any certainty or accuracy. But this faith of India goes back not to a ruder but to a purer period and presents truths embodied in poems that humanity in all its future will not allow to perish. Until a man can see this, he really has no right to attempt to reason on the subject. Again Hindooism has produced immense charity and kindness, ascetic devotion almost unrivalled, and an endurance for the faith which no conqueror has been able to shake. When the Crusaders and Mussalmans were confronting each other in the name of religion for the possession of the "Holy land" the faith of India inculcated a severe reprobation of blood-shedding even of the brute creation, and the result is seen to this day, down to the very children, who never dream of torturing or killing animals or birds, while English boys often make such torturing and killing a delight. The devotion, too, running into every act of life is something that is entitled to the respect of all men. Again, the faith is national, and that is a loyal nature which is difficult to shake from its father's faith. We grant so much, not as something extorted from us by the logic of fact, but with

উল্লেখ করিয়াছেন এবং টাইম্‌স পত্রে প্রকাশিত সারমর্ম্ম তাহাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

pleasure that so much that is of truth and right are existent in this ancient race."

"And the Christian Missionaries in these days to foreign lands, what does their work mean? Some of the men are humbugs, some of them flatter natives or scorn them. Some who never would have been above the work-shop at home earn a fair livelihood here and are *sahibs*, eat better, drink better, and clothe better than at home and have five servants or more where in England they would not have had one."

"We shall not be supposed to be writing with one unkindly feeling against either the Hindoo people or their faith. We think at all events, that we shall not. We shall look upon their beautiful Durga festival without one thought to jar with the beauty of the sight. We repeat, we utterly disclaim the charge of imputing to the people mere image-worship. We believe their festivals have a suggestive and marvellous history, reflex of ages, dead and gone, of the thoughts of master minds to whom reflection was as their daily bread, if not more. We think that their faith has been cruelly calumniated. We revere its charity, its humanity, (hatred of cruelty) its gentleness, its endurance, its thoughtfulness, its friendliness, and much more. We believe in very much, Babu Rajnarain Bose has proved his case. It is something to be tolerant, to be 'religious in every act of life,' to cause religion to run into laws, politics, economy, every thing, to have such a grand antiquity, and such a mighty grasp on the human mind that ages upon ages of disasters have not unloosened the hold. We can admire this. We wish we could follow the threads of its story into dark times, and study so great a marvel of the human mind."

"Babu Rajnarain Bose has a right to his views, and we admire his manliness."

(৩) সেকাল ও একাল বিষয়ে বক্তৃতা। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়, তাহার শ্রান্তি নিবারণ জন্য আমোদের হিসাবে সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা করি।

অক্ষয় বাবু সেকাল একাল বিষয়ে লিখিতে আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন। ইহার বিবরণ উক্ত বক্তৃতার ভূমিকাতে লেখা আছে। ঐ বক্তৃতা বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ভূজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে করা হয়। ঐ দিন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া কলিকাতায় বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল। কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল তাহা পশ্চাল্লিখিত গল্প দ্বারা অনুভূত হইবে। আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর দোতলায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে নীচের তলাতে তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, "উপরে কে এয়েছে জানিস? সেকাল একাল এয়েছে।" আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উহা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া লয়েন। ছাপাইবার জন্য তর্জ্জমা করিয়া লয়েন নাই, আপনার নিজের পাঠের জন্য লইয়াছিলেন।

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা আমি ইংরাজী——সালে হিন্দুস্কুল থিয়েটারে করি। সেদিনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন। সে দিবস কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক খ্রীষ্টীয় মিসনরিও উপস্থিত ছিলেন। কোন কবি তাঁহার নাম উক্ত বক্তৃতায় আমাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করেন। অন্য কোন কবি সভা হইতে একটু তফাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহার

নাম উহাতে উল্লিখিত হয় কিনা তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত বক্তৃতাতে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানতে তাঁহার গোঁড়ারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার গুণ দেখানতে তাঁহার শত্রুরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ করাতে তাঁহার শত্রু মিত্র উভয়েই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া অনেকদিন আন্দোলন হয়। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে "তুমি কি একটা বল বা লিখ ছমাস তার আন্দোলন থাকে।"

(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন। আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদ্য (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) তিন বৎসর হইল ঐ প্রস্তাব বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল মান্দ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গজপতি রায় আমি যখন হিন্দু কলেজে পড়ি তখন তিনি নীচের ক্লাসে পড়িতেন। এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন, কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার বাবু চন্দ্রশেখর বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, ইয়ং ইণ্ডিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মৈমনসিংহের চারুবার্ত্তা, কলিকাতার সহচরের কোন লেখক, ইংরাজী পত্রিকা হোপ, মান্দ্রাজের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা

হিন্দু, মিরর পত্রিকা, এবং মিরর পত্রিকায় পাবনার সবজজ বলরাম বাবু ও নব্যভারতে পুণাপ্রবাসী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বোম্বাইর Native Opinion উহার প্রশংসা করিয়াছেন। চারুবার্ত্তা এই পুস্তিকা বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব লেখেন, আর হোপ্ সম্পাদক দুই তিন প্রস্তাব লিখিয়া আরও লিখিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

"ইণ্ডিয়ান মিরর" "Old Hindu's Hope" সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

August 4, 1889, Dak Edition.

The publication of the famous pamphlet "The Old Man's Hope," has given the book under notice its present name, though the scheme of a Maha Hindu Samiti, or a great union of Hindus, which it embodies, was commenced to be written, so early as 1881. A Bengali translation of the scheme appeared in the Bengali periodical, *Navajiban*, in July, 1886. The original English is now published, and forms the subject of the present notice. The scheme is exceedingly solemn in its character and catholic in its spirit. The "Old Hindu," who has broached the idea, though physically old, is mentally, morally, and religiously more energetic and enthusiastic than most of the younger members of the Hindu Community. The proposal gives rough details of how the *Samiti* is to be formed and worked, but these are subject to

modifications. Patriotism of the highest type pervades every syllable of the old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do well to consider the practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy of the Aryan Nation. Politicians might profitably pause to inquire whether the realisation of the Old Hindu's hope will retard or advance the cause of the country which the National Congress is pledged to promote. The readers might remember the publication in these columns of some letters concerning the subject. These letters have now been incorporated into the present pamphlet. The whole production is a most valuable one, and deserves wide circulation and thorough discussion.

আমার দেওঘরে অবস্থিতিকালে আমি তাম্বুলোপহার ও সারধর্ম্ম প্রণয়ন করি। তাম্বুলোপহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজনের পর পঠিত হইবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করি। সারধর্ম্ম প্রথম "আলোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। উহা এতদূর আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা প্রথমে আদৌ পছন্দ করেন নাই, পরে উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন যে আমি উহাতে যে ধর্ম্মের প্রস্তাবনা করিয়াছি তাহা ব্রাহ্ম-

বৈদ্যনাথে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসগৃহ।
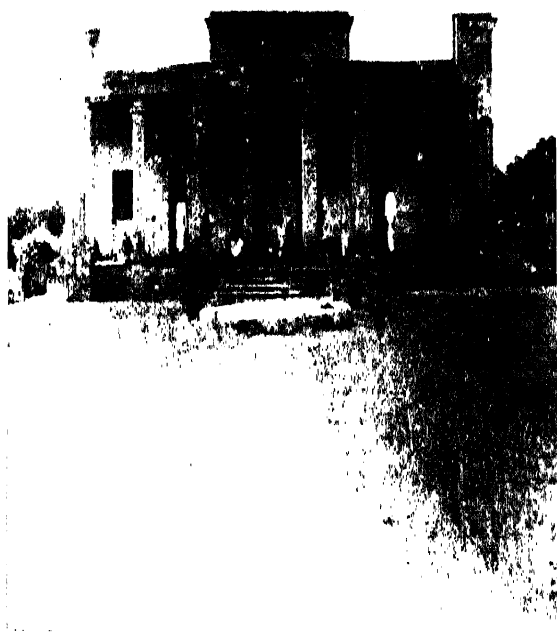
সমাজের ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রধান আচার্য্য মহাশয় প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে তাঁহার আশঙ্কা দূরীকৃত হয়।

আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এই পুস্তকে ফল হইয়াছে। রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা (এই ধর্ম্মসভা বঙ্গদেশ মধ্যে প্রধান) এই বৎসর (১৮৯০) কলিকাতায় আগামি ডিসেম্বর মাসের শেষে (অদ্য ১৭ই নবেম্বর) যে Indian National Congress হইবে তাহার পর মহা হিন্দু সমিতি (আমার প্রস্তাবিত নামই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন) স্থাপন জন্য এক মহা সভা আহ্বান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পশ্চিমের "ভারত ধরম্ মহামণ্ডলে"র সহিত মিশিয়া যান। এই মহা সভা পশ্চিমে আজ দুই তিন বৎসর হইতেছে। প্রথম অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিবেশন গত তিন দিবস (১৪, ১৫, ১৬ই নবেম্বর) ইন্দ্রপ্রস্থে আর্থাৎ দিল্লিতে হইয়া গিয়াছে। তাহার সম্পাদক আমাকে তাহা দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল দর্শক স্বরূপ নহে, হিন্দুভাবপ্রধান আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়া সভার কার্য্যে অংশ লইতে দিবার অধিকার প্রার্থনা করি, কিন্তু যে পত্রে ঐ প্রার্থনা থাকে তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উল্লিখিত মিলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার শেষ রিপোর্টে লিখিত হয় যে সম্বাদ-পত্রে মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। ঐ আন্দোলনের কারণ জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু দ্বারা প্রণীত "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তিকা। বৃদ্ধ হিন্দুর আশার সহিত তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকুক মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাবের সহিত তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উল্লিখিত মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মসভার

সম্পাদকের সহিত আমি পত্রলেখালিখি করি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনার উৎসাহ বিশেষ আনন্দকর।" আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সম্বাদ-পত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্ম্মসভাকে প্রথমতঃ মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে মহামণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের সংযোগে সংরচিত অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহা হিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে। আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশার অন্তর্গত সকল প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কতকগুলি করিয়াছেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রায় সকল প্রস্তাবই গ্রহণ করিবেন।

ইং ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত (যে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত) ধর্ম্ম ও সাহিত্য ও শিক্ষকতা কার্য্য সম্বন্ধীয় আমার জীবনের ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য ঘটনা সকল বিবৃত করি নাই। তাহা পশ্চাৎ করা হইতেছে।

১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুর যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা" একটী ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষ-জনক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কলেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। কলেজ হইতে বহুবাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্দ্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক মীমাংসা ভাব মনে উদিত হইল। কলেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। সমস্ত ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন; পুন-র্বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। সার্ জন্ পিটার গ্র্যাণ্ট যিনি পরে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন তিনি ঐ সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন "they are as much Hindus as the other party." "অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু ইহারাও তেমনি হিন্দু;" আর ঐ বক্তৃতাতে বলিয়া-ছিলেন যে "যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবা-বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।" যেমন বিধবা বিবাহের আইন করা হইল অমনি কার্য্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যের গতিকই এইরূপ। যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাঁহার নাম পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়েন। যেদিন তাঁহার বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা

কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পানিহাটীর মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যে তাঁহার পাল্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল "দুগা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।" মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে "রাজনারায়ণ বাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন।" ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া দিতে পারি।

আমি ও সেকেণ্ড মাষ্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠী কাটিয়া লইয়া আসি; যদি দাঙ্গা হয় সেই সময়ে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে "রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইট মারিব।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম "তাহা হইলে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।"

মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আসিতাম তখন রাত্রিকালে বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার বোড়ালে গিয়াছিলাম শেষরাত্রে দেখি বাটীর ভিতর হইতে কে একটী প্রদীপ হাতে করিয়া আসিতেছে। আমি বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম। প্রদীপহস্ত ব্যক্তি যখন আমার মসারীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতা ঠাকুরাণী; তিনি বলিলেন যে "রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল"; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই বিধবাবিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়"। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে

বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম Shekawattee Battalion ছিল। কর্ণেল ফষ্টার (Colonel Foster) এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। এক-স্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দূর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবাহমান হয়। সাহেবেরা ও কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য সখ্ করিয়া একটী বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরী কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপ্‌রাসীর

উপর চাপরাসী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা-বিবাহের উপর তাহাদের আত্যন্তিক বিদ্বেষ ছিল। পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটী ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময়ে লাল কোর্ত্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অস্‌ট্রিচ) পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যাণ্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ

করিবে তাহাকেই জেলে দিব। সাহেব ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কিনা জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফেপার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "ড্যামীডর্ রায়" এবং স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম "ওমারচন্দ হাবিলদার" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগিগাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি সহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে Shekawattee Battalion মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্য-ক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে ঐ পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে আমি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদের প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু সে পদ প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে ঐ পদের স্পৃহা মন হইতে একেবারে তিরোহিত হয়।

১৮৫৬ সালে বর্দ্ধমানের কমিসনার এবং রেভিনিউ হ্যাণ্ডবুকের প্রণেতা জে, এচ, ইয়ং সাহেব মেদিনীপুরে যখন গস্তে আসিয়াছিলেন তখন স্কুল দেখিয়া ও আমার সহিত কথোপকথন করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে আমাকে ডেপুটী

কলেক্টারের পদ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আমাকে সেই রিপোর্টে "a gentleman of superior attainments" বলেন। আমি একটু চেষ্টা করিলে ঐ কর্ম্ম হইত; কিন্তু মেদিনীপুরের প্রতি আমার এত অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ১৮৬১ সালে গবর্ণমেণ্ট আমাকে Assessor of Income tax পদে নিযুক্ত করেন। সেই পদ হইতে অনেকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু এসেসরের ঘৃণিত পদ গ্রহণ করি নাই। ঐ পদ যাঁহারা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, আমিও হইতে পারিতাম। বিখ্যাত বাবু প্যারিচরণ সরকার হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্মাষ্টার ছিলেন। তিনি ঐ পদ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়াতে ডিরেক্টর সাহেব আমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয় মেদিনীপুরের উন্নতিসাধন কার্য্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। তৎপরে হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়াতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ পদ আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করাতে ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন "Don't talk of him, he is a madcap, he wants neither pay nor promotion."

ইংরাজী ১৮৬০ সালে পূজার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধু নৌকাযোগে রাজমহল যাত্রা করেন। আমি সেই বন্ধুগণের মধ্যে একজন ছিলাম। তখন রাজমহল রেলওয়ে সম্প্রতি খুলিয়াছে। ঐ উপলক্ষে একটী ভোজ হয়। তাহাতে লর্ড ক্যানিং একটী বক্তৃতা করেন। আমরা রেলপথে না যাইয়া নৌকায় রাজমহল গিয়াছিলাম। মহর্ষির সঙ্গে আমরা এই কয়েক জন লোক ছিলাম—কেশবচন্দ্র

সেন, মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষির পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও আমি। আমাদিগের এই ভ্রমণ সময়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত ও হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান হইত, কি সুখে যে দিন যাইত তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রাজমহল যাই ও তথায় নবাবদিগের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখি। অষ্টাদশ বৎসর পরে গিয়া দেখি যে সে রাজমহল আর সে রাজমহল নাই। রেলওয়ের অনুরোধে সেই সকল বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথবা ভাঙ্গিতেছে। কেবল কাল মর্ম্মর পাথরের সিঙ্গী দালান অটুট রহিয়াছে, উহা রেলওয়ে আফিসে পরিণত হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ অত্যন্ত শিষ্ট। এই সময়ে কেশব বাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি আপনার নিকট আমাকে শোয়াইতেন, অন্য সকলে নীচে শুইত। তিনি আমাকে বলিতেন, "দেখ যুবকদিগের সহিত আমার মনের মিল হয় না।" কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন। কেশব বাবু তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্র মিত্র ভাল বাঙ্গালা জানিতেন না। কেশব বাবু সর্ব্বদাই তাঁহার নকল করিতেন। তাহাতে আমাদিগের বিশেষ আমোদের উদয় হইত। সেকেলে বুড়ো বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরাজী কহিত আমি তাহার নকল করিতাম, ইহাতেও বিশেষ আমোদের উৎপত্তি হইত। কেশব বাবুর এই সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে নবোৎসাহ; উৎসাহের আর সীমা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবেন্দ্র

বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি তাহাতে যোগ দিতাম। উল্লিখিত উপায় সকলে চাতুর্য্য প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে কেশব বাবু বড় সাবধান হইতেন, যেহেতু ধর্ম্মের সহিত চাতুর্য্য সঙ্গত হয় না। বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অমূলক হউক বা সমূলক হউক তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার ঐ জাতীয় দোষ পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য কখন্ কলুষিত করে তাঁহার সর্ব্বদা এই আশঙ্কা হইত। আমাকে এই ভ্রমণ সময়ে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া অপবাদ আছে না?" আমি বলিলাম "হুঁ"।

রাজমহলে যখন যাওয়া হয় তখন দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ হয় যে সেই বৎসরের পৌষ মাসে ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞার স্বাক্ষরের সাম্বৎসরিক দিবসে আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্ত বিষয়ে একদিন বক্তৃতা দিব। এই অবধারণানুসারে আমি মেদিনীপুর হইতে আসিয়া ৭ই পৌষ দিবসে ঐ বক্তৃতা দিই। সেই দিবস কেশব বাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের পর আমার বক্তৃতা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশব বাবু সেদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অগ্নিময়। তিনি বলিয়াছিলেন যে পরিবারদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করা উচিত, যেহেতু তাহারা অনেকে ধর্ম্মপথের প্রতিরোধক হয়। সভা ভঙ্গ হইলে পর কেশব বাবুর অনুপস্থিতিতে দেবেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিলেন "'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' ইহা ক্রমিক বলা কিরূপ?" আমি সে দিন যে বক্তৃতা করি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীর্ঘ পুরাবৃত্ত বলিয়া পরিশেষে কেশব বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করি। তিনি সে প্রশংসার উপযুক্ত। দেবেন্দ্র বাবু উঠিয়া বলিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু নবযৌবন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয়

নহে। আমি উল্লিখিত বক্তৃতা দিয়া মেদিনীপুরে যাইবার পূর্ব্বে কবিকুল-সূর্য্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু ২য় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া বিসপস্ কলেজে পড়িতে যান, তৎপরে অনেকদিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময় দেখা করিলাম তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি আরম্ভ হয়। ঐ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য Indian Field নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায় জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম "কবে আমি দেখিব মধুসূদনবদন-সরোজং।" আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যে দিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি সে দিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন "My dear Raj, this will surely make me immortal"; আমি বলিলাম "তাহাতে আর সন্দেহ নাই"। অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আরো বলিয়াছেন

যস্যাকণ্ঠকুলা সুকৌশলমমুধ্যানং চয়বৈষ্ণবং
যচ্ছন্দীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলান্বিতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উপর মুক্তাবর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে "ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন"। তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু"। তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।" তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটী ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কযে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক্ না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমি সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করি। ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬৪ সালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; তাহার বৃত্তান্তও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬১ সালে ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও Prospectus of a Society for the Promotion of national feeling among the educated natives cf Bengal প্রকাশিত হয়। এতদুভয়ের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি ভীত হই। কিন্তু যেরূপ পীড়া তাহাতে এত ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বুক দুড় দুড় আরম্ভ হয় ও আগুনের ফিন্‌কী ও মাছি দেখিতে আরম্ভ করি। এই সময় হইতে যে ঔষধ খাইতে আরম্ভ করি তাহা ৬।৭ বৎসর মাত্র হইল (অদ্য জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) স্থগিত করিয়াছি। ঔষধ খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে তজ্জন্য বড় অনুতাপ হইতেছে। Will force (মনের বল করা) ব্যতীত স্নায়ুর দুর্ব্বলতার ঔষধ নাই। এরূপ বেতায়সা ঔষধ খাওয়া অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে দুই মাস ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসি। পূজ্য বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে অবস্থিতি করি। সেখানে বিখ্যাত হারাধন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকি। নিজ বাটীতে যেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতাম সেইরূপ দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে থাকি। নিজ বাটীতে যেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে সেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ বৎসর পূজার পূর্ব্বে মেদিনীপুরে একবার আসিয়া পূজার পর হইতে ক্রমাগত যে ছুটী লইতে আরম্ভ করিলাম সে ছুটী ১৮৬৮ সালে ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করি। ১৮৬৭ সালের

এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়। বাদুড়বাগানবাসী রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী ভাড়া করিয়া তথায় বিবাহ দেওয়া কার্য্য সম্পাদন করা হয়। সকল ব্রাহ্মে বলিল "উত্তম হইয়াছে, রাজনারায়ণ বাবুর কন্যার বিবাহ রামমোহন রায়ের বাটী হইল।" বিবাহ ক্রিয়া আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত থাকেন। তন্মধ্যে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ একজন। তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আমার শ্যালককন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাঁহার পিস্‌শ্বশুর হইলাম। ইংরাজীওয়ালাদিগের নায়ক সম্মান্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ যেদিন পিস্‌শ্বশুর স্বরূপে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন সেদিন লজ্জায় ম্রিয়মান হই। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যাহার বিবাহের বর্ণনা করা যাইতেছে এই নূতন সম্বন্ধ বশতঃ সম্পর্কে তাঁহার শ্যালী হইয়াছিল। বর আসিতে দেরি হওয়াতে রামগোপাল বাবু বলিলেন "যে, বর আস্‌তে দেরি হয়, তো আমাকেই বসিয়ে দেওনা।" সে কালের বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাস করিতেন। এক্ষণে নব্য সমাজের লোকের মধ্যে তাহা কমিয়া যাইতেছে। আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের পর আমরা বোড়ালে গিয়া ছয়মাস সেখানে অবস্থিতি করি। খুড়ামহাশয় বলিলেন "বাটীর সহিত সংলগ্ন আলাহিদা মহল তৈয়ার করিয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তা না হইলে তোমার সহিত আমাদিগের সংস্পর্শ জন্য জাত লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে।" আমি খুড়ামহাশয়ের পরামর্শ মত কার্য্য করি। উল্লিখিত ছয়মাসের মধ্যে আমার খুড়ামহাশয়ের মৃত্যু হয়, ও মাতাঠাকুরাণী ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হন। আমার সহধর্ম্মিনী ব্যতীত আমার সমস্ত নিজ পরিবার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়েন। এই বৎসরে ম্যালেরিয়া গ্রামে প্রথম প্রবেশ করে। প্রায় সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়াতে

মর মর হওয়াতে মাতাঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানের ভার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসুর প্রতি অর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় পলাইয়া আসি। মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম কিন্তু তিনি বাস্তুভিটা ছাড়িতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। তজ্জন্য অভয়ের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় আসি। অভয়কে ম্যালেরিয়া ধরে নাই। আমরা পূজার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। এত শীঘ্র মৃত্যু হইবে আমরা মনে করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে শীতকাল অবধি টেকিয়া থাকিবেন। উল্লিখিত অবস্থাতে কলিকাতায় আমার আসা উচিত ছিল কি না এখনও আমার মনে দ্বিধা আছে। একদিকে মাতৃসেবার গরীয়সীত্ব আর একদিকে প্রায় সমস্ত নিজ পরিবারের মরণাপন্ন পীড়া। কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতি করিয়া আমি পশ্চিমে যাত্রা করি।

কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতিকালে বিখ্যাত Mary Carpenter ভারতবর্ষে প্রথম আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়, তাহাতে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার কলেজের সমাধ্যায়ী খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার সহিত আমার অনেকবার বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিলেন "I did not expect that I would see my beloved Rajnarain here." এই সময়ে আমার বায়ুরোগের অত্যন্ত প্রবলতা। বায়ুরোগের ইংরাজী নাম Dyspepsia অথবা Nervous debility। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন "Rajnarain is dying of religious dyspepsia।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন "I am a Brahmin Christian"। Miss Mary Carpenterএর কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা আসিল। Miss Mary Carpenter যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থিত কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে কেশব বাবুর বিপরীত। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans." দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না, কিন্তু ঈশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার স্কন্ধে একটি উপাধি চাপাইয়া দিয়াছেন। সেই উপাধি "মহর্ষি" উপাধি। এই উপাধি সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু সকলেই তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া ডাকে।

১৮৬৭ সালের শেষে আমি পশ্চিমে প্রথম গিয়া ভাগলপুরে তথাকার তদানীন্তন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আমার জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের ওখানে

গিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করি। ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। রামতনু বাবু এই সময়ে তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

একদিন জাতিবিভেদ লইয়া রামতনু বাবুর সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম "যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন?" তিনি বলিলেন "ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।" তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তখন কুপিত হইয়া ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন "Had you not stood for the poor widow, আজ গালাগাল্ দিয়া ভুত ছাড়া করিতাম।" যেদিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি সেদিন তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আপনি Railway Platformএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। Platformএ দাঁড়াইয়া কথোপকথনকালে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সাদীর গোলেস্তাঁ হইতে এক বয়াৎ আওড়াই। তখন গাড়ী ছাড়ছাড় হইয়াছে। রামতনু বাবু পার্সী জানেন কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট দেরি আছে তথাপিও আমাকে ছাড়েন না। আমি দেখিলাম মহা মুস্কিল। কোন

ক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদ যাই। এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু কর্ত্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য ঐ নামের উপযুক্ত এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য, ও অতিথিসেবা জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইঁহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহ ভাবের উদয় হয়। পিতৃ স্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। ইঁহার গুণের কথা দেবেন্দ্র বাবুকে লেখাতে তিনি লিখিয়াছিলেন "চারু যেমন দেখিতে চারু কর্ত্তব্যেও চারু।" নীলকমল বাবুর বাটীর নাম লালকুটী ছিল। লালকুটীতে অবস্থিতিকালে পাঁচটী বস্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া পাখী। এত বড় কাকাতুয়া পাখী কখন দেখি নাই। কাকাতুয়া মহারাজ সর্ব্বদা রেগেই থাকিতেন। দ্বিতীয় একটী শীখ্ ভদ্রলোক। তিনি এলাহাবাদের কটোয়াল ছিলেন। তিনি একটি বিপদে নীলকমল বাবুর প্রাণ বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহাকে নীলকমল বাবু তাঁহার কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় হরিবোল ব্রাহ্মণ। তিনি একটী নামাবলী গায় দিয়া সর্ব্বদা "হরি হরি বোল" "হরি হরিবোল" বলিয়া বেড়াইতেন। চতুর্থ একটী ঘর যাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ানো থাকিত। পঞ্চম একটী ঘর যেখানে একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, নীলকমল বাবুর পরিবার তাহা শুনিতেন।

কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া, লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে ২।৩ দিন রাখেন। আমার সঙ্গে বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হেমচন্দ্র কর তাঁহার অতিথি হয়েন। একদিন দক্ষিণাবাবুর বাটীতে আমি উপাসনা করি, সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্রকর বলেন যে এ উপাসনার প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টীয়ান কাহারও আপত্তি হইতে পারে না সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। লক্ষ্ণৌয়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতি কালীন কানপুরের কতকগুলি ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদন পত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ বিনীত আবেদন পত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণাবাবুর আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটী প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টীয়ান মিসনারী ডাক্তার ডফ্ লর্ড ক্যানিংএর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জ্জন্মদাতা

বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Indian Association সংস্থাপন করেন। যখন Sir Charles Trevelyan লক্ষ্ণৌ দেখিতে যান তখন Oudh British Indian Association দেখিয়া বলিয়াছিলেন "This is your Parliament, Dakshinaranjan." দক্ষিণা বাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজী-ভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিত বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বিধবারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথি-স্বরূপ থাকি, আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌয়ে সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহা ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপন করি নাই, অন্য একটী নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। ঐ উপলক্ষ্যে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিত। একদিন দক্ষিণা বাবু আমাকে বলিলেন যে "তুমি জান তোমার উপর আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি। তুমি যাহা কর তাহার রিপোর্ট তাহারা আমাকে দেয়। এজন্য রাখিয়াছি পাছে পাগ্‌লা undo the work I have done in Oudh অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য্য দ্বারা পাগলা তাহার বিলোপ সাধন না করে"। আমি তদুত্তরে বলিলাম যে "কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও British Indian Association সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।" দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে

ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিকবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পাদন করি তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণা-রঞ্জন উপনিষদকে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতিপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "There's the Brahmin Bible". তিনি বলিতেন "বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।" কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদরদেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন তখন তাঁহার চাপরাসী-দিগকে ওঁ অঙ্কিত তকমা পরিধান করাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের ভার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র উদ্ঘোষিত হয় সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়া-ছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন বাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-বৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড

লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতিকালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি।

দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক তেমনি সমাজ-সংস্কারক। রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage নামক বিবাহ করেন। ভাস্করসম্পাদক গুড়্গুড়ে পণ্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গুড়্গুড়ে পণ্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর তট্টাচার্য্য। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) একদিন আমাকে বলিলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজসংস্কারক আর কে আছে ? দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানু-মোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলাম তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

লক্ষ্ণৌএ দক্ষিণাবাবুর ওখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কানপুরে ফিরিয়া আসি। সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে।

যে আট মাস কানপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর একমাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়েই যারপর নাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন "নামবলীটী ছাড়ুন।" একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরী হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে "আপনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছেন।" নৈমিষারণ্য কানপুরের পরপারে কিছুদূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। একদিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি বিঠুরগ্রামে বাল্মীকি-তপোবনে গমন করি। সেই বাল্মীকি-তপোবনে উপাসনা করিয়া বিকালে পরপারস্থ সীতাপরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করি। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিঠুর গ্রামে বৎসর বৎসর একটী মেলা হয়। ঐ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ঐস্থানে একটী মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐস্থানে খ্যাত্যাপন্ন (সুখ্যাতিসম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম তাঁহার বাটী ইংরাজেরা সমভূম করিয়াছে। কেবল একজোড়া প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিঠুরবাসী মহারাষ্ট্রীয় কন্যাগুলি চেহারা বেশভূষায় ঠিক আমাদিগের বাঙ্গালী বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহা-দিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুল-সব ইন্‌স্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি C. I. E. হন নাই) উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গলা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেই ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করেন। যখন তিনি

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

কানপুরে যান তখন আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপকথনের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসে এই জন্য উহাকে আমরা পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব আমাকে বলিলেন "যাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে কর"। আমি বলিলাম "এই উনবিংশ শতাব্দীতে?" আর এক কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে "আমরা গাড়ু গামছা বহা জাত আগে তা প্রমাণ কর"। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাক্কাবাদ জেলায় স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর পণ্ডিত চূড়ামণ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্ব্বক ততদুর আমাদিগের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দমা না করেন।" কনোজের অর্দ্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটী কলেক্টার লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর পৌত্তলিক হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন "শুনিতেছি কলিকাতায় অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।" ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম "বুৎপরস্ত হোনা মোনাসেব নেহি।" তিনি উত্তর করিলেন "বুৎপরস্ত কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্টিকাবুৎকো পূজা করতে হে না উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজ্‌তে?" লালাজী ভূদেবকে তর্ক মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া

বলিলেন "সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়।" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মও ভাল, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের "তারিফ" আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে "আমি যাহা এতক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে ধন্য।" তৎপর দিন সন্ধ্যাকালে কনৌজের অতি নিকট মিরাকি সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুন্‌সেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দুজাতির বিবরণ হিন্দীতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খণ্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি যে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের স্বসম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটী আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সে কথা এই যে গত কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বারে মোগল পরিচ্ছদধারী বোখারা ও সমরখন্দ নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এই মাত্র বলিলাম যে এই কথা আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক্ অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে। লালাজীর প্রণীত ঐ জাতিবিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক রাজার সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্য স্বীকার করিলাম তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনোজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার

কনোজ আর সে কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চব্বিশ হাজার পাণের দোকানে ছিল ও যাহা নিত্য উৎসবসমাজ সকলের দ্বারা পূর্ণ ছিল সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্নগৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দীস্কুলের পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই বন্ধুও বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কনোজে মীরে বাঙ্গালী নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় জন্মস্থান কনোজে আসিয়া ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া কি এক মনের ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোযানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ কেহ হস্তিযানে, কেহ অশ্বযানে, কেহ অন্য যানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন আমরা কল্পনার চক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

কানপুর অবস্থিতিকালে মেদিনীপুর নিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমার স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পীড়া আরোগ্য হইবার আশা না থাকাতে আমি আর মেদিনীপুর ফিরিয়া যাইব না, শীঘ্র পেন্‌সন্ লইব। ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সভা করিয়া আমাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়েষু।

মহাত্মন্—

আপনি ১৮৫১ খৃঃঅব্দে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তদবধি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ঐ কার্য্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল মেদিনীপুর উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্ব্বে এখানকার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল ছয় জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন সেই বৎসরেই দুইটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিনশতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয়জন ও পণ্ডিত দুইজন হইলেন। আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টীকে সম্যক উন্নত করিয়া এদেশে জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি

সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপধায়ী হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন।

অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রামিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারিণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহসহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ সোসাইটী, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তথাচ আপনার অপ্রতিহত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত, সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে—রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে অথবা তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মেদিনীপুরের অন্নরাশি ও অর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনী-পুরের সমুদায় শুভকর কার্য্যে আপনি মূল ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন।

এই সকল হিতানুষ্ঠান দ্বারা আপনি মেদিনীপুরের যে কতদূর মঙ্গল

সাধন করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি মেদিনীপুরের একপ্রকার নূতন জীবন দান করিয়াছেন। আপনার আগমনাবধি মেদিনীপুর ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে। কোন বিঘ্ন কোন বাধা দ্বারা তাহার গতিরোধের সম্ভাবনা নাই।

আপনি মেদিনীপুরের পরম হিতৈষী সুহৃদ্, আপনি এস্থানকে আপনার জন্মভূমির ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের হিতানুষ্ঠান ও হিতচিন্তা আপনার প্রিয়ব্রত। আপনি এই স্থানের শুভসাধনে জীবনক্ষেপণ সঙ্কল্প করিয়া কত ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছেন। এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উৎকৃষ্টতর পদলাভের জন্য চেষ্টা করেন নাই। অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন।

আপনার গুণ ও মহত্ত্ব কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ আছে, এমত নহে। আপনি যখন যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানকে আপনার গুণমালায় ভূষিত করিয়া থাকেন এবং তত্রত্য লোকদিগের হিতানুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েন। আপনার উপদেশবাক্য কেবল আপনার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেই শ্রবণ করেন না। বঙ্গভূমির সকল স্থানেই তাহার মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, এবং লোকে যত্ন পূর্ব্বক তৎসমুদায় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছে। আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মেদিনীপুর নিবাসী নহেন, তাঁহারাও এখানে আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনার গুণ-গরিমায় যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও আপনার গুণগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

এক্ষণে আপনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতেছেন। হায়! এমন সুহৃদ—এমন হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের বিষয়!

আপনার বিরহ যে মেদিনীপুরের কীদৃশ দুঃখাবহ ও কতদূর ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বস্তু বিহীন হইয়াছে।

আজ যদি আপনি সুস্থশরীরে কোন উন্নতপদে গমন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ ও দুঃখের শান্তি হইত। আপনি পীড়াবশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইয়া কর্ম্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপর নাই ক্ষোভ ও পরিতাপ হইতেছে।

আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ ঋণের কিছুতেই পরিশোধ নাই। আজ আমাদের হৃদয় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে প্রীতি উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা কখন আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমূর্ত্তি ও অমায়িক মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরূক রহিল।

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও সুখী করুন।

মেদিনীপুর,
১৭ চৈত্র, ১৭৯০ শকাব্দ।
২৯ মার্চ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ।

স্বাক্ষর

শ্রীনবীনকৃষ্ণ পালিত, শ্রীচন্দ্রনাথ দেব, শ্রীভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারিণীচরণ গাঙ্গুলি, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীযদুনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণলাল মজুমদার, মছলহদ্দিন মহম্মদ, শ্রীকালীনাথ মজুমদার, শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ, শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঈশানচন্দ্র সিংহ, Mohomed Ally, শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র, শ্রীভূপেন্দ্র-

নাথ দে, শ্রীনবকুমার বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বেরা, শ্রীরাধাশ্যাম বাগ, শ্রীঅযোধ্যালাল পাল, শ্রীব্রজনাথ দাস দত্ত, শ্রীশ্যামাচরণ রায় চৌধুরী, শ্রীজগন্মোহন মাইতি, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীজগৎবল্লভ জানা, শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র পাল, শ্রীআনন্দলাল সিংহ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ নন্দী, শ্রীরঘুনাথ দে, আবদুর রব, শ্রীঅভয়চরণ বিশ্বাস, শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মারীক, চৌধুরী খয়রাত আলি, শেকের উল্লা, শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, শ্রীঅভয়চরণ বসু, শ্রীহৃদয়নাথ দাস, আবদুল বাসত, শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র, শ্রীজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীনবকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীমোক্তাহার মহক, শ্রীকৃষ্ণকিশোর আচার্য্য, শ্রীদীনবন্ধু দত্ত, শ্রীগঙ্গাধর আচার্য্য, শ্রীগোঁসাইদাস দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীলকমল দে, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীকেদারনাথ দাস, শ্রীরামেশ্বর নাথ, শ্রীদুর্গানারায়ণ বসু, শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়চাঁদ পাইন, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীরাধামাধব দত্ত, শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু, শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীকরালীচরণ দে, শ্রীরামদাস মজুমদার।

উপরি লিখিত ৭৪টি নাম ব্যতীত আর ৯১টি নাম লিখিত আছে।

আমি এই অভিনন্দনপত্রের নিম্নলিখিত উত্তর দিই।

মান্যতম

শ্রীযুক্ত বাবু নবীবনকৃষ্ণ পালিত

সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। উহা আমার নিকট হীরক ও স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

আনুমানিক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের অস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ হইতে।

মেদিনীপুর যাইয়া ৪।৫ বৎসর পরে সিপাহীদিগের বিদ্রোহের পূর্ব্বে আমার কোন বিশিষ্ট রাজকার্য্য পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু যদি মেদিনীপুর হইতে শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাদিগের বর্ত্তমান অমূল্য অভিনন্দন হইতে বঞ্চিত হইতাম তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতির বিষয় হইত।

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তাহা ক্ষুব্ধচিত্তে গ্রহণ করিলাম।

আমি বেশ মনে বুঝিতেছি যে মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছি, কিন্তু আপনারা যত মনে করিতেছেন তত করি নাই। আমার কার্য্য সকল আপনাদিগের স্নেহের চক্ষে বর্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ সুহৃদ্গণের সহযোগিতা প্রাপ্ত না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, অতএব আপনারাই অধিক পরিমাণে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দনপত্রোক্ত প্রশংসাবাদের অধিকারী।

আপনারা কখনই এমত মনে করিবেন না যে আপনাদিগের সৎ অনুষ্ঠানের ফল কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ হইয়া আছে। আমরা যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটী নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" প্রস্তাব দ্বারা

যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।

ইহা আমার পক্ষে অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, যে মেদিনীপুরকে কোন প্রলোভন আমাকে পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন নাই, তাহা পীড়াবশতঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, কিন্তু কি করা যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা ভাবি একরূপ, হয় অন্যরূপ। তাঁহার সঙ্গে কে পারিবে বলুন? তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ান থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

কে জানে ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন হইতে পারে যে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন দর্শন করিয়া নয়নমন পরিতৃপ্ত করিতে পারি ও পুনরায় আপনাদিগের সহিত একত্রে সহবাসের অনুপম সুখ সম্ভোগ করিতে পারি।

মেদিনীপুরে আমার জীবনের সার ও সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম "বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত নহি, "মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত। মেদিনীপুরে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুরের সুপ্রশস্ত সুন্দর রক্তিমবর্ণ রাজমার্গ ও তাহার নিকটস্থ গিরি উপবন ও স্রোতস্বতী যে তাহাকে আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে এমত নহে; আপনাদিগের সুহৃদ্‌গণের স্নেহই তাহা আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে। আমি যেথানে থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবার্ত্তা, আপনাদিগের কুশলবার্ত্তা ও তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্ত্তা আমার মনকে যেমন আহ্লাদিত করিবে এমত আর অন্য কিছুতে করিতে

পারিবেক না। আমার সকল স্থানের সুহৃদ্‌গণকে বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে ঐ ঘটনার পরে আমার ভস্মসাৎ শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ন্যায় গোপগিরির উপরিস্থিত এক সমাধি-মন্দিরে তাহা রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জন্ম ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে।

আপনাদিগের যেরূপ বিশ্বাস যে মেদিনীপুরের উন্নতি আর প্রতিহত হইবার নহে, আমারও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় লোকদিগের মধ্যে একজনও লোক সেখানে থাকিতে যে তথাকার উন্নতি বন্ধ হইবে এমন আমি কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

আমার মূর্ত্তি যেমন আপনাদিগের মনে জাগরূক রহিয়াছে তেমনি আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের আত্মাতে নিয়ত বিরাজ করুন ও আপনাদিগকে সর্ব্বদা আনন্দে রাখুন! ইতি

(স্বাক্ষর) আপনাদিগের বশম্বদ

ভৃত্য ও স্নেহশীল সুহৃদ্

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটি লিখিত থাকিবে।

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়।" "স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলো-কিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিস্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে এই মহৎ

কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।”

উল্লিখিত অভিনন্দন পত্র ব্যতীত মেদিনীপুরবাসীরা আমাকে নগদ ৭০০৲ সাতশত টাকা ও অনেক ব্যয়ে আমার জন্য এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে বাটী এখনও আমার আছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধান শিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি মেদিনীপুরবাসীদিগের নিকট যে কত কৃতজ্ঞ তাহা আমি বলিতে পারি না। ঈশ্বর তাহাদিগকে চিরকাল কুশলে রাখুন। ইহা বলা আবশ্যক যে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ জন্য দুই হাজার টাকার অধিক ব্যয়ের মধ্যে পূজনীয় দেবেন্দ্র বাবু সহস্রমুদ্রা আনুকূল্য করেন।

আমি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহার পূর্ব্বে বাবু কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কানপুরে অবস্থিতিকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশব বাবুর স্থাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিরোধ চলিতেছিল। আমার অবস্থিতিকালে কেশব বাবুর দলের প্রচারকদিগের সর্ব্বদা গমনাগমন হইত। কানপুরের ব্রাহ্মেরা আমাকে বলিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার দলের প্রচারকেরা এত সর্ব্বদা কানপুরে আসিতেন না, ক্বচিৎ কখন আসিতেন। এরূপ পুনঃ পুনঃ আগমন সত্ত্বেও কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে অনেক পরিমাণে আমি আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী আমি সর্ব্বোত্তম জ্ঞান করি। সুমহৎ বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা উচিত। এমন সময়ে কেশব বাবু এলাহাবাদে আইলেন, কানপুরের ব্রাহ্মেরা

তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাদের ভিন্ন ভাব দেখিলাম। একদিন সমাজের দিবস উপাসনা কার্য্যের ভার কানপুরের কোন ব্রাহ্মের প্রতি সমর্পিত হয়। তিনি উপদেশের সময় আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন যে আমি তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপদেশের সময় এরূপ কটাক্ষ বিলক্ষণ চলিয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ বিরোধের সময় খুবই চলিত। আমার প্রতি কানপুরের ব্রাহ্মদিগের এই প্রকার ব্যবহারের বিষয়ে কানপুরস্থ একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন "আপনি ইহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে আনাতে আমি প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম; তৎপরে মনে করিলাম যে প্রচারকদিগের বশীকরণ শক্তি আছে, তন্নিবন্ধন আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদিগকে আপনি কোন মতে দুরস্ত করিতে পারিবেন না।" ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর সমাজের দিবস ব্রাহ্মের পর ব্রাহ্ম আসিয়া বলিলেন "আজ আপনাকে অবশ্য সমাজে যাইতে হইবে।" আমি মনে করিতে লাগিলাম "যে অন্য দিন অপেক্ষা আজ দূতের পর দূত কেন আসিতেছে, আজ কারখানাটা কি?" সেই দিন উপাসনার পর গৌরগোবিন্দ ব্রহ্ম প্রতি-পাদক-শ্লোক-সংগ্রহ অন্তর্গত বাইবেল ও কোরান হইতে উদ্ধৃত প্রায় সকল বচন পাঠ করিয়াছিলেন। কানপুরের ব্রাহ্মেরা মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল ম্লেচ্ছ ধর্ম্মগ্রন্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করতঃ সমাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইব। তৎপরে সমাজ ভঙ্গ হইলে যখন তাঁহাদিগকে বলিলাম আমি নিজে বাইবেল ও কোরান হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছি তখন তাঁহাদিগের ভ্রম দূরীকৃত

হইল। Hindu Theist's Brotherly Giftএর দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ আমার সঙ্কলিত বাইবেলের সার সংগ্রহ ছাপাইবার ভার আমার জামাতা শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি অর্পিত আছে। উহা ঠিক যেন Hindu Theist's Brotherly Giftএর ন্যায় দেখিতে হয় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে আইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর যে উপাসনা হয় তাহাতে কানপুরের গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার অক্ষয়কুমার দেকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। সে দিন এমন এক দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন "প্রভু আমাকে পরিত্রাণ করুন" কেহ বলিলেন "আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্য্যের পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা ধরা হইল না ইহা অনুচিত কার্য্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি "এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই" বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে আমার ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বক্তৃতার সময় আমার প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলাম। এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে নর-পূজার আবির্ভাব দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে Brahmic Advice, Caution and Help নামক একটি পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কানপুরের ব্রাহ্মরা এই কথা শুনিয়া আমাকে তাহার রচনা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে যেমন প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা লিখিতেন তাহাই লিখুন, ঝগড়ার বই লেখেন কেন?" আমি বলিলাম, "তোমরা অতি সরল ব্যক্তি, কোন

৺ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

কোন প্রচারক তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। যখন ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রবেশ করিতেছে তখন আমি তাহার বিপক্ষে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না"। ঐ Brahmic Advice, Caution and Help পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি কানপুরের একজন ব্রাহ্মকে নকল করিতে দিই, তিনি নকল না করিয়া উহা আমাকে ফেরত দেন। তিনি উহা নকল করা অধর্ম্মের কাজ মনে করিলেন। যে দিন কানপুর পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিব, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বেড়াইবার সময় যাঁহাকে নকল করিতে দিয়াছিলাম তিনি অনুতাপদষ্ট হইয়া আমার নিকটে আসিয়া, অন্য ব্রাহ্ম শুনিতে না পায়, খুব মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, "আমায় পুনরায় সেই পাণ্ডুলিপি দিন, আমি একদিনের মধ্যে নকল করিয়া দিব"; আমি বলিলাম, "আর নকল করিতে হইবে না, আমি শীঘ্র এলাহাবাদে যাইতেছি, তথায় গিয়া উহা চারুচন্দ্র মিত্রের দ্বারা নকল করাইয়া লইব"। আমি এলাহাবাদে আসিয়া ঐ পুস্তক ছাপাই। ১৮৬৮ সালে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে এলাহাবাদে আসি। কানপুরে আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যে কয়েক মাস কানপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম তথাকার ব্রাহ্মেরা প্রথমে অন্তরের সহিত ও পরে বাহ্যে আমার প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমার শরীর ও বাসের স্বচ্ছন্দতার প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে ১৮৬৮ সালের পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে আসি। আসিয়া শুনিলাম যে কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে পদধূলি না দেওয়াতে আমার বিলক্ষণ অপযশ হইয়াছে। এই সময়ের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের পদধূলি লওয়ার প্রথা এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, পা বাঁচান মুস্কিল ছিল। কোন বিশেষ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ

কচিৎ কখন পদধূলি লইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহাকে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ করার প্রতি আমার বিশেষ আপত্তি আছে। এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মধ্যস্থবাদ ও অবতারবাদ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কেশব বাবু যখন সিমলায় যান তখন মুঙ্গের হইয়া যান, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করেন। প্রথমে সেই স্থানে তিনি অবতার হয়েন। তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে "ভক্তির স্রোত আমি বন্দ করিতে চাহিনা"। এই সময়ে দেবেন্দ্র বাবু পঞ্জাবস্থিত কোন পর্ব্বতনিবাস হইতে কলিকাতা যাইবার পথে এলাহাবাদে আসিয়া বিখ্যাত বাবু নীলকমল মিত্রের অতিথি হইয়া কিছুদিন তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি করেন। এক দিন তাঁহার সহিত কেশব বাবুর অবতারত্ব বিষয়ে আমার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি বলিলেন "অবতার পদের প্রতি কেশব বাবুর কেন লোভ হইল বুঝিতে পারিনা, আমাদের দেশে মাছও অবতার, কচ্ছপও অবতার"। কেশব বাবু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিমলার ফেরতা এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তিনি যে দিন এলাহাবাদ ছাড়েন সেদিন এলাহাবাদ ষ্টেষনের প্লাটফরমে (platformএ) কেশব বাবুর শিষ্যদিগের দ্বারা তাঁহার ও পরস্পরের পদধূলি লইবার যেরূপ ধুম পড়িয়া যায় তাহা দেখিয়া সাহেব ষ্টেষন মাষ্টার অবাক হইয়াছিলেন। আমি এলাহাবাদে দশমাস অবস্থিতি করি। ঐখানে আমার দুইটি পুস্তিকা ছাপাই—একটির নাম Brahmic Questions of the day, অপরটির নাম Brahmic Advice, Caution and Help। Brahmic Advice, Caution and Help প্রকাশিত হওয়াতে কেশব বাবুর শিষ্যদিগের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন হয়। তাঁহারা Indian Mirror পত্রিকায় ঐ পুস্তিকার সমালোচনা করেন এবং এই উপলক্ষে বিলক্ষণ দাম্ভিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে গালাগালি দেন। তাঁহারা

উক্ত সমালোচনাতে লিখিয়াছিলেন যে “ঐ পুস্তক আদবেই সমালোচনার যোগ্য নয় তবে অনুগ্রহ করিয়া সমালোচনা করা গেল”। এলাহাবাদে এই সময়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, একটি কেশব বাবুদিগের আর একটি বাবু নীলকমল মিত্রের। দেবেন্দ্র বাবু নীলকমল বাবুর সমাজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে “উহা উভয় আকৃতি প্রকৃতিতে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়”। আমি ঐ সমাজে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা করিতাম ও উপদেশ প্রদান করিতাম। ধর্ম্মজগতে রিপু সকল ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রবেশ করে এই বিষয় যে বক্তৃতায় লেখা আছে তাহা এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে করি। নীলকমল বাবুর বাটীর নাম লালকুঠী, এই লালকুঠীতে দুই দলের ব্রাহ্ম ডাকিয়া একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এলাহাবাদ অবস্থিতিকালে আমি শিক্ষাবিভাগ হইতে একেবারে অবসৃত হইয়া পেনসন্ লই। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আমার পেনসন্ আরম্ভ হয়। নীলকমল বাবু এলাহাবাদের সার্জ্জন জেনারল ডাক্তার গ্রেহাম (Graham) সাহেবকে বলিয়া পেনসন্ জন্য সার্টিফিকেটের যোগাড় করিয়া দেন। যে দিন নীলকমল বাবু আমাকে সার্জ্জন জেনারেলের কাছে লইয়া যান সে দিন তাঁহার বাটীর একটি ঘরে আমাকে বসাইয়া তিনি ভিতরে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুই জনে যে কথা হইতেছিল তাহার মধ্যে দুই এক কথা আমি এ ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “where is the cripple?” নীলকমল বাবু উত্তর করিলেন, “In the next room”। তাহার পরে আমি যে ঘরে আছি সেই ঘরে সাহেব আসিয়া আমার চোগা খুলিতে বলিলেন এবং তৎপরে আমার পীঠ ঠক্ ঠক্ করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে আমার শরীর পরীক্ষা করিলেন। মাথা ঘোরা বুক দুড়্ দুড়্ ইত্যাদি রোগের লক্ষণ সকল বলিলাম। যখন মাছি ও আগুনের ফিন্কী দেখিবার

কথা বলিলাম তখন তিনি বলিলেন, "Then you see too much." ইহাতে আমি মনে করিলাম যে তিনি সার্টিফিকেট দিবেন না কিন্তু পরে সার্টিফিকেট দিলেন। তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন ডাক্তার Dillon আমার Brahmic Advice, Caution and Help পড়িয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমি যে কয়েক মাস এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিলাম নীলকমল বাবু ও তাঁহার পুত্র চারুচন্দ্র আমার সম্যক প্রকারে উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি চিরকাল তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি চারুকে আপনার পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি। নীলকমল বাবু আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "Charu respects and loves you more than myself"। চারু নিজ ব্যয়ে আমার বক্তৃতার দ্বিতীয় ভাগ ছাপাইয়া দেন। আমি এলাহাবাদ সমাজে যে সকল বক্তৃতা করিতাম চারু তাহার নোট লইয়া পরে তাহা সম্পূর্ণ আকারে লিখিতেন।*

এলাহাবাদে আমার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হয়। সেই বৃদ্ধির কারণ কোন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে Oxide of Zinc সেবন। ঔষধ সেবনে কোথায় পীড়ার উপশম হইবে তাহা না হইয়া তাহা বৃদ্ধি হইল। অনেক স্থলে এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমবারে যখন আমি ভাগলপুরে যাই তখন তথায় অল্পদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাহাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ কোন ফল পাই নাই। এলাহাবাদে পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে আমি মনে করিলাম ভাগলপুরে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়া কি ফল পাওয়া যায় তাহা দেখি। এলাহাবাদ ষ্টেষনে চারুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল।

* চারু এক্ষণে Hon'ble Charu Chander Mitter হইয়াছেন। ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫।

ভাগলপুরে আসিয়া রামতনু বাবুর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় চারি মাস থাকি। কিন্তু আমার অবস্থিতির ফল বিপরীত হইল। ভাগলপুরে আমার পীড়া যেমন বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন আর কোন স্থানে হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ তথাকার আগা সাহেব নামক পারস্য দেশীয় বণিক্ ও হকিমের ঔষধ সেবন। মাথা ঘোরা, বুক ছুড়্ ছুড়্ ও অমূলক ভয় ও সন্দেহ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। ভাগলপুরে চারি মাস থাকিয়া ইংরাজী ১৮৬৯ সালে পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় বিখ্যাত রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় অনেক আরাম প্রাপ্ত হই। রমানাথ কবিরাজ অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে "বড় লোকের সবই বড়, গুণও যেমন বড় দোষও তেমন বড়।" এই কথা সকল বড় লোকের পক্ষে না খাটুক, কোন কোন বড় লোকের পক্ষে খাটে বটে। আমি কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরাজী ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকি। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বক্তৃতা করি।—

(১) A Lecture in Reply to the Query, what is Brahmoism ? বক্তৃতার তারিখ—

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ—

(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ—

(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। বক্তৃতার তারিখ—

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বক্তৃতার তারিখ—

এবং নিম্নলিখিত পুস্তিকা সকল প্রণয়ন করি :—

(১) The Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles. প্রকাশের বৎসর—

(২) Theistic Toleration and Diffusion of Theism. প্রকাশের বৎসর—

(৩) Adi Brahmo Samaj as a Church. প্রকাশের বৎসর—

(৪) Science of Religion প্রকাশের বৎসর—

What is Brahmoism নামক পুস্তিকা আমার বান্ধবী Miss Sharpe দ্বারা বিখ্যাত ইংরাজ ব্রহ্মবাদী Rev. Charles Voysey সাহেবকে উপহার স্বরূপ পাঠাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন "I have had unalloyed pleasure in reading this lecture of Babu Bose. * * * * I only wish I had time to tell you all I feel. It is magnificently true and wise." বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"I can truly say the sentiments and the tone of the pamphlet all through are highly refreshing, highly encouraging, and that the writer has my warmest sympathy." আমার উক্ত পুস্তিকায় Brahmoism কি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কেশব বাবুর কতকগুলি মত লইয়া বিচার আছে। ঐ বিচারাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ পুস্তিকা আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী Rev. Charles Voysey সাহেব কর্তৃক লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists এই নামে আমি উহা তথায় ছাপাই। Voysey সাহেব এই পুস্তিকার পুনরায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।—"I have read with the deepest satisfaction your essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the

assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion. * * * * Now my dear friend, will you at once send me your *photograph*? I want to place you in my gallery along with Theodore Parker, Professor Newman and Miss Cobbe. But you are a *truer theist* than any of them except Newman." কেবল Voysey সাহেব নহেন বিলাতের অনেক ধর্ম্মপত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছেন। "The Truth Seeker" বলেন—"One of the best expositions of Theism we have yet seen; full of clear thought and fine feeling. We are promised 'Theistic Selections from the Bible' and hope to see it as an instalment of a much needed work." "The Inquirer" বলেন—"We welcome this little gift from a cultured and spiritually minded Hindu Theist and would assure the author that we have read it with unqualified approval. * * The essay before us presents Theism in its purest and highest form, stripped of the legends and superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions of the world. * * * * * Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in the essay. With its spirituality, its catholicity, its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy." After quoting a passage from the book the reviewer remarks. "These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them." প্রসিদ্ধ Miss Sophia Dobson Collett আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৮৮২ সনের Brahmo Year Bookএ লিখিয়াছেন—

"An earnest and well-written tract, in excellent English setting forth the doctrines of Theism, and its position in relation to other systems. Babu Rajnarain Bose writes in a very kindly spirit, and prefaces his tract with the following "Dedication." "To the Unitarians of England, whose church is growing from within, this work is inscribed by the author, in the hope that it may afford them some help, however feeble, in giving a character to their church more consonant to the spirit of Theism to which it is tending, and in the adoption of which that tendency must inevitably terminate."

"Science of Religion" সম্বন্ধে Brahmo Public Opinion বলিয়াছিলেন—"The Science of Religion has a unique interest for all Brahmos. It is, in short, their Theology. Very few Brahmos have, however, sufficiently appreciated its importance or devoted their attention to it. Within the last few months, however, Babu Rajnarain Bose has published a pamphlet containing the results of his long study and thought on the subject. We most heartily welcome this little book and hope it will be extensively read by Brahmos. We may be quite proud of it as the author has not simply borrowed from Europeans but derived some of his ideas on the subject from Sanskrit sources. Indeed, this would be quite evident from the manner in which he developes his thought and ideas on the subject, even had he not told us of it in the preface. Anything written by a man of his ability and ex-

perience deserves serious study and consideration. The work before us is full of original suggestions and acute remarks. We draw to it the attention of all thoughtful Brahmos who want to study the philosophical foundation of their religion. * * * * * * * Like Geometry Theology or the Science of Religion is a deductive science. The former begins with a few axioms and definitions and constructs from them by deductive reasoning the whole body of the science. The latter starts from certain axioms known intuitively and developes by deductive reasoning the truths which are implicitly contained in them. * * * * *. We have briefly given above the method proposed by our author for the Science of Religion in this little book. It is not a bad one so far as it goes. It is indeed quite a legitimate method in science and has been very fruitful as is well known in Geometry and other Deductive Sciences. Within its proper limits it could be equally fruitful in the Science of Religion. And the use made of it by our author seems to us to be quite legitimate, and the results arrived at quite reasonable and valid." "The Sunday Mirror" বলিয়াছিলেন—"Babu Rajnarain Bose has acquitted himself thoroughly well. In the course of a few thoughtful pages he has shown the feasibility of a science like this. The leading tenets of Theism are drawn up on a logical basis, as we believe he has succeeded in showing that Religion as a science is as reliable and trustworthy as

other sciences." Voysey সাহেব এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার এক পত্রের postscriptএ বলিয়াছেন—"P. S. August, 20 (1879) I am at home again and have read with great admiration your essay on Religion as a science. This work deserves and, if I mistake not, will rcceive great attention from the scientific world. If you will send me 20 copies for sale I will remit you the cost and postage when I know the amount.

কলিকাতা অবস্থিতি কালে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদিনী Miss Frances Power Cobbe তাঁহার "Alone to the Alone" পুস্তক আমাকে একখণ্ড প্রদান করাতে তাঁহার সহিত আমার পত্র লেখালেখি হয়। সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

Calcutta,
June, 1871.

Dear Madam,

I have received your very valuable present of a copy of "Alone to the Alone." * * * * * The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. * * * * * * * It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adapted to all states of the mind. It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of divine love in hearts becoming cold as

mine. It is, indeed, a most valuable manual of devotion to Theists. It has a mission to fulfil. May God speed that mission.

The fact of the prayers in the book having been contributed by fifteen individuals of different countries and races and trained up in the midst of different religions speaks to the identity of Theism and is an earnest of its future universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invaluable one. Seldom have I seen such noble thoughts expressed in such luminous and felicitous language, evincing the finest intuitions and the most delicate perceptions of the true, the good, and the beautiful.

I perfectly agree with what you say about prayer being a natural act of the human mind. As the lotus, to use a Hindu simile, opens its closed petals to the rising beams of its beloved sun, so the human heart opens itself to God by prayer. As the lark rises higher and higher in the sky towards the sun, raining a flood of melody below, so the soul of man rises higher and higher to God by means of prayer, delighting with its utterance men below. It is as natural to man to pray as for a lotus to open its petals to the rising sun and for the lark to rise in the sky and sing as it rises. Your remarks on prayer for spiritual blessings delight me much. The invariable fulfilment of such prayer comes from an invariable spiritual law. Unless we want God, we cannot obtain Him; unless

we want the aid of God to enable us to obtain Him, we can not obtain Him. But the noblest of prayers is, I think, that to which the word prayer in its usual sense cannot apply. It is the state of "still communion which transcends the inferior offices of prayer and praise." It is the state which our Vedas call the state of full contact with God, the state, which it declares to be the source of the greatest felicity. This state is compared by it to holding the *amalaki* fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the Sanskrit language (*upasana*) comes from a root signifying "to sit" and literally means "sitting lowly before God." This "sitting lowly before God" at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression "the Being dearer and nearer to us than a flower or star" brought to my mind the saying of the Persian Poet Sadi: "The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from Him." Our Vedas say in one place: "The wise, who see him in the soul, enjoy everlasting peace and not others" and in another: "The wise, who see Him in the soul, enjoy everlasting felicity and not others." This constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the

same time, true, in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true; but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly father and mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishturam, one of our principal Brahmo song-makers: "I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception! in the Vedas and Puranas. Art thou father, mother or any near relation? This cannot possibly be said of thee. How strange is this that there is no relationship with thee but still I do not consider thee as a stranger. I hear from all the Sastras that thou art in every place but still I know thee not. Thou must be somebody who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to thee?" Bisturam puts in the words, "Brother, sister, son or daughter" after "Father, mother, near relative", but, as it is offensive to good (European) taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge, and the intellect or, in other

words, the reasoning faculty (there is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as "regulator and corroborator" of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties it seems that you think them somewhat akin to the Aesthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classification of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but that this is not exactly what you mean, appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I, however, go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a Being possessed of intelligence, purity and love far higher than our intelligence, purity and love, but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgment. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason

that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason, we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong. In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct from the latter. Conscience in its usual acceptation more properly means these feelings than the judgment above alluded to. * * * * * * *

You seem to think that the ideas of God, given by the will, the conscience and the affections, are of an intuitive character but strictly considering they

are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them, as a whole, the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayer-books. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of mankind who has a tender fondness for the past. The acknowledgment of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present, and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the affectionate tenderness with which you have spoken of the past everywhere in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity

were something hidden in a lump of quartz!" How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of his existence in the external world.

You say in one place of your preface: "Virtue, truth and charity are such blessed things that we can not even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved." This brought to my mind the saying of the Persian Poet: "The company of the pious is like an otto-holder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet there cometh out a smell thereof." This means in Eastern language: "Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it."

You say in a certain place of your perface; "a man may or may not make rules of devotion, trusting in the latter case only to the unflagging ardour of his heart." This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to "leave the generous to shape themselves," I fear they will be totally extinguished. * * * *

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.

I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opinions and character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise. * * * * Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinian in character—one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer. Although I am but a worm compared with the Great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are akin to his. Had this not been the case, I would not have written it, for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies he has shown me in my own life.

I hope the strictures I have made above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta Society. * * * * * *

I remain, Dear Madam, with the deepest respect, your Hindu fellow-theist, (Sd.) Rajnarain Bose.

উপরের প্রতিলিপিত পত্রোক্ত প্রার্থনা দুইটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

O Thou the Alone who dwellest in the awful depths of thy inaccessible majesty! Leaving the cares and distractions of the world behind me, I now approach thee alone. O Thou all-calm! with a calm heart art thou to be worshipped; make now my heart calm. Place me now above the storms of passion and the waves of emotion. Shed the beam of thy most holy place over my mind. Let not the fever of worldly ambition oppress me now that I come to worship thee in the inner temple of the heart.

Mysterious and incomprehensible Being! The mind cannot fathom thee. Speech with the mind desist in their attempt to grasp thy infinite nature. This we know that we know thee not. They, who say they know thee, know thee not, and they, who say they do not know thee, know thee. It is neither that I know thee not nor is it that I know thee. This only I know, O God! that thou art Truth, Unity, Infinity, Intelligence, Goodness, Peace and Felicity itself.

O Thou the Light of lights that dwellest in light ineffable! Lead me forth from darkness into light. Dispel the darkness of ignorance and worldly illusion from my mind. Reveal thy blessed nature to me,

O Thou Revealer of divine knowledge! It is thou that sendest down thoughts to men. Engage me in thoughts that lead only to good—in thoughts that lead to thee and the life eternal.

O God! thou only art true, thou art the truth of truth. The world exists through thee. To nothing is it reduced if thou withdraw thyself from it. The world is not real, thou only art real. Thou who art Reality itself! lead me forth from the unreal to the real. Let me not be deceived by the mirage of life. Centre all my hopes and aspirations in thee and in thee only.

Thou who art Life and Immortality itself! lead me forth from death to immortality. It is death not to know thee and love thee. Surrounded are we on all sides by death—by forgetfulness of thee. Release me from the bondage of death. Quicken me with thy life, O Life of life! Life eternal without thee is no life. Make me begin life proper here. Infuse life into me now to be continued and heightened beyond conception in the life to come.

Thou who art All-free! free me from ignorance, prejudice and the knots of worldly illusion that blind my soul. Free me from the world. Being in the world, let me live free from it. Free me from the thraldom of vice and make me thy servant now and forever. It is freedom to be under thee and with thee and it is slavery to be free of, and far from thee.

O Thou the Alone! man's concern is with thee

alone and with others for thee only. Man is born alone, alone doth he die, alone doth he bear reward and punishment. For succour in the next world father and mother and dear relative remain not, thou only remainest. Thou art my best goal, thou art my best wealth, thou art my best world to live in, thou art my best felicity. O thou my portion for eternity! Make me wholly thine. I am thine alone, O thou who art the alone!

O thou the alone who art the soul of the soul, the being nearer and dearer to me than I am to myself! When now I witness thee within thy temple, the soul, I am transported with felicity inexpressible. I lose sight of the world, I lose my individual existence, I am absorbed by thee. I now feel that thou, O infinite spirit, and myself, the finite spirit, are one. It is now I feel that thou alone existest, O thou the alone!

(২)

God of my life! When I mark thy fingers in the events of my past life, I am transported with wonder and gratitude. Oft did it happen when I asked for anything thinking it to be good for myself thou didst not give it to me and when I did not ask for a thing, thinking it to be bad for me, thou didst give it. In those events I clearly mark the truth of what men say that man proposeth but God disposeth. At one time in my youth the seductions of sensual pleasure proved too strong for me but thou didst draw me away from

them with the violence of parental love. Worldly dignity and powers then attracted me; I was on the point of being placed on the fair road to their attainment when thou suddenly blasted my prospects and compelled me to undertake what has ever since proved to me to be the source of the greatest happiness—the task of communicating the blessings of knowledge religious and secular to my fellowmen. Lord! I heartily thank thee for these disappointments. I heartily thank thee for bringing me to the blessed path of religion. I heartily thank thee for raising me above surrounding ignorance and superstition to the saving light of Theism. I heartily thank thee for the instruction I have received from the friends who first taught me its truths. I heartily thank thee for the instruction I have received from the wise men of distant countries. Above all I thank thee for what I have obtained from my ancestors who meditated on thy sublime essence in deep Himalayan retreats beside the tall rhododendron, the lord of the forest and the sounding waterfall, whose lives and hearts were wholly devoted to thee, who were always cheerful, having obtained thee the all-cheering, whose enjoyment and pleasure were only thou. These have made me what I already am but how short does it fall of what I should be! The fascinations of fame and the allurements of pleasure have still a distant charm for me; thou art not yet to me so real as the objects of the world. Lo! my words have instructed

many but still myself am weak. Lord! when I see the fervent faith of men without any learning or eloquence and compare it with mine tears come to my eyes. Shall I, O Lord! provide others with sweets all my life and be deprived of them myself? Father! take compassion on me; make me firm in my faith and unwavering in my holy resolves. Show thyself to me, thy poor and lonely son afflicted by sorrow, afflicted by disease and afflicted by mental gloom.

মিস্ কবের প্রত্যুত্তরের প্রতিলিপি।

26, Hereford Square,
London S. W.
September, 26th, 1871.

MY DEAR SIR,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now I shall be able to answer it only very imperfectly. My eyesight has become so bad from overwork that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the East and West and trace identity between the expression of them is proof (if we needed it) of the way in which Theism is the great unity underneath all multiform shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we derive our knowledge of God, I hardly feel I could do justice to it or to my

own views on the subject in a much longer letter than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place them by any means on a level, for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religion transcendental and intuitive. I wished only to make good the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in its own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this ; "I entirely agree with you that the religions sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds." After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we talk too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abysmal depths, God directly reveals himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers

which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the past, the danger of losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards, your friend and fellow-theist,

(Sd.) Frances Power Cobbe.

এই সময়ে আর একটি ইংরাজ ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পত্র দ্বারা আমার আলাপ হয়। Miss Cobbe যেমন কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই তিনিও সেইরূপ আসেন নাই। তিনি Miss Cobbeএর ন্যায় বিখ্যাতা নহেন, কিন্তু সৌজন্য ও ভদ্রতায় লক্ষ্মী ও বিদ্যাবত্তায় বাগ্দেবী স্বরূপা। তাঁহার নাম Miss Elizabeth Sharpe। তাঁহার নাম ব্রাহ্ম কাগজে দুই একবার মাত্র দেখি। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ যখন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা জন্য বিলাত যান তখন কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে চারিটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখি। সেই চারিটী চতুর্দ্দশপদী কবিতার মধ্যে একটীতে Miss Sharpeএর নাম ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া উল্লেখ ছিল। যখন আমার জামাতা বিলাত যান তখন ঐ চারিটী মুদ্রিত চতুর্দ্দশপদী কবিতার একখণ্ড তাঁহার দ্বারা Miss Sharpeকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করি। তিনি সেই উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। এই সামান্য সূত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা হয় ও অনেক

চিঠিপত্র লেখালিখি হয়। উল্লিখিত চারিটী চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল :—

(১)

Go, son belov'd! as pilgrim bold to lands
Beyond the stormy ocean's wide domain,
Where Commerce, Art and Science freely rain
On freemen blessings rare with lib'ral hands.
Thou art not tied by false religion's bonds,
Her chains are not round thee; thou'rt nobly free:
Thou art not one who fears to cross the sea,
And on the beach by her spell-bound stands.
Thy freedom I esteem though thy excess
I check oft. Go, but still as ours remain.
Be not like apes who change their manners, dress
And language, of their trip becoming vain.
They England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.

(২)

Go, son belov'd! as pilgrim bold to lands,
Where nature's servant and interpreter,
Man, wields over elements a God-like pow'r
As slavish tools in his controlling hands.
Go, vent'rous youth! where Goddess Science' bands
Most wondrous feats perform on land and sea;
There monuments of art thou rapt will see,
A marvel in itself each tow'ring stands.
Go there, and feast your eyes on men as things;
Great Herschel, Mill and Tennyson divine;

And others too whose fame in India rings,
Bright lights that in far England's firm'ment shine.
Go, losing not yourself, learn from the west
And come back to your weeping father's breast.

(৩)

My son! when thou reach England, thou shalt see
Our kin in faith who, not adoring man
And book, lead boldly true religion's van
Proclaiming Theism's creed in discourse free:
Strong Newman, superstition's enemy
Uncompromising, kinder e'en to doubt
And doubters than the hero-making rout;
Him and our sisters * on whom blessing be,
The Brahmavad'nis † of the Islands far,
Known as the White ‡ in our Puranas old;
Who, like our Maitreyi, § Old India's Star,
Such noble truths in noble words have told
As by her said : "From things that do not give
Eternal life, what joy can I derive"?

---

* Miss Cobbe and Miss E. Sharpe.

† Female discoursers of God, so called in the Vedas.

‡ Colonel Wilford in the Asiatic Researches conjectures the British Isles to be the *Sweta Dwipa* or the white Isles of the Puranas.

§ See the story of Maitreyi and Yajnavalkya in the Brihadaranyaka Upanishad.

(৪)

When thou to England go, our brethren greet
Of Wakefield*; tell them they do well to preach
Theistic truths in Christian dress, to teach
Our countrymen those truths we think it meet
To clothe them in a Shastric garb. To seat
Celestial truth in hearts of people weak,
We should this plan pursue, until we break
The ranks of error strong and her defeat,
Our faith the same though vested different;
As Englishman and Hindu both are men
Though diff'rent clad. Religion true at end
Will win the fight, such forms need perish then,
But now let us all work, though slow yet sure,
As God Himself does work, to end secure.

(1869).

আমার প্রেরিত উপহারদত্ত চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাইয়া প্রিয়বাদিনী ব্রহ্মবাদিনী আমাকে লিখিলেন—

28 August, 1870.

My Dear Sir,

I should feel that I was not fulfilling my duty if I did not send you a few lines to tell you how much pleasure the poem which you wrote to your son-in-law on going to England has given me. Mr. Ghose, as we call him here, must forgive us for anglicizing his name, you know we practical English, do every-

* The Free Unitarian Church or rather the Theistic Congregation of Wakefield.

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

thing that takes least trouble, and is most convenient to us, gave me the poem now some weeks past, and it was with surprise and pleasure that I learnt my name was known by one so far away, and a stranger to me, and that it was mentioned in such a manner. I have received many advantages and very great pleasure from the visit here of your friend Babu Keshub—his name I will not anglicize, he is only a bird of passage amongst us—and one of the greatest of those advantages has been, the strong proof he has given us, that men of all nations are of one spirit, however different they may be in some ways; and that they are able in many things to sympathise with, and understand each other, to an extent in which I hardly believed before. Your poem in which I am called your "sister" makes me also realise the same truth. It seems a very glorious thing that separated by so many thousands of miles, people may yet feel a true bond of union between them. It does, indeed, help me to realise that *all* men are God's children. Two lines of Tennyson's will, I think, express my feeling as well as anything,

"For so the whole round earth's every way,
Bound by gold chains, at the feet of God."

* * * * *

He (Keshub) has indeed helped many others here, by helping us from his own ardent religious spirit, and fervent faith, to put warmth, and fervour and reality, into our perhaps less vivid faith. Enthusiasm is a

glorious thing, it must enkindle flame in other souls. I might not be correct if I were to say he has done this for the greater proportion of those who have come in contact with him, but in very many cases it is undoubtedly true, in more cases I feel sure than he is himself aware, or than we ourselves are, but I trust in the course of time the fruits of his visit will be more seen throughout England, in a growth towards a purer theism, a wider, warmer-hearted religious faith. As a social reformer we must also honour him highly. When I think of what courage he must have —what courage many of you have—in breaking through time-honoured customs and ceremonies, I wonder and admire; though we have not the same difficulties to overcome, yet many of us here would fall far below, in our courage in overcoming our "idolatrous" customs.

* * * * *

Sorry indeed are we to lose him, but we know his work lies in India, for that he must be best fitted; though in some ways he could not have done for us what he has, had he been European, yet I think one not brought up amidst it, is not so well-fitted to *permanently* influence European life, in these days an exceedingly complex thing. * * *

Yours in theistic fellowship,

(Sd.) Elizabeth Sharpe.

P.S.—I cannot help wishing to tell you that one of the things we greatly admire in Babu Keshub

is his strong wish that his country shall not be denationalised, but that it shall be elevated and improved according to its own nature; it seems to us India can thus only be truly reformed, having life of its own as the basis of reformation, not adopting in all things foreign ways and habits.

বিদুষী জাতীয় জীবনকে পত্তন ভূমি করিয়া সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা সম্বন্ধে উপরে কেমন বলিয়াছেন দেখ! তিনি আর এক পত্রে (১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭১) লিখিয়াছেন—

"The four pamphlets you have so kindly sent to me have very greatly interested me. I think it would please you to hear a remark made by a lady to whom I lent 'A Defence of Brahmoism and the Adi Brahmo Samaj."' 'I am surprised and pleased to see how strongly its writer feels that there is indigenous Indian life and thought on which to plant new efforts after regeneration. I was not aware the Indians felt their own nationality so strongly or at least I thought all those who seeking reform are also turning towards the European civilization.' I can give you another instance of how strongly we English respect those who honour their own country and national life. Another friend of mine was struck with pleasure by nothing so much in Keshub Babu's last speech in London as by his saying "I came here an Indian and return a confirmed Indian." "I do not know if it will sound strange to you that your pamphlets strike me, if I may say

so, as being more English, more European in tone, than other Brahmo writings I have read. This seems curious when you are wishing to adhere more to Hindu life than some others do, but I think, perhaps, it is because your tone is calmer, more 'business-like' if I may use the expression, more scientific perhaps than some writers who have more religious enthusiasm. This made your writings valuable to me."

Miss Elizabeth Sharpe মহাশয়াকে আমার কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার দৃষ্টি জন্য পাঠাইয়া দিই। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন (8th August, 1871) :—

"This little book has given me a better insight into the Hindu Shastras than I have before been able to have. How much I shall look forward to one day seeing the book you say you are preparing.* I am much struck with the great spirituality in many of the passages. It is very wonderful the intense realization those old Rishis had of the omnipresence of God. How beautiful that is 'He who seeth all in God and God in all despiseth not any.' How full of wisdom is the sentence, 'If you think you have known God well, then you know but little of the nature of God.' That has dwelt much in my mind since I read it in your book. To me, nothing in religious thought is more grand, more awful, more

* Selections from the Hindu Shastras ইহা আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইংরাজী অনুবাদের শেষে আছে। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১৮৮৯)

impressing, than the thought how infinitely *beyond* any knowledge and conception of ours is God. It is even comforting to me some times to think how much of him we do not know. Then I feel how right it is to be humble and patient, to wait in trust, not to dogmatize as the orthodox do, nor as the materialist, who will dogmatize in declaring there is nothing beyond things present to be known. It never harmonizes with my feeling when people speak with great certainty of the nature of God. Still that does not in any way weaken my *knowledge* that *he is*. 'It is neither that I know not God, nor is it, that I know Him.' But while our knowledge of his nature seems sometimes undefined, how strong, how vivid, is our feeling of his love, our sense of our constant nearness to Him, our trust in His infinite kindness.,"

আমি বিদুষীকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও পারস্য কবির গ্রন্থ হইতে উত্তম উত্তম বচন নির্ব্বাচন করিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ পূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টি জন্য প্রেরণ করিতাম, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ ও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত যে সকল শ্লোক অনুবাদ করিয়া পাঠাই তাহার মধ্যে নিম্নে লিখিত শ্লোক একটি :—

পুষ্পানুপুষ্পবিষয়েষ্বনুতৎপরোপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীত নৃত্যকতিতান বশংগতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাগবতের টীকা।

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্ত্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহার ১৮৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এই শ্লোক সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—

"I have a sonnet to quote to you by a favourite English Poet of mine, Elizabeth Barret Browning, it so much agrees in sentiment with this passage you quoted to me; 'As the woman that dances with a pitcher full of water on her head, dances regularly but has her mind upon the pitcher to prevent it from falling, so a pious man should perform worldly business but have his mind at the same time set upon God.'

The woman singeth at her spinning-wheel
A pleasant chant, ballad, or bar carolle,
She thinketh of her song, upon the whole,
Far more than of her work, and yet the reel
Is full, and artfully her fingers feel
With quick adjustment, provident control,
The lines too subtly twisted to unroll
Out to a perfect thread. I hence appeal
To the dear Christian Church, that we may do
Our Father's business in these temples mirth,
Thus swift and steadfast thus intent and strong,
The while apart from toil, our souls pursue
Some high, calm, spheric tune, and prove our work
The better, for the sweetness of our song.

আমি বিদুষীকে আমার প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তিকা উপহার স্বরূপ পাঠাই।

(১) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj.

(২) The Brahmic questions of the day answered.

(৩) Brahmic Advice, Caution and Help.

(৪) Adi Brahmo Samaj and its Principles.

Brahmic Advice, Caution and Help পুস্তিকার শেষে আমি বলি "Brahmoism is the religion of harmony"। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ১৮৭১ সালের ১৫ই মার্চ্চের পত্রে লেখেন।

"I am so very much pleased with what you say in one of your pamphlets: 'Brahmoism is the religion of harmony.' 'The law of harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism.' Those words have helped me much. They expressed a thought I was trying, just before I read them, to arrive at more clearly than before. Our Theism should indeed try to make into one great harmonious whole all we find in God's wonderful world, for is not all, save our sin, from God? And this, to me, is the great beauty and strength of theism that it helpes me to feel how all science, all knowledge, all social improvement, all we do or learn, may partake of God. We are to develop harmoniously all parts of our nature in due proportion, not to dwarf one for the other's sake, for has not God endowed us with all these qualities? An exclusive religion, one that made something specially holy, and others less so, could

never comfort me. I long for harmony: yet we know while there is humanity there must be some warring; warring at least with evil. Do you know Tennyson's beautiful lines?

> 'Let knowledge grow from more to more,
> But more of reverence in us dwell,
> That mind and soul, according well,
> May make one music as before,
> But vaster.'

We want our whole lives 'to make one music' before God, our Father. Only to-day I was reading a passage from the Roman Marcus Aurelius, which agrees with this thought. 'Everything harmonizes with me which is harmonious to thee O Universe. Nothing for me is too early or too late which is in due time for thee. Everything is fruit to me which thy seasons bring, O Nature! From thee are all things, in thee are all things, to thee all things return'*. Of course nature to me is not separated fram God. Nature's ways are His ways, though how great and infinitely beyond and above nature He may be, we cannot tell."

বাঙ্গালীর ইংরাজী লেখা এবং তাঁহার নিজের বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ পত্রে বলিয়াছেন—

"I am struck by the perfectly correct English in which you write, you Hindus are indeed proficient in

---

* C. F. যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

our language. You say you wish I could read Bengali, the best works on Brahmoism being in that language; indeed I should like to read them. I have been lately trying to learn Bengali from my interest in your country. Babu Prasanna Kumar Ray has been helping me in this study. I feel that it would take me a very long time to become at all accustomed to the language, but I have with the help of a good Dictionary (Sir C. Houghton's) been able to translate some of the sentences from Keshub Babu's little compilation of Theistic texts, those from the Hindu Scriptures being only in Sanskrit and Bengali, were until now sealed to me. Some of them delighted me much, I show them also to my friends. I know they should properly be rendered into English from the Sanskrit rather than Bengali, still I am glad to reach through the Bengali. Could you tell me if I could procure any other Bengali work of spiritual passages selected from the Hindu Shastras? I see you mention one in your 'Defence of Brahmoism' (that pamphlet specially pleased and interested me). Is that compilation called 'Brahma Dharma' out of print? If you have other English pamphlets like those you sent me I should be much interested to see them. I wish I had some true theistic work to return to you, but none now occurs to me. If there is any English book you wish to see I could procure and send to you, I should be most pleased to send it you, if you will tell me of it; it may sometimes be difficult to procure European

works you want in Calcutta. I am very sorry to hear of your physical sufferings. I hope it is consolation to you to feel you have laboured for the right and true. Your account of how health must give way before mental labour in India is not encouraging to Europeans who might wish to visit your country. I could say much more to you on many subjects, but my letter is long enough."

মিস শার্প ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ চাহিবাতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ একখণ্ড আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। তাহা পাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করেন তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত এক পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অনুবাদ এক্ষণে (১৮৮৯) পাওয়া যায় না। ইহা ইংরাজী ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

উপরে উল্লিখিত যে চারিখানি পুস্তিকা মহাশয়াকে পাঠাইয়া দিই তাহা তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ঐ ভাষায় অসাধারণ বিদ্বান সুবিখ্যাত জর্ম্মন পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) সাহেবকে দেখান; তাহাতে তিনি যে পত্র Miss Sharpe কে লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। পাঠকবর্গ উহা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে আমি ধর্ম্ম প্রচারের যে প্রণালী সমর্থন করি গোল্ডষ্টুকার সাহেব তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন।

14 St. George Square,
Primrose Hill, London.
August 7, 1871.

DEAR MADAM,

I feel very much obliged for your kindly sending me the letter of Babu Rajnarain, and having read it

with great interest I beg to return it to you with my best thanks.

I quite agree with the Babu's views of the best, if not the only, means of effecting a sound reform of Hinduism. The Hindus must be shown that the present forms of their religion have nothing in common with the Vedic teaching, on which they assume them to be founded; but that they are the work of late ages, of ignorance and an interested priesthood. But to understand this, the Hindus must go back to their ancient Sanskrit leterature of which they have all reason to be proud, they must remove ignorance by dint of hard study. As a long time, however, would be required in working out such a result, I believe that much might be gained by the establishing of religious councils composed of good and learned Hindus in whom the people had confidence and whose exposition of the old doctrine would have weight with them. In former times single individuals like Sankaracharya, effected such reforms by the same means; but as India has at present no man of this stamp, the combined action of several learned men should supply their place.

Mere general talking, preaching and moralising, without positive knowledge would have no effect; for, if ignorant or interested priests persuaded the masses that such preaching is not in the spirit of the old religion, they would believe them, and abide by their superstitions.

I am extremely glad also to find Babu Rajnarain regrets all kinds of foreign proselytism; for I have never doubted that even its best and sincerest intentions must remain useless, while too often only they have proved positively mischievous.

I beg to remain,
Dear Madam,
Your obedient Servant,
(Sd.) Th. Goldstucker.

Miss Elizabeth Sharpe.

মহাশয়ার সঙ্গে যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা হয় এবং পরস্পর যে স্নেহ জন্মে তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রণীত একটী ক্ষুদ্র কবিতার প্রতিলিপি নিয়ে দেওয়া গেল :—

(1)

How wonderful is life, how strange and new!
Things are, I know, I never thought could be,
I know that far across the southern sea,
Are hearts that beat in kindness to me:
How wonderful is life, how strange but true.

(2)

What though men speak their thoughts
with different tongue,
What though they move far different
scenes among,
The language of the heart is still the same,
All spirits understand love's sacred name,
Blest be the land from whence to mine it came.

(3)

How can I ever thank my stranger friend?
His life and mine must lie in different ways,
But he has sunshine brought within my days,
By knowing how his thoughts with mine to blend,
And shown the common goal to which we tend.

(4)

What can I do, dear Father, but stoop low,
In true and loving gratitude to Thee,
Thou hast made possible these things should be,
'Tis Thou that leadest all where we should go,
Thy hand it is from whence these blessings flow.

Miss Sharpeএর সঙ্গে অনেক পত্র লেখা লেখি হয়। তাঁহার বিবাহের পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বিবাহ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

1 Highbury Terrace,
London,
18th July, 1872.

MY DEAR SIR,

I have two letters for which to thank you, dated 16th April and 18th May; both of them were very interesting to me, and I thank you much for your kind expressions towards me. I have also received safely your beautiful present of the silver butterfly; I think I must thank both you and your wife for sending it. It has been much admired by all my friends as well as by me especially. I shall always value it very much as a specimen of beautiful Indian

workmanship, as rare and precious coming from so distant a country, but more than all because it will speak to me of the kind feelings of distant and unseen friends. I shall like very much to wear it in my hair. My sister Letitia is writing to your wife to send thanks also for her present. I am very glad to hear that you received Mr. Martineau's book* safely, and that you are pleased with it. Since I received your letters and presents, a packet of your pamphlets arrived by the last mail, and I have despatched some, and will soon send all to their several destinations.

I should have written to you before this, but I have been extremely engaged, and all my time and thoughts have been occupied in deciding a matter which will influence and indeed change all my future life. Perhaps you may have heard about this from some of my Calcutta friends. It is this, I am going to be married. This will change my life completely from what I thought it might have been. I shall never come to India now, which I thought I might possibly have been able to do, indeed I shall be able to do very little for your country, though I shall always care very much for her welfare, for I shall be so much occupied in my own home, and shall feel it my first duty to spend all my best energies there. An English lady at the head of a household, has seldom much time or thought for objects beyond

* Martineau's Endeavours after the Christian Life.

her home. I have hitherto had an unusual amount of leisure-time, living in a quiet home, well-ordered by my good mother, and sharing with my sisters the small domestic duties. In my new home I shall be more than usually occupied. Mr. Henry Cobb, to whom I am now to be married in a few weeks, is a London lawyer. He has been married before, and has four little children, to whom I am to supply the place of the mother they have lost so early. I am very happy in the thought of my new and life-long duties. It is, of course, impossible to leave any old course of life and enter a new one without some regrets, but I believe I am doing what is right, and as God would have me do. I cannot but regret that I shall be much cut off from my Indian friends, I shall have little leisure for writing or anything, but I shall always think with pleasure of the kindness *you* have shown to me, and shall value your letters, and the many interesting quotations from the oriental mines of treasure, I so much admire you have sent me. I am sorry I cannot answer your letters fully and properly. Will you tell your wife with my love I received and was much pleased to read her printed poem ? One of my Indian friends, Babu Srinath Dutt translated it for me. I also was much pleased to receive her letter. If you still like to make us of use for your publications in London, I will do what I can, if I am very busy, one of my sisters will help me. Will you thank your son very much with

my kind regards for copying for me the extracts from Sadi? I must not now write more, but remain always with feelings of respect and regard.

Yours in theistic fellowship.

(Sd) ELIZABETH SHARPE.

মহাশয়ার শেষ পত্রের প্রতিলিপি যেমন দেওয়া গেল তেমনি আমারও শেষ পত্রের প্রতিলিপি নিয়ে দিতেছি। উপরের পত্র এই পত্রের উত্তর।

Calcutta,—May, 1872.

MY DEAR MISS SHARPE,

After the despatch of my letter, dated the 16th ultimo and the parcel containing my wife's gifts to yourself and আনন্দময়ী,* I received your very kind and valuable present of a copy of Mr. Martineau's "Endeavours after the Christian Life." I have not yet read the whole of the book but I am extremely pleased with what I have read. I have been literally charmed with certain passages replete with the most beautiful poetry and the strongest logic fused together. It is indeed a very precious gift. I have not seen you personally. It seems to me as if an invisible hand is sending these precious gifts to me and that hand becomes at times dearer than those that are visible and near. Distance is of no reckoning in the case. "There were giants in those days"—the Taylors, the Barrows, the Hookers, the Miltons, the Leightons, the Latimers, the Cudworths and the Baxters. Mr. Martineau evidently belongs to this race and not the present, but surpasses even that

* বাঙ্গলায় Letitia নামের অনুবাদ আনন্দময়ী।

race in clearer perception of truth and the deeper feeling of love. A thousand pity it is that he did not publish his magnificient sermons on the foundation of religious knowledge ! If my feeble voice can add any weight to those of the respected 600 who signed the petition you speak of in your letter, I would certainly add mine. * The more I am learning of the causes of the schism † in the Samaj of India mentioned in my last, the more I am coming to the conclusion that the Great Man Theory, as propounded in Keshub Babu's lecture, has much to do with it. The seceders highly disapprove of that Theory. The diagrams in my last must have provoked a smile. ‡ I must admit that I had thought as well as entertainment in view.

The other day a thought occured to me that we are

---

* সম্প্রতি (১৮৮৯) এই সকল "সর্মন" "Study of Religion" নামে প্রকাশিত হইয়াছে ।

† কোচবিহারের বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ।

‡ আমি ঐ পত্রে নিম্নে আলেখিত ত্রিভুজ দ্বারা প্রমাণ করি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক আত্মপ্রত্যয় চিরকাল সমান থাকে কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রেম যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি শান্তি ও আনন্দ বাড়িতে থাকে ।
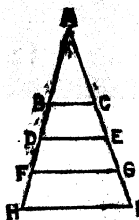
Angle A—Intuition of God. A I—Knowledge of God. A H—Love of God. Area of the triangle going on increasing represents Divine Joy.

BC, DE, FG, HI — The different bases represent peace.

in the house of our Father both in this life and the next but that this life is the first floor, and the first stage of existence in the next, the second floor of the house and so on. We can see Him if we but turn our eyes towards Him just as a child can see its earthly father in its home by turning its eyes towards him, but there is the difference between the physical sight and the spiritual that a child is born with the former in a perfect condition while the latter is susceptible of improvement both in this life and the next. This is His will—we cannot help.

I have given you extracts from Hafiz, I am sorry poor Sadi has been neglected. I send you herewith some passages from his works. They have been copied out for me by my eldest boy, Jogindra Nath Basu. I have nearly exhausted my stock of Persian poetry. As the stock is small, I could not comply with your request of publishing a volume of selections from Persian poetry. If I can learn more of the language, I shall try, but the nervous debility is a great drawback.

Yours affectionately,

(Sd.) RAJNARAIN BOSE.

EXTRACTS FROM SADI.

(1)

The rain of His mercy extends to every place.

(2)

When every act of inspiration and respiration shows His mercy, who is there that can ever release

himself from the obligation of constantly praising Him?

(3)

Man, His servant, committeth sin; He is ashamed.

(4)

Cloud, wind, moon, sun and sky are constantly engaged so that you may bring a bread into your hand. All are employed for thee; it is not just that thou shouldst not labour.

(5)

O thou bird of the morning*! Ask what is love from the moth. It burns itself to death but not a groan issues from its lips. These pretenders to the love of God have not received His news in His search. Of him to whom His news has come, news are not received. [That is, he sacrifices his life for His love.]

(6)

O Thou beyond conception, imagination, inference and comprehension! The festal assembly of life is drawing to a close, but still I am at the *beginning* of Thy praise.

(7)

Sadi being asked whether the world is real or a delusion, replied: "I asked the glow-worm why dost thou not shine in the day?" It replied: "Because of the superior lustre of the sun." This means that the world

* The nightingale, the lover of the rose. This bird is a mere babbler of love compared with the moth.

appears real as long as God does not appear to the soul. When He does so, the world's petty light is lost in His.

This was a favourite passage of Rajah Rammohan Roy.

(8)

He, who has not made thee rich, knows thy happiness better than thyself.

(9)

I am vexed with the company of friends. They see my defects as merits, they see my thorns as roses and jessamine. I long for the quick-eyed sharp enemy who can point out my defects to myself.

(10)

Eating is for the purpose of living and glorifying God but thou thinkest that living is for the purpose of eating.

(11)

It is better to lick the wall than dip the fingers in the *pilau* of a rich man.

Miss Sharpeএর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পত্র হইতে নিম্নে লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীমতী বসুজায়াকে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার দিবেন। তাঁহাকে বলিবেন, আমি আশা করি, তিনি আমার নিকট একটি পত্র পাঠাইবেন।"

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে ১৮৭২ সালে প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের হিতার্থে Civil Marriage Bill বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মবিবাহ বৈধবিবাহ, তাহার জন্ত

বিশেষ আইন করিবার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখসম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশব বাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্ম-বিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেশব বাবুর সকল কার্য্যই তিন তাড়া-তাড়ি। ব্রাহ্মবিবাহের আইনের আন্দোলনের সময় কেশব বাবু বলিয়া-ছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ কখন বৈধ হইতে পারে না। তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা যখন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল সে অসবর্ণ বিবাহ যদি হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে তবে নিজ কেশব বাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? তবে একথা যথার্থ বটে যে বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে কেশব বাবুর কার্য্য তিন তাড়াতাড়ি। কেশব বাবু ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা বিষয়ে Advocate General Cowie সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; Cowie সাহেব যেমন অবৈধ বলিলেন অমনি ব্রাহ্ম-বিবাহ বৈধ করণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেলেন। কালব্যাজ নাই। ১৮৬৮ সালে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সচিব Maine সাহেব হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম্মত্যাগী সকল ব্যক্তির হিত জন্য বর্ত্তমান Civil Marriage Billএর ন্যায় একটি Civil Marriage Bill প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই দোষ ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারত-বর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্মে জন্মিয়া সেই ধর্ম্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই

ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্ম্মের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহ করে তাহা হইলেও সে বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিল। তাহারা এই কথা বলিল যে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্ম অমান্য করা কার্য্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ইহাতে Maine সাহেবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থাসচিব Stephen সাহেব প্রস্তাবিত আইনকে ভারতবর্ষস্থ একটি সম্প্রদায় মাত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নাম দিয়া এবং এদিক ওদিক পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক Brahmo Marriage Bill নামে উহা বিধিবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেই অলক্ষিত প্রদেশ আদি ব্রাহ্মসমাজ। যে দিন আইন বিধিবদ্ধ হইবে তাহার পূর্ব্বদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম Stephen সাহেবকে তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা এই কথা বলিলেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দু-ধর্ম্ম বিভিন্ন নহে এবং আদিসমাজের ব্রাহ্মেরা "আমি ব্রাহ্ম" কপালে এইরূপ টিকিট মারিতে চাহেন না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন, অতএব প্রস্তাবিত আইনকে Brahmo Marriage Bill সংজ্ঞা দিলে তাঁহাদিগের হানি হয়। এই অপ্রত্যাশিত বিপক্ষতা-চরণে ষ্টিফেন সাহেব এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কতকগুলি সংশয়বাদী Stephen সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন করিলেন যে ব্রাহ্মদিগের জন্য যদি আইন করা হয় তাহা হইলে সংশয়বাদীরা যদি কোন ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই বিবাহ বৈধ

বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমত আর একটি আইন করা উচিত। এই কথাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ-কারী সকল লোকের হিতের নিমিত্ত একটি Civil Marriage Act বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিলেন। Governor-Generalএর সিমলা যাইবার সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইল না। তিনি ও Stephen সাহেব প্রভৃতি Councilএর মেম্বরগণ সিমলা যাইলে পর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেবকে প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন। সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা। নব-গোপাল মিত্র বঙ্গদেশের Father of Physical Education অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত। [ইনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। লোকটি অতিশয় বুদ্ধিমান।] সিমলায় Stephen সাহেবের সহিত সারদা বাবু ও নবগোপাল বাবুর সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন, "তোমাদের প্রচারপ্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রচার কার্য্যে তোমরা ইংরাজের কিছু মাত্র সহায়তা চাও না (You do not want the aid of Englishmen)। কেশব বাবু হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পূর্ব্বে কেশব বাবুকে আমি বলিলাম 'তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার পক্ষে আইন করিবার সুবিধা হয়; যেহেতু প্রচলিত ধর্ম্মত্যাগকারী সকল লোকের জন্য ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য একটি সাধারণ সিভিল বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ করিতে আমরা মানস করিতেছি।' কেশব বাবু উত্তর করিলেন, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি' ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইলাম।" আশ্চর্য্য

হইবার কথাই বটে। যে দিন কেশব বাবু বলিলেন "আমি হিন্দু নই" সেদিন কি শোচনীয় দিবস! সে দিন দুই ভাইএর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস স্বরূপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। সিমলা হইতে যখন সাহেবরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহা ১৮৭২ সালের প্রথমে বিধিবদ্ধ হয়। তখন গবর্ণর-জেনারল Lord Mayo সাহেবের আণ্ডামান দ্বীপে হত্যার পর মান্দ্রাজের গবর্ণর Lord Napier of Ettric গবর্ণর-জেনারলের কাজ করিতেছিলেন। যেদিন আইন বিধিবদ্ধ হয় সেদিন আমি দর্শক স্বরূপ Council গৃহে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটি অতি গম্ভীরভাব বিশিষ্ট; প্রাচীরে লম্বমান পূর্ব্বতন গবর্ণর-জেনারলদিগের চিত্র ঐ গম্ভীরতা বর্দ্ধন করিয়াছিল। গলদেশে লম্বমান ও বক্ষ দেশে স্থাপিত শোভন উপাধি চিহ্নধারী মেম্বরগণ যখন একের পর এক ঢুকিতে লাগিলেন তখন দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছিল। সকল মেম্বর অপেক্ষা প্রধান সেনাপতি Lord Napier of Magdalaর উপাধিচিহ্ন অধিক, তিনি দেখিতেও অতি সুশ্রী। Stephen সাহেব প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর অন্যান্য মেম্বরগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই সমস্ত সময়ে একজন দীর্ঘগুম্ফধারী মেম্বরকে নাসিকার শব্দযুক্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিলাম। তিনি Sir Richard Temple। দেখিলাম Financial Member Chapman সাহেব Stephen সাহেবের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি নিজ বক্তৃতাতে Stephen সাহেবের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ ও শ্লেষ করিলেন। Stephen সাহেব তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দনস্বরে সভাপতি গবর্ণর-জেনারলের নিকট Chapman সাহেবের sly insinuations সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন।

আমি দেখিলাম Council গৃহেও বিলক্ষণ বালকতা চলে। Chapman সাহেবের কটাক্ষের কোন খবর না লওয়াই Stephen সাহেবের উচিত ছিল। Chapman সাহেব দেখিতে hyena ব্যাঘ্রের ন্যায় ছিপ্‌ছিপে ও বড়ই চালাক। Stephen সাহেব একটু ভোঁদা। মেম্বর সকল বসিয়া বক্তৃতা করিলেন ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবেন।

নূতন আইন সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় ছাপাইয়া কেশব বাবুর ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে বিতরণ করা হইয়াছিল। কেশব বাবুর অনুবর্ত্তীরা সন্তোষের সহিত উক্ত বিতরণ কার্য্য সমাধা হইতে দেন নাই। উহা ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটি উদ্দীপনা-পত্রীর আকারে লিখিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল :—

An Appeal

To The Brahmos of India.

Dear Brethern,

I took up my pen once when you were going to plunge yourselves into the errors of Avatarism. I now take it up again on the present momentous occasion when the merits of the Brahmo Marriage Bill are undergoing public discussion. The Bill in question, imposes a new form of marriage in the presence of the Registrar which bears on its face an implication that that form is indispensably necessary for the validity of Brahmo marriages whether they had been previously solemnized according to Brahmic rites or not. It is therefore plain that the Bill considers the solemnization of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point. What! are

Brahmic nuptial rites nothing, and the form of marriage imposed by the Legislature everything? Is not this a plain insult to our religion? I do not condemn the Legislature for this but those who applied for the law. What could the Legislature do when they were implored to make such law? How could the applicants for the law, being religious men, act in this way I am at a loss to conceive. Had the bill ordained the simple registration of marriages previously solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing, but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos, submit to the same? You must have lost every sense of respect towards our holy religion, if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere superaddition to the religious. How can this be, when the religious rites are non-essential, and the civil form the essential thing in the matter? Moreover, how can a Brahmo say before the Registrar that he *takes* a woman as his wedded wife, when he *has already done so* (*or will do so*)* in the solemn presence of God and the ministers of religion? Will not this be a plain lie?

* * * * * *

There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that the most

---

* ("Will do so") these words were not in the original.

important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and customs, and never questioned the legal validity of those rites and customs. The Sikhs, the Nanak-panthees, the Kubeer-panthees, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Ferazees, the newly sprung up Kokas of the Punjab as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generation. Why should we only, Brahmos, be deprived of it? Never before this time did the Government interfere with this privilege. In the case of the abolition of the Suttee rite, the Government did not act contrary to the dictates of the Shastras which were plainly proved by the illustrious founder of our religion, the Raja Ram Mohun Roy, as not sanctioning that rite. In that of the Widow Marriage Act, the Government simply enforced the ordinance of the Rishi Parasara. In these two

cases, Government did not interfere with the religion of any class of Her Majesty's Indian subjects. Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away this privilege from our hands, we shall be obliged at every step in future to solicit government-interference in our religious and social concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Ever in its pages will this stain remain over our memory. How can we professing a religion higher and nobler than all others commit such an ignoble act? Have we got less religious spirit than the followers of other religions? If so, we should not vaunt any more of our religion being the highest of all. Many in India suffered martyrdom before for the sake of religious independence. Are we Brahmos so base as to part with it of our own will? You will gradually lose all spirit and energy if you conduct yourselves in this way from this time, and I assure you that no nation—no religious denomination in the world—will look upon you in future with any feeling of respect. Awake,

therefore, Brahmo brethren of India! to the danger of your present position. Arise to assert your religious independence or leave the Brahmo name at once.

উপরোক্ত উদ্দীপনা-পত্রীতে আমি লিখিয়াছি যে ধর্ম্ম বিষয়ে একবার গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইলে পুনঃ পুনঃ যাইতে হয়। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইয়াছে। কিছু দিন হইল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মেরা সিভিল বিবাহ আইনের দোষ সংশোধন জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই এবং দিবার সম্ভাবনাও নাই। সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান স্বজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্য্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই অর্থাৎ Registrar, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারিনা।

১৮৭১ সালের শেষে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি বোধ হয় বিলাতে অবস্থিতি নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি একজন নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার পর তাহার বিপর্য্যয় দেখিলাম। দেখিলাম সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা তাঁহাকে আমি উৎসর্গ করি, সে উৎসর্গ পত্রে এমত আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি

ডাক্তার স্বরূপে যেরূপ লোকের শারীরিক রোগ দূর করিবেন সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। আমার আশা বিফল হওয়াতে আমি মর্ম্মাহত আছি। যাহা হউক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি যেখানে থাকেন যেন সুখেই থাকেন। তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তিনি যারপর নাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী। বিলাতে অবস্থিতি জন্য এই সকল গুণ তিনি হারান নাই; তাঁহার মন অতিশয় মধুর। সেই মাধুর্য্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তথাকার ইংরাজী পল্টনের পাদরী Rev. Mill সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন "I have never seen such a sweet face as his"। সেই পাদ্‌রী সাহেব আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই। ভদ্রতা পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে অস্বীকার পাই। পূর্ব্বে যাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে নানা কারণ বশতঃ আহার করিনা; কেবল ফল ও চা খাইয়া থাকি।

এক্ষণে (ইংরাজী আগষ্ট, ১৮৮৯) সিভিলিয়ান Beames সাহেবের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু দিনের জন্য পদাবনতি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙ্গালী বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত। বীম্‌স সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতক গুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী। ইনি ১৮৭১ সালে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্‌ দেশের French Academyর ন্যায় একটি একাডেমি (academy) সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই academyর সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদ

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

আনুমানিক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের অস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ হইতে।

পত্রে ও ছাপান circularএ এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে জাতীয় সভায় (National Societyতে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সারমর্ম্ম National Paperএ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া Dr. Rajendralal Mitra বলেন "It is a settler" অর্থাৎ বীম্‌স্‌ সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। যদিও বীম্‌স্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন "I shall refute all the arguments of the Baboo", কিন্তু তাহার পরে তাহা আর করিলেন না অথবা পারিলেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচার বিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য।

—শকে ইংরাজী—সালে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল মাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের Trust Deed অনুসারে উহা কোন দস্তুর মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারেনা। মন্দির রক্ষা জন্য Trustee গণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের অধীনে মন্দিরের কার্য্য সুনির্ব্বাহ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত প্রচার কার্য্যের কোন সংশ্রব নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোক সভার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয়ভাব

রক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশব বাবু আদি সমাজের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন এক রকম ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে বলিতেন আমাদিগের এক্ষণে দুইমাত্র কার্য্য—আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।

১৮৭২ সালের শেষে Miss Sharpe মহাশয়া Miss Akroydএর দ্বারা আমার সহধর্ম্মিণীর জন্য কোন উপহার দ্রব্য পাঠান। যে দিন Miss Akroyd কলিকাতায় পৌঁছেন তাহার পর দিন কোন প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন "আপনি Miss Akroydএর সঙ্গে দেখা করিবেন? তিনি আপনার পরিবারের জন্য Miss Sharpe প্রেরিত উপহার আনিয়াছেন"। আমি বলিলাম "আহ্লাদপূর্ব্বক দেখা করিব"। তৎপরে তিনি আমাকে দোতলায় লইয়া গিয়া Miss Akroyd এর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। Miss Akroydএর সঙ্গে আমাদিগের সামাজিক অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "যদি আমরা ইংলণ্ড জয় করিয়া তথাকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতিনীতি অনুকরণ কার্য্যে যদি আমরা উৎসাহ প্রদান করিতাম তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন"? তিনি বলিলেন "না"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন সাহেব যদি ধুতি পরিয়া লণ্ডনের রাস্তায় বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে কি করেন"? Miss Akroyd তাহাতে উত্তর করিলেন "we instantly clap him to Bedlam" অর্থাৎ "আমরা

তাহাকে পাগলা গারদে দিই"। তাহাতে আমি বলিলাম "আপনারা যেমন ঐ কার্য্য ঘৃণা করেন, আমরাও সেইরূপ বিলাত ফেরত বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজ পরিচ্ছদ ব্যবহারে সেইরূপ ঘৃণা করি"। স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয়ে কথা হওয়াতে আমি বলিলাম "বিনা সুশিক্ষায় স্ত্রীস্বাধীনতা অনিষ্টকর।" তিনি বলিলেন "You are right, female liberty without education would be a frightful evil"। তিনি এইরূপ আমার সকল কথা মানিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিতর ভিতর রাগিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বলিলাম "You consider English manners to be perfect," এই কথা বলাতেই তিনি টেবিল চাপড়াইতে লাগিলেন, গৃহের মেজেতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁহার চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাকে বা প্রহার করেন। আমি কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলাম "I beg to be excused madam, I didn't mean anything wrong"। এমন সময়ে মনোমোহন বাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দুজনে মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন দাঙ্গা উপস্থিত। আমি তৎপরে বিদায় লইলাম। বিদায় লইবার সময় মিস্ এক্রইড্ আমাকে একটি নমস্কার করিলেন, কিন্তু যখন প্রথম দেখা হয় তখন শেকহ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। নমস্কার করিবার অর্থ এই যে "যখন আপনি জাতীয়ভাব এত ভালবাসেন তখন আপনাদিগের জাতীয় প্রথানুসারে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।" আমি হারিবার পাত্র নহি, আমি মনোমোহন বাবুকে বলিয়া আসিলাম "ম্যাম্ সাহেবকে বলিবেন যে তাঁহার নমস্কারটি অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।" Miss Akroyd কোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক। কেশব বাবু একবার তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া দুই জনে রাগারাগী হয়। কেশব বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় সিঁড়িতে নামিতেছিলেন এমন সময়ে Miss Akroyd সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত আর একবার ঝগড়া করিয়া গেলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর Miss Akroyd কলিকাতায় বয়স্কা স্ত্রীলোক-দিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় কি প্রকারে চালান কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য পরামর্শের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত পড়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার পর ম্যাম সাহেব আমি এত জাতীয়ভাবানুরাগী হইয়া পত্র লিখিবার সময় বাঙ্গলা কাগজ ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী কাগজ ব্যবহার করি কেন এরূপ খুটীনাটী ধরাতে আমি একেবারে পত্র লেখা বন্ধ করিলাম। তৎপরে একদিন Miss Akroyd আমার বাটীস্থ স্ত্রীলোক-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। Miss Akroyd এক্ষণে (১৮৮৯) আলিপুরের জজ Beveridge সাহেবের স্ত্রী। তিনি এক্ষণে বধির হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

কুচবিহার বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয় তাহার সূত্রপাত তাহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য স্ত্রীস্বাধীনতার বিষম পক্ষ কতকগুলি ব্রাহ্ম সমাজমন্দিরে যে পর্দার ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন সেই পর্দার বাহিরে আপনাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকার জন্য সমাজমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি ছিলেন এবং ইহাঁদিগের সহিত দ্বারকানাথ

গাঙ্গুলীও যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শমতে আমি দিনকতক এই নূতন সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করি। দেবেন্দ্র বাবু ও আমি, আমাদিগের মধ্যে এই কথা স্থির হইল যে আদি ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল, তথাপি যে আমাদিগকে উপাসনা করিতে ডাকিবে আমরা অবশ্য যাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি করা উচিত হয় না। নূতন সমাজে আমার অব্যবহিত সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন, তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন। বহুবাজারে একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রতি রবিবারে ঐ সমাজ হইত। স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়ার জমিদার বাবু রাখালচন্দ্র রায়ের প্রথম সহধর্ম্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। এই সমাজ ৬।৭ মাসের পর উঠিয়া গেল। রাখাল বাবুর বর্ত্তমান (১৮৮৯) সহধর্ম্মিণীর শুনিতে পাই বাক্‌-পটুতা ও ধর্ম্মপ্রচারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির প্রথমাকন্যা কুমারী সৌদামিনী উপরি বর্ণিত সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সমাজ সংস্কার বিষয়ে এত অগ্রসর হইলেও ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি সৌদামিনীর বিবাহ প্রচলিত হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু ও আমি, দুইজনে স্থির হইল যে বিবাহ ক্রিয়া সকলই প্রচলিত হিন্দুমতে হউক, কেবল শালগ্রামশিলা না আনিলেই আমরা বিবাহে উপস্থিত থাকিব। খাস্তগিরি মহাশয় বলিলেন যে শালগ্রামশিলা আনা হইবে না। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বিলাত-ফেরত বিহারীলাল গুপ্তের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিষম জনতা হইয়াছিল, লোকে লোকারণ্য। এই জনতার কারণ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম খাস্তগিরি প্রচলিত হিন্দুমতে বিবাহ

দিতেছেন ও প্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরত বিহারীলাল গুপ্ত সেইমতে বিবাহ করিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সকল লোকে সমুৎসুক হইয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য খাস্তগিরির বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখ স্বরূপ "মিরার" শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ দিন বিবাহের বাটী Hall of All Nations হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ Great Eastern Hotelএর ঐ নাম। দিন কতক এমন হইল যে প্রায় প্রত্যহ মিরার খুলিলেই খাস্তগিরি ও আমার এই দুই জনের গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা জন্য গালাগালি দিত। বাটীর যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘরে কতকগুলি বাছা বাছা লোককে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি ছিলাম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৮৭৩ সালে (১৭৯৪ শকে মাঘ মাসে) শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোন বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্ম্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করা। কিন্তু নূতন প্রবর্ত্তিত উপনয়ন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যদি অন্য দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা সম্মুখের পা তোলা সিংহের প্রতিকৃতি ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ব্রাহ্মেরা প্রাচীন ঋষিদিগের সন্তান বলিয়া পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংশ্রব না

রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না। জাতিবিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল জাতীয় মনুষ্য সমাজে থাকিবেই থাকিবে, যদি আমাদিগের দেশের মতন জাতিবিভেদ প্রথা না থাকে তথাপি ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করা প্রথা থাকিবে। সেও একপ্রকার জাতিবিভেদ প্রথা। আমরা কেবল এই মাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। নূতন প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্র বাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেদিন উপনয়ন ক্রিয়া হয় তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আমি নির্বাধই দত্তপুকুরে আমার দ্বিতীয় জামাতা দীননাথ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল আমি নির্বাধইয়ের ফেরতা একেবারে সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না এমন নিয়ম হইয়াছে। এরূপ নিয়ম হইয়াছে জানিলে আমি তথায় বসিতাম না। যেহেতু সমাজনায়কেরা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা আমার স্বভাব নহে, তাহা পালন করা কর্ত্তব্য মনে করি। প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।

পূর্ব্বে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে Friend of India সম্পাদক Routledge সাহেব নিজে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার

বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি Brahmo Marriage Bill আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া Friend of India কাগজে লেখাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমিদার বাবুরা উত্তরপাড়ায় এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা আদি সমাজ হইতে কতকগুলি লোকে এই সভায় উপস্থিত থাকি। আমি সকলের পেছনে বসিয়াছিলাম, তাহাতে জমিদার বাবুদিগের একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জাতীয়ধর্ম্মের সমর্থক, আপনার পেছনে বসা উচিত হয় না, চলুন আপনাকে সম্মুখে লইয়া বসাই।" এই বলিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানে লইয়া গিয়া তিনি আমাকে বসাইলেন। Routledge সাহেব বিলাতে গিয়া আদিব্রাহ্মসমাজ ও আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁহার প্রণীত "English Rule and Native Opinion in India" বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"In September 1852 the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the minister of the elder body of the Brahmists (termed the 'Adi Samaj'—Adi Church) on the superiority of Hinduism to all other religions. Reference has been made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmist Churches both professing to follow the great first Brahmist, Rajah Ram Mohun Roy. The younger body, the body of Keshub Chandra Sen, may be said

to be very nearly akin to the Unitarian Christianity. The elder believe that Hinduism, although overgrown with excrescences, has for its germ and origin the worship and unity of the One True God and that a return to the teaching of the Vedas, would be a return to a pure though a poetical deism. I had at this time been in India about two years and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at the festivals of Durgah and Jagannath and I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. The advertisement, however, was a startling one. Did the minister of the Adi Samaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert in the face of the missionaries and educated English of Calcutta, that Hinduism is superior to Christianity? I found he did; and before the controversy which this lecture caused had ended, I had come to the conclusion that the Hindus, may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith and form, find their way backward to the key of all truth, the oneness of the most High God. I did not think, aud do not now think, of defending Hinduism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of many Hindu scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hinduism.

Since that time I have endeavoured in different

ways to draw attention to the literature of these two Brahmist bodies—a literature so marvellously devotional and so imbued with a spirit of love to God and man, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these; "Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earthquakes and the storms, to the 'still small voice'......Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion. Lord God, our Father, our Saviour, our Redeemer! to Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and danger of our situation. Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls, so that we may stand as witnesses of thy glory to generations to come." (ইহা আমার "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj" হইতে উদ্ধৃত).

In the same spirit, a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem's dream

—"Write me as one who loves his fellow-men." This literature is ever growing and its spirit pertains to both the Brahmo bodies. Each has its pamphlets, its newspaper, its societies for moral and social, as well as religious progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

The Minister of the Adi Samaj undertook to prove, in the face of the younger Brahmo body as well as of Christian Missionaries:

"That Hinduism is superior to all other religions, because it owes the name to no man; because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindu worships God as the soul of the soul and can worship in every act of life—in business, in pleasure and in social intercourse; because while other scriptures inculcate worship for the rewards, it may bring or the punishment it may avert, the Hindu is taught to worship God and practise virtue for the love of God and of virtue alone; because, being unsectarian and believing in the good of all religions, Hinduism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and possesses an antiquity which carries it back to the fountain-head of all thought."

These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history, and by well-put references to existing facts.

His position was disputed by a genial and accomplished missionary, the Rev. Dr. Murray Mitchell, and several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages, which the minister of the Adi Samaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned. "I am not," he said, "a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and demerits of any of the Tantras. The position which I took up in my lecture on the superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras, the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smritis, and the Puarnas, contain monotheistic sentiments of the most exalted description." The younger Brahmo body maintained that the church represented by Babu Rajnarain Bose had drifted from the teachings of Rajah Ram Mohun Roy, and of his successor, Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all 'nature as revelation' and 'pure reason as minister.' Baboo Jotendra Nath Tagore (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Raja Ram Mohun Roy's disciple, Dwarkanath Tagore) maintained that Hinduism is an illimitable fount of truth, and in confimation of this view produced many beautiful passages from the Shastras.

This controversy produced little eflect in India, so

far as making known the tenets of the two Brahmist Churches was concerned; but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that while the Church of Baboo Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hindooism, while, at the same time, endeavouring to raise it from idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An 'Inquirer from the outside' during this controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National* (Adi Somaj) *Paper* replied with some fine instances of Hindoo charity, of honour paid to parents, and much besides; facts which may be freely admitted, while, at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I cannot see whither the spirit of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit."

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি।

জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম District Superintendent of Police হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের District Superintendent of Police ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভূত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে "ওঘরে আর কি দেখিবে? ওঘরে 'সেকাল একাল' হইতেছে।" আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময়ে জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য বাঙ্গলা সম্বাদপত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলন-

ও "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। বিখ্যাত "শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় (Tableaux Vivants) প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে কলেজসম্মিলন তিন চারি বৎসর বন্দ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। সেবার কোন বেবন্দোবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয়, (যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্দ করিয়া দেন। তাহার পর বৎসর হইতে লাহাভ্রাতৃদ্বয়, রাজা দুর্গাচরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ করেন। কয়েকবৎসর উহা তাঁহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে বন্দ হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে কলেজসম্মিলন আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বৎসরের পর বৃদ্ধ ও যুবক কলেজিয়ান (Collegian) একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহা আমার হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ-সম্মিলন জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্যরসামৃতপানের (Feast of reason and flow of soul) অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার ঢলাঢলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল। উল্লিখিত কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অদ্যকার সম্মিলন অতি শুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না হয়, অন্ততঃ এই উপকার হইল যে, আযৌবন পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল

স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদিগের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থ-চিন্তায় বদ্ধ নহে,—তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্যরসপানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে কোন সৎপ্রসঙ্গ ও সৎপ্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎপ্রসঙ্গ ও সৎপ্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে?"

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতক-গুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব্বমহিমা বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি। উপহাসচ্ছলে আমি বলিয়াছিলাম যে উহার শিরস্ক স্থানে "বোড়াল কবিবৃন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত" এই বাক্য লিখিয়া দেওয়া যাউক। ঐ কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল:—

"বঙ্গের পূর্ব্ব মহিমা বর্ণন"

(বোড়ালের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত ও মৎ কর্ত্তৃক সংশোধিত।)

(১)

দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান॥
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁ'র সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥

(২)

পুরাকালে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের কারণ।
দিগ্বিজয় হেতু ভীমে করেন প্রেরণ॥
সমুদ্র ও চন্দ্রসেন বঙ্গ নৃপদ্বয়।
সমরে নিপুণ দোঁহে সাহসী নির্ভয়॥
উভয়ে সমর করে বৃকোদর সনে।
ভারতীয় সভাপর্ব্বে বিস্তারিত ভণে॥

(৩)

বিজয় নামেতে বীর বিজয়ী প্রধান।
বঙ্গের নৃপতি সিংহবাহুর সন্তান॥
কি কারণে অভিমানে ত্যজি পিত্রালয়।
সমুদ্র ভ্রমণ আশে চলিলা বিজয়॥
সহচরগণ তাঁর যে যে ছিল বঙ্গে।
পত্নীগণ সহ তারা চলিলেক সঙ্গে॥

পথের প্রয়োজন যা সকলি লইয়া।
আরোহি অর্ণবপোতে চলিল বাহিয়া॥
বিষম বিপদ পথে ঘটে অকস্মাৎ।
মেঘে আঁধারিল দিক ঘনবজ্রাঘাত।
উঠিল প্রবল বায়ু জলধি মাঝার॥
চির অরি সনে দ্বন্দ্ব লাগিল তাহার॥
নাচিল সাগর বক্ষে তরঙ্গ নিচয়।
গর্জ্জিল অপার সিন্ধু দেখে লাগে ভয়॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ঝড় প্রলয় আকার।
সমুদ্র আকাশ উভে হয় একাকার॥
কামিনীর যান দ্বীপ মহেন্দ্রে লাগিল।
কুমার সহিত তরী সিংহলে পড়িল॥
বিজয় উঠিল গিয়া সিংহদ্বীপ তীরে।
কত লোক জীবন ত্যজিল সিন্ধুনীরে॥
অবশিষ্ট কটি বন্ধু লইয়া বিজয়।
প্রবেশিলা দেশমধ্যে নির্ভয় হৃদয়॥
তথাকার অধিবাসী যক্ষ যোধগণে।
দমিলা বিজয় সিংহ ঘোরতর রণে॥
পড়িল যক্ষের নাথ কে য়োধে কুমারে।
বিবাহ করিলা যক্ষরাজ তনয়ারে॥
স্থাপিলা নূতন রাজ্য শাসি যক্ষদলে।
সিংহল করিলা সভ্য নিজ বুদ্ধি বলে॥
উজলিলা চারি দিক সুধাধৌত ধামে।
রাখিলা সিংহল নাম আপনার নামে॥

বঙ্গজ পুরুষ কেহ করিলা এ সব।
কেহ যেন ইহা নাহি ভাবে অসম্ভব॥
ইহার প্রমাণ আছে জানিহ নিশ্চিত।
মহাবংশ ইতিবৃত্তে পালিতে লিখিত॥

(৪)

বহুকালব্যাপী বঙ্গ না ছিল অধীনা।
মগধ রাজের বশে হইয়া শ্রীহীনা॥
তৎপরে কয়েকজন জন্মেন ভূপাল।
স্বাধীন সাহসী যোদ্ধা পদবীতে পাল॥
কলিঙ্গ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন বিস্তার।
প্রকাশিয়া শৌর্য্য বীর্য্য নাহি যার পার॥
তার পর সুবিখ্যাত বৈদ্য রাজগণ।
অধিকার করে বঙ্গ রাজসিংহাসন॥
কেমনে হইবে বল সে বংশ কীর্ত্তিত।
বাহু বলে ইন্দ্রপ্রস্থ হল পরাজিত॥

(৫)

প্রতাপে আদিত্যসম যশোরে সদন।
প্রতাপ আদিত্য নাম সেনা অগণন॥
বঙ্গজ কায়স্থ জাতি সেই নৃপবর।
জেহাঙ্গীর সনে ঘোর করেন সমর॥
ভারত ভারত কবিকুলের প্রধান।
অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যাঁর যশোগান॥

(৬)

নওয়াব মহাবেত জঙ্গের সময়।
মনওয়ারুদ্দিন খাঁ লয়েন আশ্রয়॥
মুর্শিদাবাদ নগরে নবাব নিকট।
ভ্রাতৃসনে রণে হারি ত্যজিয়া আরকট॥
কটকের সুবেদারী পরে তিনি পান।
লইলেন সঙ্গে তিনি করি দেওয়ান॥
৺ রামচরণ দে ব্যবহর্ত্তা মহামতি।
যাঁহার প্রপৌত্র হিন্দু সমাজের পতি॥
সুবিখ্যাত সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব।
যাঁহারে সম্মান করে হিন্দু কি সাহেব॥
পথিমধ্যে পিণ্ডারিরা আসি আক্রমিল।
তাহাদের সঙ্গে ঘোর সমর বাজিল॥
নাশিয়া অনেক শত্রু ব্যবহর্ত্তা বীর।
ত্যজিলা সম্মুখ রণে সার্থক শরীর॥

(৭)

হায়! হায়! কোথায় আমাদের সে দিন।
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন ক্ষীণ॥
সাহস সহিত গেল আমাদের বল।
হোরিয়া কালের গতি হ'লাম বিকল॥
থাকিত মোদের যদি সে শুভ সময়।
তা হ'লে এ অপমান সহিতে কি হয়?
ইউরোপীয়েরা বলে ভরসা বিহীন।
মেষ সম বাঙ্গালীরা বলবীর্য্য হীন॥

(৮)

সম্প্রতি সুযোদ্ধা মুন্‌সেফ্‌ মহাশয়।
বিদ্রোহ সময়ে দেন বীর্য্য পরিচয়॥
গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হয়ে দিলা জায়গীর।
সাহস বাড়িবে বলে ভীরু বাঙ্গালীর॥
শুন ভাই বঙ্গবাসী মম নিবেদন।
লভিতে এরূপ যশ করহ যতন॥

(৯)

নাটোরের রাজপুত্র অতি বীর্য্যবান।
মহৎ বংশেতে জাত কুমার * প্রধান॥
সাহসের পরিচয় প্রদান কারণ।
সেনাপতি পদ জন্য করে আবেদন॥
কি জন্য যে গবর্ণমেণ্ট না দেন তাঁহায়।
বুঝিতে নারিনু মোরা এর অভিপ্রায়॥

(১০)

সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়।
পিতামহ ছিলা মম বলবান্ কায়॥
পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল প্রচারিত।
বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে ব্যায়ামের রীত॥
প্রত্যেক উৎসবে যত মল্লগণ আসি।
তুষিত দর্শকমন নৈপুণ্য প্রকাশি॥

---

* কুমার চন্দ্রনাথ রায়।

রায় বাঁশ বর্ষা আসি আপন আপন।
লইয়া করিত ক্রীড়া জিনিবারে পণ॥
মুদ্গর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন।
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন্॥
এখন সে সব চর্চ্চা দেখা নাহি যায়।
গ্রন্থের চর্চ্চায় শুদ্ধ সময় কাটায়॥
বিদ্যালয়ে ছাত্র শুদ্ধ মানসিক শ্রম।
করিয়া দেহকে করে নিতান্ত অক্ষম॥
যৌবন সময়ে তারা অকর্ম্মণ্য হয়।
পীড়ায় পীড়িত হয়ে চির কষ্ট সয়॥
অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ।
পুস্তক পেষণী যন্ত্রে করিয়া পেষণ॥
সুকুমার শিশুবৃন্দে কি কহিব হায়।
কেবল অর্থের জন্য পরকাল খায়॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ যথা সারহীন করে।
চিন্তা ঘুণে সেইরূপ নাশে কলেবরে॥
ষোড়শ বৎসরাবধি ইংরাজ তনয়।
খেলিয়া পড়িয়া সুখে সময় কাটায়॥
ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যত।
ছোট কি বড় সকলে হয় ক্রীড়া রত॥
বঙ্গবিদ্যালয়ে তার বিপরীত প্রথা।
দেখিয়া স্বদেশপ্রেমী মনে পায় ব্যথা॥
বয়স্ক বালকগণ বিধিপ্রতিবাদী।
বসিয়ে পড়য়ে যেন প্রবীণের গাঁদী॥

বিভিন্ন প্রথার ফল বিভিন্ন প্রকার।
ক্ষীণতনু দীন আত্মা বঙ্গজ কুমার।
সবল শরীর মন ইংরাজ যুবার॥
ইংরাজ তনয়বর ছাড়ি বিদ্যালয়।
সাহসী উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত হয়॥
পাঠান্তে উদ্যমহারা বঙ্গসুত যত।
শরীর লইয়া তারা সদাই বিব্রত॥
এ রোগের প্রতীকার কর নির্দ্ধারণ।
নিবেদি বিনীত ভাবে স্বদেশীয় জন॥

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু মেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শন জন্য নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন। নানাপ্রকার ফল মূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হইত। আমার স্মরণ হয় বস্ত্রবয়নের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট

গবর্ণর সার্ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনে (evening party) নিমন্ত্রিত হই। ঐ সান্ধ্য সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার রিচার্ড টেম্পলের যাহা দোষ থাকুক না কেন তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাঙ্গালী জাতিসাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বেলভিডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন"। আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন ছোটলাট অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহার করিতেছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাসী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবরা আহারের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাসী শ্রেণীর ন্যায় দুই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোটলাটপত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন (shake hand) করতঃ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষীয়সী লেডি টেম্পল পিসীঠাকুরাণীর ন্যায় ঈষদ্ধাস্য করতঃ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলেন যে তাঁহাকে আমি মনে মনে পিসীঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিবার সময় শ্মশ্রুগুম্ফ চলিয়া যাইতে লাগিলেন আমার বলা উচিত ছিল। এমন জমকাল গোঁফ কখন দেখি নাই। সার রিচার্ড টেম্পলের নিকট তাঁহার গোঁফ বড় শ্লাঘার বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাঁহার গোঁফ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির ন্যায় ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের কর স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, গবর্ণমেণ্ট বঙ্গানুবাদক রবিনসন্ সাহেব (টৌনসেণ্ড ও রবিনসন্‌কে বুড়া শিব মার্শম্যানের নন্দী ভৃঙ্গী বলিয়া